# Karl Marx and Frederick Engels

# Manifesto

# of the Communist Party

## কার্ল মার্কস এবং ফ্রেডরিখ এ্যাংগেলস

# কমিউনিস্ট পার্টির ম্যানিফেস্টো

## ( English & Bengali)

## (ইংরেজি ও বাংলা)

এবং

## কমিউনিস্ট লীগ ও ১ম আন্তর্জাতিকের নিয়মাবলী

**Translation in Bengali : Shah Alam**

**বংগানুবাদ: শাহ্ আলম**

**প্রকাশনায়:**

**ইনফরমেশন সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স ফ্রিডম**

**বাজার জগতপুর, পোষ্ট কোড-৩৫৬২**

**চাঁদপুর, বাংলাদেশ।**

**www.icwfreedom.org**

**e-mail:icwfreedom@gmail.com**

**Mob: (880)+ 01675216486, 01715345006.**

**প্রকাশকাল: সেপ্টেম্বর, ২০১২।**

মুদ্রণে-

দি চিত্রা প্রিন্টার্স

২০, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫

**১০০ টাকা।**

# অনুবাদকের কথা

কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো লিখেছিলেন-মার্কস ও এ্যাংগেলস, প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৪৮ সালে। কমিউনিস্ট লীগ হতে দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে সমাজ বিকাশের নিয়ম সমেত শ্রম, শ্রমিক, পণ্য, পুঁজি, পুঁজিপতি ইত্যকার বিষয়াদির সংজ্ঞা, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও ঐতিহাসিক ভূমিকা এবং পুঁজিতন্ত্রী সমাজের উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণতি তথা সমাজতন্ত্র বা সাম্যতন্ত্র বিষয়ক সূত্র ও কার্যকারণ খুবই সংক্ষিপ্ত, তবে সুনির্দিষ্টভাবে তারা লিপিবদ্ধ করেছেন কমিউনিস্ট ইস্তাহারে।

বেসুমার পণ্যের তথা পণ্য উৎপন্নের সমাজ হচ্ছে -পুঁজিতন্ত্র। পণ্যের দু'টি উপাদানের মধ্যে একটি প্রাকৃতিক সম্পদ-যার মূল্য নাই , তাই অপরটি শ্রম- উৎপন্ন করে মূল্য, অত:পর, উদ্বৃত্ত-মূল্য, অর্থাৎ পুঁজি, যা হচ্ছে অপরিশোধিত শ্রম। তাই পুঁজিপতি হচ্ছে অপরিশোধিত শ্রম আত্মসাৎকারী অর্থাৎ শোষক আর শ্রমিক শোষিত। সুতরাং, পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ পুঁজির জন্মসূত্রেই শোষণমূলক, তাই বৈরীতামূলক। এই বৈরীতার অবসান- পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থায় অসম্ভব। পুনরুৎপাদন ও সঞ্চালন ব্যতীত পুঁজি স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষায় অক্ষম। পণ্যের বাজারজাতকরণ ও পুঁজির সঞ্চালন প্রক্রিয়ায় পুঁজিপতি শ্রেণী সমগ্র দুনিয়া বিজয় করে সমগ্র দুনিয়ায় একই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পত্তন করে। তাই, পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থা একটি বিশ্বজনীন ব্যবস্থা। তবে, অস্তিত্ব রক্ষার শর্তে পুনরুৎপাদনে বাধ্য পুঁজিপতি শ্রেণী নৈরাজ্যিক উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় অতি উৎপাদন ও তৎজ্জনিত হেতুবাদে পুঁজিতন্ত্রী মন্দা ও সংকটে নিপতিত হয়ে, ব্যক্তি পুঁজিপতি দেউলিয়া হয়ে সামাজিক মালিকানার ভিত্তি ও পথ তৈরী ও সুগম করে, এবং বারে বারে ঘটা মন্দার পরিণতি- সমাজতন্ত্র; এক কথায় ব্যক্তি মালিকানার অবসান। অত:পর, উৎপাদন উপায়ের মালিক হচ্ছে সমাজ বা কমিউন।

পুঁজিতন্ত্র যেহেতু, বৈশ্বিক, তাই এটি প্রতিস্থাপনে সমাজতন্ত্র কোনো একক দেশে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তাইতো, ইস্তাহারে যথার্থভাবে নির্ণিত হয়েছে এই: "প্রলেতারিয়েতের মুক্তির প্রথম শর্তগুলোর একটি হচ্ছে কমপক্ষে নেতৃস্থানীয় সভ্য দেশগুলির সম্মিলিত ক্রিয়া।" অথচ, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, কর্তৃক বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ইস্তাহারে যেমন এই গুরুত্বপূর্ণ বাক্যটিকে বিকৃত করা হয়েছে, তেমন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ( মার্কসবাদী), এর ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, কর্তৃক বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ইস্তাহারে এই বাক্যটি ঠাঁই পায়নি। এতে আরো ঠাঁই পায়নি- " প্রাচীন সম্পত্তির ক্ষেত্রে পরিষ্কারভাবে আপনারা দেখেন, সামন্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে যা আপনারা কবুল

করেন, আপনাদের নিজস্ব বুর্জোয়া ধরণের সম্পত্তির ক্ষেত্রে তা কবুল করতে অবশ্যই আপনারা বারিত।" – সমাজ পরিবর্তন বিষয়ক সূত্র ও বুর্জোয়াদের প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা বিবৃত এই গুরুত্বপূর্ণ বাক্যটিও। তবে, ভুলে নয়।

বুর্জোয়া সমাজে, মুখোমুখি দন্ডায়মান হচ্ছে বুর্জোয়া ও শ্রমিক শ্রেণী। শিল্প পুঁজির নিকট পরাজয়ের প্রক্রিয়াধীন কৃষক, ব্যক্তিমালিকানা রক্ষায় ইতিহাসের চাকাকে পেছনে ঘুরাতে চায়, তাই তারা প্রতিক্রিয়াশীল। শ্রম শক্তির বিক্রেতা– শ্রমিক শ্রেণী একা বিপ্লবী, তাই শ্রমিকেরাই বুর্জোয়াদের কবর খনক। সুতরাং,সৈনিক ও কৃষকের সহযোগে নয়, বা 'মহান শিক্ষক' বা ' মহান নেতা' বা ' মহা বীর' ইত্যকার পরজীবী জাতীয় ব্যক্তি বিশেষের শিক্ষা, নেতৃত্ব বা বীরত্বেও নয়, বরং শ্রমিকদের মুক্তি অবশ্যই হবে শ্রমিক শ্রেণীর নিজস্ব কাজ, যথার্থভাবে বর্ণিত হয়েছে ইস্তাহারে। তবে, শ্রমিক শ্রেণী অপরাপর সকলকে মুক্ত না করে নিজেরাও মুক্ত হতে পারবে না, তাই সকল বন্ধনের মূল সূত্র– ব্যক্তিমালিকানা অবসানের সাথে সাথে শ্রেণী বিলুপ্তি যেমন আবশ্যক ও অনিবার্য, তেমন শ্রেণী বৈষম্য পোষণের স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ও রাজনীতি চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে সমাজের সক্ষম সকলেই শ্রম করলেও কেহই শ্রমিক নয়, মানুষ। তাই, শ্রেণীহীন–বৈষম্যহীন, প্রাচুর্য্যময় ও শান্তিপূর্ণ মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠার একমাত্র এবং একক কারিগর– শ্রমিক শ্রেণী।

অথচ, লেনিন ও বলশেভিক পার্টি পূর্ব পরিকল্পনামতো অনুগত সেনা শক্তির সাহায্যে রাশিয়ার ক্ষমতা দখল করে। তবে, সংবিধান সভার নির্বাচনে রাশিয়ার জনগণ কর্তৃক ভয়ানকরকমভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়ে বলশেভিক পার্টির জন্মকালীন ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতি ভংগ করে সংবিধান সভা বাতিল করে, কমিউনিস্ট পার্টি নাম গ্রহণ করে লেনিন নিজেই একটি সংবিধান রচনা ও কার্যকর করে আমৃত্যু রাষ্ট্রীয় প্রধান নির্বাহীর দায়িত্বে থাকলেও সেই পদটির ক্ষমতা–এখতিয়ার বা ঐ পদে নিয়োগ–অপসারণের বিধানাবলী সমেত দখলীকৃত পদটিও তার সংবিধানে সংযোজিত না করে, চরম কর্তৃত্বের এক স্বৈরতান্ত্রিক সেনা প্রাধান্যের রাষ্ট্রিয় পুঁজিতন্ত্রের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে, তাকেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে দুনিয়াময় প্রচার করে।

শ্রমিকের কোনো দেশ নাই, জাতীয়তাও হারিয়েছে পুঁজির নিয়মেই, তবে, শ্রমিক শ্রেণী নিজেদের শৃংখল হারিয়ে, জয় করার জন্য তাদের আছে একটি দুনিয়া। তাইতো খুবই যুক্তিসংগত শর্ত এবং প্রাসংগিকতা হিসাবে ইস্তাহারে বর্ণিত এই: "সকল দেশের শ্রমিকেরা এক হও" এবং " পুরোনো স্থানীয় ও জাতীয় বিচ্ছিন্নতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার স্থলে পাচ্ছি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আদান–প্রদান , জাতিসমূহের বিশ্বজনীন অন্যোন্যনির্ভরতা।" অত:পর, পুঁজিতন্ত্র প্রতিস্থাপনে– শ্রমিক শ্রেণী দুনিয়াময় ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছাড়া জাতীয় মুক্তি অর্জন ইত্যকার প্রশ্ন কেবল নিতান্তই অবান্তরই নয়, বরং ক্ষতিকর । জাত–জাতির নামে আজন্ম শত্রু বুর্জোয়াদের অংশ বিশেষের , কার্যত বুর্জোয়া ব্যবস্থার সহযোগীতা করা শ্রমিক শ্রেণীর জন্য কার্যত স্বয়ংঘাতি কাজ বটে।

অথচ, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বিশ্বাসঘাতক নেতৃত্ব, ১৮৯৬ সালে লন্ডন কংগ্রেসে গৃহীত তথাকথিত " জাতীয় আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকারের " নীতি গ্রহণ করে, দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীকে দেশ-জাতির গন্ডীতে আবদ্ধ করে, অলীক কল্পনার ভুয়া জাতীয় মুক্তির কাজে শ্রমিক শ্রেণীকে ব্যবহার করার মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীকে বিভ্রান্ত ও বিভক্তকরণের দুষ্ট কর্মটি সাধনের মাধ্যমে মহা মন্দায় নিপতিত মৃতপ্রায় পুঁজিতন্ত্রকে বাঁচানোর অপচেষ্টায় নিয়োজিত হয়। বলশেভিক পার্টি সেই রাজনৈতিক ধারায় জন্ম লাভ করে। এবং ক্ষমতাসীন হয়ে বিভিন্ন দেশে কল্পিত জাতীয় মুক্তির রাজনৈতিক দল গঠন ও দেশে দেশে চালান করা সমেত তদার্থে কথিত ৩য় আন্তর্জাতিক গঠন করে। উল্লেখ্য, এসকল দল সমূহ ওয়ার্কার্স পার্টি বা কমিউনিস্ট পার্টি নাম গ্রহণ করলেও তাদের প্রতিক কিন্তু কাস্তে-হাতুড়ি; কাস্তের কৃষক-প্রতিক্রিয়াশীল, হাতুড়ির শ্রমিক-বিপ্লবী, উভয়ের সংমিশ্রণে গাধা-ঘোড়ার মিলনের মতো খচ্চর জাতীয় কিছু হওয়া সম্ভব হলেও বিপ্লবী শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী হওয়া অসম্ভব। তাই নামেই কমিউনিস্ট কার্যত, এই পার্টিগুলো প্রতিক্রিয়াশীল এবং রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের পার্টি। অত:পর, অনুরূপ প্রতিক্রিয়াশীল পার্টির রাজনৈতিক প্রয়োজনে -সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান দূষণ করা ছাড়া গত্যান্তর ছিল না লেনিনবাদী মোড়লদের। তারই ধারাবাহিকতায় কমিউনিস্ট ইস্তাহার অনুবাদেও জাল-জালিয়াতি করেছে তারা ।

কিন্তু, পুঁজিতন্ত্র বিনাশে, শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য ও সংহতি অর্জনে এককথায় কমিউনিস্ট আন্দোলন পুনর্গঠনে কমিউনিস্ট ইস্তাহার এখনো গাইড লাইন। ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা সমেত ভুল-ত্রুটি বা ক্ষেত্র বিশেষ স্ব-বিরোধীতা আছে, ইস্তাহারে। রচনার পরবর্তীতে ইস্তাহারের বিভিন্ন সংস্করণের ভূমিকায় এতদ্বিষয়ে স্বীকারোক্তি সমেত তদ্বিষয়ে জানান দিয়েছেন মার্কসরাও।

অত:পর, লেনিনবাদী মোড়লদের মুখোশ উন্মোচনই নয়, বরং, কমিউনিস্ট আন্দোলন পুনর্গঠনে -কমিউনিস্ট ইস্তাহারের যথার্থ অনুবাদ সমেত তা উপস্থাপন একান্ত অপরিহার্য। বাংলা ভাষী জনসংখ্যা দুনিয়ার মোট জনসমষ্টির প্রায় ২৯ ভাগের এক ভাগ, তন্মধ্যে একটা অংশ শ্রম শক্তি বিক্রেতা হিসাবে দুনিয়ার নানান দেশে বসবাস করছে। যদিচ, অভিবাসীদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ব্যক্তিমালিকানার মোহ বিদ্যমান, এবং সেহেতু, ব্যক্তিমালিকানাজাত গুণাবলী অর্থাৎ মিথ্যাচার, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা, নীচুতা ইত্যকার দোষ মুক্ত নয় তারা। তবে, পুঁজিতন্ত্র যেহেতু, রাষ্ট্রের রাষ্ট্রিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের হানি ও বিঘ্ন ঘটিয়ে বৈশ্বিক সাংগঠনিক কাঠামো তৈরী করেও, বিপর্যয় ও বিনাশের স্বীয় নিয়তি হতে রেহাই পায়নি; তাই, ২০০৮ হতে চলমান মন্দায় একদিকে পুঁজিপতি শ্রেণীর অংশ বিশেষ যেমন দেউলিয়া হচ্ছে তেমন বিশেষত শিল্পোন্নত তথা নেতৃ স্থানীয় দেশগুলির শ্রমিক শ্রেণীও চাকুরীচ্যুতি সমেত নানান সমস্যায় নিপতিত ও জর্জরিত। বারে বারে এমনটা ঘটতে বাধ্য। তাই সমাধান সূত্র বিবৃত কমিউনিস্ট ইস্তাহারের গুরুত্ব ও আবশ্যকতা অপরিহার্য।

" লেনিনবাদীরা [ সি পি এস ইউ- সি পি আই ( এম ) ] কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার অনুবাদেও কারসাজি করেছে," বইখানি, লেখার সময় হতে যেমন আমি নিজে এক ধরণের তাড়া অনুভব করছিলাম, তেমন পুস্তকখানি প্রকাশের পর বেশ কয়েকজন বন্ধু , ইস্তাহারের বাংলা অনুবাদের জন্য অব্যাহত তাড়া দিতে থাকেন। কিন্ত রাজী হতে চাইনি । কারণ, ইংরেজি ভাষায়তো বটেই বাংলা ভাষায়ও আমার জানা-বুঝার বহর তদোপযুক্ত বলে নিজেই কবুল করতে পারি নাই।

তবু, সকল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও , কমিউনিস্ট আন্দোলন পুনর্গঠনের তাগিদে শেষত একান্ত বাধ্য হয়ে ইংরেজি সংস্করণটি হুবুহু তুলে দিয়ে বাংলা অনুবাদ করেছি। এতে অবশ্য যারা ইংরেজি ভাষা খুব একটা জানেন না , তারাও দুই ভাষা একত্রে মুদ্রিত বলে, অভিধানের সহযোগীতা নিয়ে- এক দিকে ইস্তাহারের নির্গলিতার্থ যেমন উপলব্ধিতে নিতে সহযোগীতা পাবেন, তেমন আমাদের ভুল-ত্রুটি বা ভ্রান্তি চিহ্নিতকরণে ও তা সংশোধনে কার্যকর ভূমিকা পালনের সহজ সুযোগ পাবেন। তাতে ইস্তাহারের গ্রহণযোগ্যতা ও গুরুত্ব যেমন প্রসারিত ও প্রাধান্য পাবে, তেমন ভবিষ্যতে আরো নিখুঁত , আরো বিশুদ্ধ অনুবাদ পুন:পুন প্রকাশিত হবে। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সুবাদে তা সহজলভ্য হবে দুনিয়ার শ্রমিকদের নিকট। ফলে, সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের দূষণ- "লেনিনবাদ", পরিত্যাক্ত হওয়ার পথ প্রশস্ত হবে, যা খুবই আবশ্যক- বয়োবৃদ্ধ, অতীত আশ্রিত , সংকটাপন্ন, হিংসাশ্রয়ী, বৈষম্য-বৈরীতার আঁধার , প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, জাল-জালিয়াতি, অনিয়ম, দুর্নীতি ও ভয়-ভীতির ভান্ডার, যুদ্ধ প্রবণ, চিরকালীন অনিশ্চয়তার নিশ্চয়তাকারী এবং অশান্তি ও কৃত্রিম দারিদ্র্য সৃষ্টিকারী- পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থার অবসানে।

জন্মগত উপাদান ৪৬ জোড়া ক্রোমোজম বলে মানবজাতির প্রত্যেকেই জন্মসূত্রে সমান। কিন্ত, প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার হের-ফেরে অভিজ্ঞতায় তথা জ্ঞান-বুদ্ধিতে তারতম্য হচ্ছে শ্রেণী বিভক্ত সমাজে। তাইতো চালাক-চতুর, তবে প্রবঞ্চক-প্রতারক গয়রহ নিজেদেরকে মহাজ্ঞানী-মহাপন্ডিত বানিয়ে-সাজিয়ে পরজীবীতার আয়েশী জীবন নিশ্চিতকরণার্থে শ্রমজীবীদেরকে সদা-সর্বদা অজ্ঞ-মূর্খ ও বোকা সাব্যস্তে; বজ্জাতদের কেউ কেউ নীচু জাতের দাসদেরকে কুকুর তুল্য গণ্য বা কুকুরের মতো সৎকারের বিধি-বিধান দিয়েছে। লেনিন মহোদয়ও নিজেকে জাতির ভাবনা-চেতনা প্রকাশক এক চরম ক্ষমতাবান ' মহান' নেতা ও শিক্ষক সেজে রাশিয়ার শ্রমিককে 'খারাপ' বলেও প্রতারণা মূলে শ্রমিক শ্রেণীর কথিত মুক্তির কান্ডারী সেজেছিলেন। সুবিধাভোগী চেলার দল আরো এক কাঠি উপরে উঠে মানবজাতির কথিত মহান শিক্ষক লেনিনকে অমর রাখার পিরামিডীয় আঞ্জাম করে নিজেরাও তা হওয়ার রাস্তা প্রশস্ত করার যাবতীয় বিহাদি করেও শেষ রক্ষা করতে পারেনি ইতিহাসের নিয়মেই।

পণ্য উৎপাদনী প্রক্রিয়ায় শ্রমিক শ্রেণীকে প্রত্যক্ষ ইন্টার-ডিপেন্ডেন্ট সম্পর্কের মধ্যে নিয়ে এসেছে আধুনিক শিল্প। সামাজিক উৎপাদনী ক্রিয়ায় প্রত্যেক শ্রমিকই হয়ে

উঠলো গুরুত্বপূর্ণ; অভিজ্ঞতা তথা জ্ঞান হতে কম-বেশ সকলেই নিশ্চিত হল যে, পণ্য উৎপাদনী প্রক্রিয়ায় প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহযোগি, এবং কেউ নয় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ আবার কেউ নয় গুরুত্বহীন, বরং প্রত্যেকেই দায়িত্ব ও কর্তব্যের দিক থেকে সম গুরুত্বপূর্ণ; তাই সকলেই সমান মর্যাদার অধিকারী। অর্থাৎ শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে এই সাম্যবোধের জন্ম দিয়েছে, কার্যত আধুনিক শিল্প অর্থাৎ ব্যক্তি মালিকানা বিনাশের বীজ যেমন পুঁজির মধ্যেই বিদ্যমান তেমন মানুষে মানুষে উঁচু-নীচুর ঘৃণ্য ধারণা বা কেউ 'মহান" আর কেউ মহান ব্যক্তির পূঁজারী-সাধারণ, এমন জঘন্য ও অবৈজ্ঞানিক মূল্যবোধের বিপরীতে সকল মানুষই সমান মর্যদার অধিকারী এই যথার্থ চিন্তা-চেতনা তথা সাম্য বোধের জন্ম দিচ্ছে-পুঁজিতন্ত্র।

তাই সাম্যতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী পার্টির সদস্যগণ প্রত্যেকেই সমান। কিন্তু,বলশেভিক পার্টির স্বৈরতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার সাংগঠনিক নীতিকেই চাতুরালী মূলে কমিউনিস্ট নীতি হিসাবে বাজারজাতকারী চতুর রাজনীতিক লেনিনের " লেনিনবাদ" নয়, বরং কমিউনিস্ট আন্দোলন পুনর্গঠনে ও কমিউনিস্ট পার্টি গঠন-পরিচালনায় সাম্যতান্ত্রিক বোধের নীতিতে গঠিত কমিউনিস্ট লীগ এবং প্রথম আন্তর্জাতিকের নিয়মাবলী এখনো প্রসাংগিক, গুরুত্বপূর্ণ ও প্রণিধানযোগ্য।

তাছাড়া, বুর্জোয়া সমাজ বৃদ্ধ,তাই বুর্জোয়া শ্রেণী প্রতিক্রিয়াশীল; কাজেই, বুর্জোয়া মালিকানা বিকাশে বুর্জোয়া সমাজ যেমন অক্ষম, তেমন বুর্জোয়া শ্রেণী অযোগ্য। ফলে- উভয়েই আধুনিকতা ও উন্নয়নের প্রতিবন্ধক। কাজেই, সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহারোপযোগীতায় অনোন্যোপায় উৎপাদন উপকরণ পুন:পুন বিদ্রোহী হয়। তাই, পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধি হলেও পুঁজিতন্ত্রী অর্থনীতি তথা ব্যক্তি মালিকানা বিকাশের সুযোগ রহিত হয়েছে কমিউনিস্ট ইস্তাহার রচনার পূর্বেই। অত:পর, বুর্জোয়া সমাজের বিনাশ ও কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠায়ই দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর করণীয়। সুতরাং কমিউনিজম প্রতিষ্ঠায় দুনিয়ার শ্রমিককে একত্রিতকরণ ও দুনিয়ার শ্রমিক আন্দোলনকে একত্রিতকরণ, সংগ্রথিতকরণ, সমন্বিতকরণ, সুসংহতকরণ, বেগবান ও বিস্তৃতকরণের মাধ্যমে চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হওয়ার একটি মাধ্যম হিসাবে সমাজতন্ত্রের অগ্রদূত হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কমিউনিস্ট লীগ ।

শ্রমিকের মুক্তি স্থানীয়ও নয় জাতীয়ও নয়, তবে একটা সামাজিক সমস্যা; তাই, পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের পরিবর্তনই পুঁজিতান্ত্রিক সমস্যার সমাধান। তাতে কেবলমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর নয়, বরং সমগ্র সমাজই সকল শোষণ-বঞ্চনা, বৈরীতা ও বৈষম্য হতে মুক্ত হবে। তবে এই কাজটি করার যোগ্য-উপযুক্ত কেবলমাত্র শ্রমিক শ্রেণী। সুতরাং , দুনিয়ার শ্রমিকের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যতীত শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি লাভ করা সম্ভব নয়; এবং কোথাও তেমন প্রচেষ্টা হলেও তা যে পরাজিত হতে বাধ্য সেই উপলব্ধিতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী মানুষের সমিতি তথা ১ম আন্তর্জাতিক।

অথচ, লেনিন ও লেনিনবাদী মোড়লেরা, রাষ্ট্র বিশেষের ক্ষমতালাভে রাজনৈতিক দল গঠন করে তাকেই কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে প্রতারণামূলে বাজারজাত করেছে। তাই লেনিন ও লেনিনবাদী মোড়লদের কারসাজিতে কমিউনিস্ট পার্টি, কমিউনিস্ট আন্দোলন ও কমিউনিজম সম্পর্কে ভয়ানকরকমের ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি বিরাজমান। অথচ, এই ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি দূরীভূতকরণ তথা লেনিনবাদ বর্জন ও পরিত্যাগ করা ছাড়া যেমন কমিউনিস্ট আন্দোলন পুনর্গঠন ও কমিউনিস্ট পার্টি গঠন সম্ভব নয়, তেমন চরম প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শ্রেণীর উৎখাত ও বিনাশ ছাড়া শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি হাসিলের কোনো বিকল্প নাই।

অত:পর, কমিউনিস্ট সংগঠনের নীতিমালা বিষয়ে লেনিনীয় জঞ্জাল দূরীকরণে ও কমিউনিস্ট আন্দোলনে আগ্রহীদের মধ্যে অন্তত বাংলা ভাষীদের নিকট কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐতিহাসিক সংগঠনগুলোর নিয়মাবলী উপস্থাপন করা জরুরি।

তাই, কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর সহিত কমিউনিস্ট লীগ ও ১ম আন্তর্জাতিকের নিয়মাবলী সমূহের বাংলা ভার্ষাণ সংগ্রথিত হল।

মূল অনুবাদ কর্মটি, আমি একা করলেও, ইনফরমেশন সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স ফ্রিডমের, বন্ধুরা কম-বেশ সকলেই যথাসম্ভব নিখুঁত অনুবাদে সাধ্যমতো সহযোগীতা করেছেন। তাই, অনুবাদে -যথার্থতা অথবা অনিচ্ছাকৃত ভুল-ভ্রান্তির দায়-দায়িত্ব আমাদের সকলের।

উল্লেখ্য,সুযোগ থাকায়,বইটির শেষ দিকে-

**ইনফরমেশন সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স ফ্রিডম** এর

মৌলিক ধারণা ও নিয়মাবলী মুদ্রিত হল।

শাহ্ আলম।

০১ সেপ্টেম্বর, ২০১২।

# কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো

Bourgeois and Proletarians | Proletarians and Communists | Socialist and Communist Literature | Position of the Communists in relation to the various existing opposition parties | Preface to 1872 German edition | Preface to 1882 Russian edition | Preface to 1883 German edition | Preface to 1888 English edition | Preface to 1890 German edition .

A spectre is hunting Europe—the spectre of communism. All the powers of old Europe have entered into a holy alliance to exorcise this spectre: Pope and Tsar, Matternich and Guizot, French Radicals and Germans Police-spies.

একটা ভূত ইউরোপকে তাড়া করছে- কমিউনিজমের ভূত। এই ভূতকে দূর করতে এক পবিত্র জোটের মধ্যে ঢুকছে পুরোনো ইউরোপের সকল শক্তি: পোপ এবং জার, মেট্রেরনিখ ও গিজো, ফরাসী র‍্যাডিকালেরা ও জার্মান পুলিশ –গোয়েন্দারা।

Where is the party in opposition that has not been decried as communistic by its opponents in power? Where is the opposition that has not hurled back the branding reproach of communism, against the more advanced opposition parties, as well as against its reactionary adversaries?

এমন কোন্ বিরোধী পার্টি আছে, ক্ষমতায় আসীন প্রতিপক্ষ যাকে কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন বলে নিন্দা করেনি? এমন বিরোধী পার্টিই বা কোথায় যে নিজে আরও অগ্রসর বিরোধী দলগুলির, তথা প্রতিক্রিয়াশীল বিপক্ষদের ছুঁড়ে দেয়নি কমিউনিজমের অপবাদসূচক গালি?

Two things result from this fact:

I. Communism is already acknowledged by all European powers to be itself a power.

II. It is high time that Communists should openly, in the face of the whole world, publish their views, their aims, their tendencies, and meet this nursery tale of the spectre of communism with a manifesto of the party itself.

এই ঘটনা হতে দুটো ব্যাপার স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করে:

১. কমিউনিজম নিজেই একটা শক্তি হিসাবে ইতোমধ্যে ইউরোপের সকল শক্তি কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে।

২. এটি হচ্ছে তুংগ সময় যখন প্রকাশ্যে, সারা জগতের সন্মুখে, কমিউনিস্টদের প্রকাশ করা উচিৎ তাদের মতামত, তাদের লক্ষ্য, তাদের প্রবণতা, এবং কমিউনিজমের ভূতের শিশুতোষ গল্পের জবাব দেওয়া উচিৎ পার্টির নিজের একটা ম্যানিফেস্টো দিয়ে।

To this end, Communists of various nationalities have assembled in London and sketched the following manifesto, to be published in the English, French, German, Italian, Flemish and Danish languages.

এই উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন জাতির কমিউনিস্টরা লন্ডনে সমবেত হয়ে নিম্নলিখিত ম্যানিফেস্টো রচনা করেছে, ইংরেজী, ফরাসী, জর্মান, ইতালীয়, ফ্লেমিশ, এবং ডেনীয় ভাষায় তা প্রকাশিত হবে।

## I -- BOURGEOIS AND PROLETARIANS [1]

## বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত [১]

The history of all hitherto existing society [2] is the history of class struggles.

এ যাবৎ বিদ্যমান সকল সমাজের ইতিহাস [২] হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস।

Freeman and slave, patrician and plebian, lord and serf, guild-master [3] and journeyman, in a word, oppressor and oppressed, stood in constant opposition to one another, carried on an uninterrupted, now hidden, now open fight, a fight that each time ended, either in a revolutionary reconstitution of society at large, or in the common ruin of the contending classes.

স্বাধীন মানুষ ও দাস, প্যাট্রিশিয়ান ও প্লিবিয়ান, লর্ড ও ভূমিদাস, গিল্ড মাষ্টার [৩] ও ঠিকা শ্রমিক,এক কথায়, নিপীড়নকারী ও নিপীড়ত, একে অপরের স্থির বিরোধী পক্ষ হয়ে থেকেছে, অবিরাম যুদ্ধ চালিয়েছে কখনো গোপনে , কখনো প্রকাশ্যে, প্রতিবার এ যুদ্ধ শেষ হয়েছে, হয়তো সমাজের বড় আকারের একটা বৈপ্লবিক পুনর্গঠন, অথবা প্রতিদ্বন্দ্বি শ্রেণীগুলির সাধারণ ধ্বংস প্রাপ্তিতে।

In the earlier epochs of history, we find almost everywhere a complicated arrangement of society into various orders, a manifold gradation of social rank. In ancient Rome we have patricians, knights, plebians, slaves; in the Middle Ages, feudal lords, vassals, guild-masters, journeymen, apprentices, serfs; in almost all of these classes, again, subordinate gradations.

ইতিহাসের আগেকার যুগগুলিতে, প্রায় সর্বত্র আমরা দেখি সমাজের নানান রীতির এক জটিল ব্যবস্থা, সামাজিক বিন্যাসের বহুমুখিন ধাপ। প্রাচীন রোমে আমরা পাই প্যাট্রিশিয়ানস, নাইটস, প্লিবিয়ানস, দাসদের; মধ্যযুগে, সামন্ত প্রভু, অনুসামন্ত, গিল্ড মাষ্টার, ঠিকা শ্রমিক, শিক্ষানবিশ, ভূমিদাস; এই সব শ্রেণীগুলির মধ্যে প্রায় সবগুলির, আবার অধস্তন ধাপসমূহ।

The modern bourgeois society that has sprouted from the ruins of feudal society has not done away with class antagonisms. It has but established new classes, new conditions of oppression, new forms of struggle in place of the old ones.

আধুনিক বুর্জোয়া সমাজ যা সামন্ত সমাজের ধ্বংসস্তুপ হতে উত্থিত তা শ্রেণী বিরোধ দূর করেনি। ইহা কিন্তু প্রতিষ্ঠা করেছে নতুন শ্রেণীসমূহ, নিপীড়নের নতুন শর্তসমূহ , পুরাতনের স্থলে সংগ্রামের নতুন ধরণ।

Our epoch, the epoch of the bourgeoisie, possesses, however, this distinct feature: it has simplified class antagonisms. Society as a whole is more and more splitting up into two great hostile camps, into two great classes directly facing each other -- bourgeoisie and proletariat.

আমাদের যুগ, যাই হোক, বুর্জোয়া দখলের যুগের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এই : ইহার সরলীকৃত শ্রেণী বিরোধ। সমাজ সামগ্রীকভাবে অধিক হতে অধিকতর ভাবে ভেংগে

টুকরো হচ্ছে দুটি বিশাল বৈরী শিবিরে, সরাসরি একে অপরের মুখোমুখি দুটি বিশাল শ্রেণী–বুর্জোয়া ও প্রলেতারীয়েত।

From the serfs of the Middle Ages sprang the chartered burghers of the earliest towns. From these burgesses the first elements of the bourgeoisie were developed.

প্রারম্ভিক দিকের শহরগুলির রাজকীয় সনদপ্রাপ্ত নাগরিকগণের উলম্ফন ঘটে মধ্য যুগের ভূমিদাসদের মধ্য হতে । বুর্জোয়াদের উপাদানগুলোর প্রথমটি বিকশিত হয়েছিল এই নাগরিকগণের মধ্যে থেকে।

The discovery of America, the rounding of the Cape, opened up fresh ground for the rising bourgeoisie. The East-Indian and Chinese markets, the colonisation of America, trade with the colonies, the increase in the means of exchange and in commodities generally, gave to commerce, to navigation, to industry, an impulse never before known, and thereby, to the revolutionary element in the tottering feudal society, a rapid development.

আমেরিকা আবিস্কার, আফ্রিকা প্রদক্ষিণে উদীয়মান বুর্জোয়াদের জন্য নতুন ক্ষেত্র উন্মোচিত হল। পূর্ব ভারত ও চীনা বাজারগুলো, আমেরিকার উপনিবেশীকরণ, উপনিবেশগুলির সহিত ব্যাবসা, সাধারণভাবে বিনিময়ের মাধ্যম ও পণ্যের প্রবৃদ্ধি, প্রণোদনা দিয়েছে বাণিজ্যে, নৌযাত্রায়, শিল্পে, যা আগে কখনো জানা ছিল না, এবং তদানুযায়ী, পতনোন্মুখ সামন্ত সমাজে বিপ্লবী উপাদান দ্রুত পরিপূর্ণ হয়।

The feudal system of industry, in which industrial production was monopolized by closed guilds, now no longer suffices for the growing wants of the new markets. The manufacturing system took its place. The guild-masters were pushed aside by the manufacturing middle class; division of labor between the different corporate guilds vanished in the face of division of labor in each single workshop.

শিল্পের সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতি, যাতে শিল্পোৎপাদনের একচেটিয়া সুবিধা ভোগ করত গন্ডিবদ্ধ গিল্ডগুলি, তা নতুন বাজারের ক্রম বর্ধিত প্রয়োজনীয়তার জন্য কোনোক্রমেই পর্যাপ্ত নয়। তার স্থান নিল ম্যানিউফ্যাকচারিং পদ্ধতি। গিল্ড মাষ্টারদের ঠেলে এক পাশে সরিয়ে দিল ম্যানিউফ্যাকচারিং মধ্য শ্রেণী; প্রতিটি একক

কর্মশালার শ্রম বিভাজনের সামনে একই দলে একীভূত বিভিন্ন গিল্ডের মধ্যকার শ্রম বিভাজন অপসৃত হল।

Meantime, the markets kept ever growing, the demand ever rising. Even manufacturers no longer sufficed. Thereupon, steam and machinery revolutionized industrial production. The place of manufacture was taken by the giant, MODERN INDUSTRY; the place of the industrial middle class by industrial millionaires, the leaders of the whole industrial armies, the modern bourgeois.

এ সময়ে বাজার নিরন্তর বাড়তে থাকে, চাহিদা অনবরত বৃদ্ধি পেতে থাকে।এমনকি ম্যানিউফ্যাকচারিং আর যথোপযুক্ত ছিল না। অত:পর, বাষ্প ও মেশিনারী শিল্প উৎপাদনে বিপ্লব সাধন করল। ম্যানিউফ্যাকচারিংয়ের স্থান নিল অতিকায় আধুনিক শিল্প; শিল্প মধ্য শ্রেণীর স্থান নিল শিল্প মিলিনিয়াররা, সমগ্র শিল্প বাহিনীর নেতা , আধুনিক বুর্জোয়া।

Modern industry has established the world market, for which the discovery of America paved the way. This market has given an immense development to commerce, to navigation, to communication by land. This development has, in turn, reacted on the extension of industry; and in proportion as industry, commerce, navigation, railways extended, in the same proportion the bourgeoisie developed, increased its capital, and pushed into the background every class handed down from the Middle Ages.

আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠা করেছিল বিশ্ব বাজার, যার পথ করে দিয়েছিল আমেরিকা আবিস্কার। এই বাজার বাণিজ্যে, নৌযাত্রায় ও সড়ক যোগাযোগে অপরিমেয় উন্নতি সাধন করল। এই উন্নতির হেতুবাদে , বিক্রিয়ায় শিল্পের প্রসার ঘটলো; এবং যে হারে শিল্প, বাণিজ্য, নৌযাত্রা, রেলওয়ে প্রসারিত হল, ঠিক সেই হারে বুর্জোয়া বিকশিত হল, বাড়িয়েছে তার পুঁজি, এবং মধ্যযুগের প্রত্যেক শ্রেণীকে পশ্চাৎভূমিতে ঠেলে নামিয়ে দিয়েছে।

We see, therefore, how the modern bourgeoisie is itself the product of a long course of development, of a series of revolutions in the modes of production and of exchange.

অত:পর, আমরা দেখি, উৎপাদন পদ্ধতি ও বিনিময়ের এক পরম্পরা বিপ্লবে , কি ভাবে আধুনিক বুর্জোয়া নিজেই এক দীর্ঘ উন্নয়ন প্রক্রিয়ার প্রোডাক্ট।

Each step in the development of the bourgeoisie was accompanied by a corresponding political advance in that class. An oppressed class under the sway of the feudal nobility, an armed and self-governing association of medieval commune [4]: here independent urban republic (as in Italy and Germany); there taxable "third estate" of the monarchy (as in France); afterward, in the period of manufacturing proper, serving either the semi-feudal or the absolute monarchy as a counterpoise against the nobility, and, in fact, cornerstone of the great monarchies in general -- the bourgeoisie has at last, since the establishment of Modern Industry and of the world market, conquered for itself, in the modern representative state, exclusive political sway. The executive of the modern state is but a committee for managing the common affairs of the whole bourgeoisie.

বুর্জোয়া বিকাশের প্রতিটি পদক্ষেপে ঐ শ্রেণীর সাদৃশ্যপূর্ণ রাজনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল । সামন্ত প্রভুদের শাসনের অধীন এক নিপীড়িত শ্রেণী , মধ্য যুগীয় কমিউনের [৪] এক সশস্ত্র ও স্বয়ং-শাসনের সমিতি: এখানে স্বাধীন শহুরে সাধারণতন্ত্র ( যেমন ইটালী এবং জার্মানী ); সেখানে রাজতন্ত্রের করদাতা " তৃতীয় মন্ডলী " (যেমন ফ্রান্স ); অত:পর, ম্যানিউফ্যাকচারিং কালে সামন্ত প্রভুদের প্রতিপক্ষ হয় প্রায় সামন্ত অথবা, নিরংকুশ রাজতন্ত্রকে সেবা করে এবং কার্যত, সাধারণভাবে বৃহৎ রাজতন্ত্রের ভিত্তি প্রস্তর-বুর্জোয়ারা আধুনিক শিল্প ও বিশ্ব বাজার প্রতিষ্ঠার কাল হতে একচেটিয়া রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের আন্দোলন করে শেষত নিজের জন্য জয় করে আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্র । আধুনিক রাষ্ট্রের নির্বাহী হচ্ছে সমগ্র বুর্জোয়াদের সাধারণ কাজকর্ম ব্যবস্থাপনার জন্য একটি কমিটি মাত্র।

The bourgeoisie, historically, has played a most revolutionary part.

ঐতিহাসিকভাবে, বুর্জোয়া শ্রেণী, খুবই বিপ্লবী ভূমিকা পালন করেছে।

The bourgeoisie, wherever it has got the upper hand, has put an end to all feudal, patriarchal, idyllic relations. It has pitilessly torn asunder the motley feudal ties that bound man to his "natural superiors", and has left no other nexus between people than naked self-interest, than

callous "cash payment". It has drowned out the most heavenly ecstacies of religious fervor, of chivalrous enthusiasm, of philistine sentimentalism, in the icy water of egotistical calculation. It has resolved personal worth into exchange value, and in place of the numberless indefeasible chartered freedoms, has set up that single, unconscionable freedom -- Free Trade. In one word, for exploitation, veiled by religious and political illusions, it has substituted naked, shameless, direct, brutal exploitation.

বুর্জোয়া শ্রেণী যেখানেই প্রাধান্য পেয়েছে, সেখানেই সামন্ততান্ত্রিক, পিতৃতান্ত্রিক ও প্রশান্ত পল্লীপ্রকৃতিসদৃশ সকল সম্পর্কগুলি শেষ করে দিয়েছে। যেসব বিচিত্র সামন্ত বাঁধনে মানুষ বাঁধা ছিল তার " স্বভাবসিদ্ধ উপরওয়ালার" কাছে, তা এরা ছিঁড়ে ফেলেছে নির্মমভাবে, নির্বিকার " নগদ প্রদান" এর নগ্ন স্বীয় স্বার্থ ছাড়া জনগণের মধ্যেকার আর সকল বন্ধন এরা পরিত্যাগ করেছে। স্বার্থপর হিসাবের শীতল জলে এরা ডুবিয়ে দিয়েছে ধর্মীয় উন্মত্ততার স্বর্গীয় পরমানন্দোচ্ছ্বাস, মধ্যযুগীয় বীরত্বের প্রবল উৎসাহ, প্রাচীন অধিবাসীর ভাবালুতা। এরা ব্যক্তিগত বিশেষ মূল্য বিশিষ্টকে স্থির করেছে বিনিময় মূল্যে, অগণিত অবিনাশ্য সনদবদ্ধ স্বাধীনতার স্থলে এরা দাঁড় করালো ঐ একক অন্যায্য স্বাধীনতা– মুক্ত ব্যবসা। এক কথায় শোষণের জন্য এরা অবগুনষ্ঠিত ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিভ্রম প্রতিকল্পিত করল নগ্ন, নির্লজ্জ, প্রত্যক্ষ , নিষ্ঠুর শোষণ ।

The bourgeoisie has stripped of its halo every occupation hitherto honored and looked up to with reverent awe. It has converted the physician, the lawyer, the priest, the poet, the man of science, into its paid wage laborers.

এ যাবৎ সন্মান ও ত্রাসোদ্দীপক শ্রদ্ধার সাথে দেখা প্রতিটি পেশার জ্যোতিশ্চক্র খসিয়ে দিয়েছে বুর্জোয়ারা। এরা চিকিৎসক, আইনজীবী, পুরোহিত,কবি, বিজ্ঞানের মানুষকে তাদের মজুরী ভোগী শ্রমিকে রূপান্তরিত করেছে।

The bourgeoisie has torn away from the family its sentimental veil, and has reduced the family relation into a mere money relation.

অবগুণ্ঠন ভাব প্রবণতা পরিবার থেকে ছিন্ন করেছে বুর্জোয়ারা, এবং পারিবারিক সম্পর্ককে পর্যবসিত করেছে নিছক টাকার সম্পর্কে।

The bourgeoisie has disclosed how it came to pass that the brutal display of vigor in the Middle Ages, which reactionaries so much admire, found its fitting complement in the most slothful indolence. It has been the first to show what man's activity can bring about. It has accomplished wonders far surpassing Egyptian pyramids, Roman aqueducts, and Gothic cathedrals; it has conducted expeditions that put in the shade all former exoduses of nations and crusades.

মধ্যযুগীয় বলবত্তার যে নিষ্ঠুর প্রকাশকে প্রতিক্রিয়াশীলরা এতোটা প্রশস্তি করে, তারই যোগ্য পরিপূরক হিসাবে চরম নিস্ক্রিয়তার অলসতাকে ফাঁস করে দিয়েছে বুর্জোয়ারা। এরাই প্রথম দেখিয়ে দিয়েছে মানুষের কর্মকান্ড কি ঘটাতে পারে। এদের আশ্চর্য কীর্তি মিশরের পিরামিড, রোমের প্রয়:প্রণালী, এবং গথিক গির্জাকে বহুদূর ছাড়িয়েছে; এদের পরিচালিত অভিযান, জাতিগুলি ও ধর্ম যুদ্ধসমূহের সাবেকী সকল বহির্গমনকে ম্লান করে দিয়েছে।

The bourgeoisie cannot exist without constantly revolutionizing the instruments of production, and thereby the relations of production, and with them the whole relations of society. Conservation of the old modes of production in unaltered form, was, on the contrary, the first condition of existence for all earlier industrial classes. Constant revolutionizing of production, uninterrupted disturbance of all social conditions, everlasting uncertainty and agitation distinguish the bourgeois epoch from all earlier ones. All fixed, fast frozen relations, with their train of ancient and venerable prejudices and opinions, are swept away, all new-formed ones become antiquated before they can ossify. All that is solid melts into air, all that is holy is profaned, and man is at last compelled to face with sober senses his real condition of life and his relations with his kind.

উৎপাদনের যন্ত্রপাতির , এবং তাতে উৎপাদনের সম্পর্কাদি এবং সেই সংগে সমাজের পুরো সম্পর্কের অবিরাম বৈপ্লবীকরণ না করে বুর্জোয়া শ্রেণী টিকতে পারে না। বিপরীতে আগেকার শিল্পসংক্রান্ত শ্রেণী সমূহের বিদ্যমানতার প্রথম শর্ত ছিল পুরোনো উৎপাদন পদ্ধতির অপরিবর্তিত রূপ সংরক্ষণ করা। উৎপাদনের অবিরাম বৈপ্লবীকরণ, সমাজের সকল শর্তাবলীর বিঘ্নহীন বিশৃংখলা, নিরন্তর অনিশ্চয়তা, এবং

অস্থিরতা বুর্জোয়া যুগকে স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত করেছে আগেকার সকল যুগ থেকে। সকল স্থায়ী, দ্রুত জমাটবব্ধ সম্পর্কগুলি, তাদের প্রাচীন ধারা ও পরম পূঁজনীয় সংস্কার ও মতামতগুলি সহ ঝেঁটিয়ে দূর হয়েছে, নবগঠিতগুলি দৃঢ়বদ্ধ হওয়ার পূর্বেই সেকেলে হয়ে আসে। যা কিছু দৃঢ় তাই বাতাসে মিলিয়ে যায়, যা কিছু পবিত্র তা হয় অবজ্ঞাপূর্ণ, শেষত মানুষ তার জীবনের প্রকৃতাবস্থা ও তার নিজ প্রজাতির সহিত সম্পর্কগুলির মুখোমুখি হতে বাধ্য হয় পরিমিত বোধ দ্বারা।

The need of a constantly expanding market for its products chases the bourgeoisie over the entire surface of the globe. It must nestle everywhere, settle everywhere, establish connections everywhere.

নিজ উৎপন্নের জন্য অবিরাম প্রসারমান এক বাজারের তাগিদে বুর্জোয়ারা ছুটে বেড়ায় সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠ। এদের অবশ্যই সর্বত্র জড়িয়ে থাকা, সর্বত্র বসতি স্থাপন এবং সর্বত্র সংযোগ প্রতিষ্ঠা করতে হয়।

The bourgeoisie has, through its exploitation of the world market, given a cosmopolitan character to production and consumption in every country. To the great chagrin of reactionaries, it has drawn from under the feet of industry the national ground on which it stood. All old-established national industries have been destroyed or are daily being destroyed. They are dislodged by new industries, whose introduction becomes a life and death question for all civilized nations, by industries that no longer work up indigenous raw material, but raw material drawn from the remotest zones; industries whose products are consumed, not only at home, but in every quarter of the globe. In place of the old wants, satisfied by the production of the country, we find new wants, requiring for their satisfaction the products of distant lands and climes. In place of the old local and national seclusion and self-sufficiency, we have intercourse in every direction, universal inter-dependence of nations. And as in material, so also in intellectual production. The intellectual creations of individual nations become common property. National one-sidedness and narrow-mindedness become more and more impossible, and from the numerous national and local literatures, there arises a world literature.

বুর্জোয়ারা বিশ্ব বাজারে এদের শোষণের মাধ্যমে প্রতিটি দেশের উৎপাদন ও ভোগে এক বিশ্বজনীন চরিত্র দান করেছে। প্রতিক্রিয়াশীলদের ভয়ানক বিরক্তির মধ্যে এরা শিল্পের পায়ের তলা থেকে টেনে নিয়েছে সেই জাতীয় ভূমি যার উপর শিল্প দাঁড়িয়েছিল। পুরানো সব প্রতষ্ঠিত জাতীয় শিল্প ধ্বংস করছে অথবা, প্রতিদিন তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। তাদের স্থানচ্যুত করছে এমন সব নতুন শিল্প যাদের প্রবর্তন সভ্য জাতিগুলির মরা-বাঁচার প্রশ্নের শামিল; এমন শিল্প যা আর শুধু দেশজ কাঁচামাল নয়, বরং দুর-দূরান্ত অঞ্চল হতে আনা কাঁচামাল নিয়ে কাজ করে; এমন শিল্প যাদের উৎপন্ন কেবল দেশেই নয়, বরং পৃথিবীর সর্বত্র ব্যবহৃত হয়। দেশ বিশেষের উৎপাদনে যা মিটতো সেই পুরনো চাহিদার স্থলে আমরা দেখি নতুন অভাব যার সন্তুষ্টিসাধনে আবশ্যক হচ্ছে দূরবর্তী ভূমি ও দেশের উৎপন্নসমূহ। পুরোনো স্থানীয় ও জাতীয় বিচ্ছিন্নতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার স্থলে পাচ্ছি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আদান-প্রদান , জাতিসমূহের বিশ্বজনীন অন্যোন্যনির্ভরতা। এবং এমনটাই বটে যেমন বস্তুগত তেমন বুদ্ধিবৃত্তিক উৎপাদনে । স্বতন্ত্র্য জাতিগুলির বৌদ্ধিক সৃষ্টিগুলো হয়ে যায় সাধারণ সম্পত্তি। জাতিগত একদেশদর্শিতা ও সংকীর্ণ মানসিকতা অধিক হতে অধিকতর মাত্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে, এবং বিপুল সংখ্যক স্থানীয় ও জাতীয় সাহিত্য হতে উদ্ভূত হয় একটা বিশ্ব সাহিত্য।

The bourgeoisie, by the rapid improvement of all instruments of production, by the immensely facilitated means of communication, draws all, even the most barbarian, nations into civilization. The cheap prices of commodities are the heavy artillery with which it forces the barbarians' intensely obstinate hatred of foreigners to capitulate. It compels all nations, on pain of extinction, to adopt the bourgeois mode of production; it compels them to introduce what it calls civilization into their midst, i.e., to become bourgeois themselves. In one word, it creates a world after its own image.

উৎপাদনের উপায় সমূহের দ্রুত উন্নতি সাধন করে যোগাযোগ মাধ্যমের অতিকায় সুযোগ-সুবিধাদি প্রদানের মাধ্যমে বুর্জোয়ারা দুনিয়ার সকল এমনকি ভয়ানক বর্বর জাতিসমূহকে সভ্যতার মধ্যে টেনে এনেছে। সস্তা পণ্যের ভারী কামান যার জোর দ্বারা বিদেশীদের প্রতি তীব্র একগুয়ে ঘৃণা পোষণকারী বর্বরদের আত্মসমর্পন করিয়েছে । বুর্জোয়া উৎপাদন পদ্ধতি পরিগ্রহণে সকল জাতিকে এরা বাধ্য করেছে ধ্বংসের যন্ত্রণা ভুগতে; তাদেরকে এরা বাধ্য করেছে যাকে তারা সভ্যতা বলে তার প্রচলন তাদের

মাঝে ঘটাতে যেমন–তাদের নিজেদেরকে বুর্জোয়া বনতে। এক কথায় এরা নিজের প্রতিচ্ছবিতে একটা দুনিয়া গড়ে তোলে।

The bourgeoisie has subjected the country to the rule of the towns. It has created enormous cities, has greatly increased the urban population as compared with the rural, and has thus rescued a considerable part of the population from the idiocy of rural life. Just as it has made the country dependent on the towns, so it has made barbarian and semi-barbarian countries dependent on the civilized ones, nations of peasants on nations of bourgeois, the East on the West.

বুর্জোয়ারা গ্রামকে শহরের শাসনাধীন করেছে। এরা প্রচুর নগর সৃষ্টি করেছে, গ্রামের তুলনায় শহরের জনসংখ্যা বিপুল মাত্রায় বর্ধিত করেছে, এবং এইভাবে জনসংখ্যার এক বিবেচনাযোগ্য অংশকে উদ্ধার করেছে গ্রাম্য জীবনের নির্বোধোচিততা হতে । ঠিক যেমন গ্রামকে এরা শহরের উপর নির্ভরশীল করেছে ঠিক তেমন এরা বর্বর ও অর্ধ–বর্বর দেশগুলিকে নির্ভরশীল করেছে সভ্যদের, কৃষকের জাতিকে বুর্জোয়া জাতির, পূর্বকে পশ্চিমের উপর।

The bourgeoisie keeps more and more doing away with the scattered state of the population, of the means of production, and of property. It has agglomerated population, centralized the means of production, and has concentrated property in a few hands. The necessary consequence of this was political centralization. Independent, or but loosely connected provinces, with separate interests, laws, governments, and systems of taxation, became lumped together into one nation, with one government, one code of laws, one national class interest, one frontier, and one customs tariff.

জনসংখ্যার, উৎপাদনের উপায় এবং সম্পত্তির ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা অবস্থাটাকে বুর্জোয়ারা ক্রমেই দূর করতে থাকে। এরা জনসংখ্যাকে পুঞ্জীভূত, উৎপাদনের উপায়কে কেন্দ্রীভূত, এবং সম্পত্তিকে কতিপয়ের হাতে জড়ো করেছে। এর প্রয়োজনীয় পরিণতি ছিল রাজনৈতিক কেন্দ্রীভবন। আলাদা স্বার্থাদি, আইন, সরকার এবং কর ব্যবস্থার স্বাধীন কিংবা ঢিলেঢালাভাবে সংযুক্ত প্রদেশগুলি এক জায়গায়

জড়ো হয়ে এক সরকার, এক আইন সংহিতা, এক জাতীয় শ্রেণী স্বার্থ, এক সীমান্ত এবং এক শুল্ক প্রথা সমেত এক জাতিতে পরিণত হয়েছে।

The bourgeoisie, during its rule of scarce one hundred years, has created more massive and more colossal productive forces than have all preceding generations together. Subjection of nature's forces to man, machinery, application of chemistry to industry and agriculture, steam navigation, railways, electric telegraphs, clearing of whole continents for cultivation, canalization or rivers, whole populations conjured out of the ground -- what earlier century had even a presentiment that such productive forces slumbered in the lap of social labor?

অতীতের সকল প্রজন্মের একত্রীকৃত উৎপাদন শক্তির চেয়ে অধিকতর হতে অধিক বিশাল ও অতিকায় উৎপাদন শক্তি সৃষ্টি করেছে বুর্জোয়ারা, তাদের দুর্লভ এক শত বছরের শাসনে।প্রকৃতির শক্তিকে মানুষের বশীকরণ, কৃষি ও শিল্পে যন্ত্রপাতি, রসায়নের প্রয়োগ, বাষ্প শক্তির সাহায্যে নৌচালনা, রেলওয়ে, ইলেক্ট্রিকটেলিগ্রাফ, চাষাবাদের জন্য সমগ্র মহাদেশ পরিষ্কার করা, নদী বা খালকাটা , ভেলকিবাজির মতো মাটি ফুঁড়ে পুরো একটি জনসমষ্টির আর্বিভাব, সামাজিক শ্রমের কোলে যে এতখানি উৎপাদন শক্তি সুপ্ত ছিল, এমনকি পূর্বেকার কোনো শতক তার পূর্বানুভূতি আঁচ করতে পেরেছিল?

We see then: the means of production and of exchange, on whose foundation the bourgeoisie built itself up, were generated in feudal society. At a certain stage in the development of these means of production and of exchange, the conditions under which feudal society produced and exchanged, the feudal organization of agriculture and manufacturing industry, in one word, the feudal relations of property became no longer compatible with the already developed productive forces; they became so many fetters. They had to be burst asunder; they were burst asunder.

আমরা তখন দেখি : উৎপাদন ও বিনিময়ের উপায়সমূহ, যার ভিত্তি বুর্জোয়ারা নিজেই তৈরী করেছে তার উৎপত্তি হয়েছে সামন্ত সমাজে । উৎপাদন ও বিনিময়ের উপায়সমূহের বিকাশের একটা নিশ্চিত পর্যায়ে, যে শর্তাধীনে তা উৎপন্ন ও বিনিময় করেছে সামন্ত সমাজ, কৃষি ও ম্যানেফ্যাকচারিং শিল্পের সামন্ত সংগঠন, এক কথায় ইতোমধ্যে বিকশিত উৎপাদন

শক্তির সহিত সম্পত্তির সামন্ত সম্পর্ক আর সংগতিপূর্ণ ছিল না; তারা বহুরকমভাবে প্রতিবন্ধক হয়েছিল। প্রতিবন্ধকগুলো বিস্ফোরণে খন্ড-বিখন্ড করতে হত; তা বিস্ফোরিত হয়ে খন্ড-বিখন্ড হল।

Into their place stepped free competition, accompanied by a social and political constitution adapted in it, and the economic and political sway of the bourgeois class.

তদস্থলে এগিয়ে এল অবাধ প্রতিযোগিতা,তদসংগে এতে অভিযোজিত হয়েছে একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক সংবিধান, এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ।

A similar movement is going on before our own eyes. Modern bourgeois society, with its relations of production, of exchange and of property, a society that has conjured up such gigantic means of production and of exchange, is like the sorcerer who is no longer able to control the powers of the nether world whom he has called up by his spells. For many a decade past, the history of industry and commerce is but the history of the revolt of modern productive forces against modern conditions of production, against the property relations that are the conditions for the existence of the bourgeois and of its rule. It is enough to mention the commercial crises that, by their periodical return, put the existence of the entire bourgeois society on its trial, each time more threateningly. In these crises, a great part not only of the existing products, but also of the previously created productive forces, are periodically destroyed. In these crises, there breaks out an epidemic that, in all earlier epochs, would have seemed an absurdity -- the epidemic of over-production. Society suddenly finds itself put back into a state of momentary barbarism; it appears as if a famine, a universal war of devastation, had cut off the supply of every means of subsistence; industry and commerce seem to be destroyed. And why? Because there is too much civilization, too much means of subsistence, too much industry, too much commerce. The productive forces at the disposal of society no longer tend to further the development of the conditions of bourgeois property; on the contrary, they have become too powerful for these conditions, by which they are fettered, and so

soon as they overcome these fetters, they bring disorder into the whole of bourgeois society, endanger the existence of bourgeois property. The conditions of bourgeois society are too narrow to comprise the wealth created by them. And how does the bourgeoisie get over these crises? On the one hand, by enforced destruction of a mass of productive forces; on the other, by the conquest of new markets, and by the more thorough exploitation of the old ones. That is to say, by paving the way for more extensive and more destructive crises, and by diminishing the means whereby crises are prevented.

আমাদের চোখের সামনে অনুরূপ একটা গতিচাঞ্চল্য চলছে। উৎপাদন, বিনিময় এবং সম্পত্তির সহিত নিজের সম্পর্ক সমেত আধুনিক বুর্জোয়া সমাজ জাদুবলে উৎপাদন ও বিনিময়ের এমন দানবীয় উপায় গড়ে তুলেছে যে, তার দশা আজ সেই জাদুকরের মতো যে মন্ত্রবলে পাতালের শক্তিসমূহকে ডেকে হাজির করে আর সেগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। বিগত বহু দশক ধরে, শিল্প ও বাণিজ্যের ইতিহাস হচ্ছে বুর্জোয়াদের অস্তিত্ব ও শাসনের শর্তাবলী– উৎপাদনের আধুনিক অবস্থার বিরুদ্ধে, সম্পত্তি সম্পর্কের বিরুদ্ধে আধুনিক উৎপাদন শক্তিসমূহের বিদ্রোহের ইতিহাস। বাণিজ্য সংকট যা নির্দিষ্ট সময় অন্তর ফিরে এসে প্রতিবার পুরো বুর্জোয়া সমাজের অস্তিত্বকে আরো বেশীমাত্রায় বিপন্ন করে তার উল্লেখই যথেষ্ট। এই সব সংকটে কেবলমাত্র বিদ্যমান উৎপন্নের নয়, বরং অতীতে সৃষ্ট উৎপাদন শক্তির একটা বিশাল অংশ পর্যাবৃত্তভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই সব সংকটে প্রাদুর্ভাব হয় এক মহামারির, আগেকার সকল যুগে যা এক উদ্ভটত্ব বলে মনে হতে পারতো –অতি উৎপাদনের মহামারি। হঠাৎ সমাজ নিজেকে আবিস্কার করলো পেছনে নিপতিত ক্ষণিকের বর্বরতার এক অবস্থায়; এতে সমুপস্থিত হল যেমন একটা দুর্ভিক্ষ, ধ্বংসের এক বিশ্বজনীন যুদ্ধ, যাতে জীবন নির্বাহের প্রতিটি উপায়ের সরবরাহ বিচ্ছিন্ন হল; মনে হচ্ছে শিল্প এবং বাণিজ্য ধ্বংস হয়ে গেল। এবং কেন ? কারণ– সেখানে অতিমাত্রায় সভ্যতা, অত্যধিক জীবন নির্বাহের উপায়, অত্যধিক শিল্প, অত্যধিক বাণিজ্য। সমাজের নিয়ন্ত্রণাধীন উৎপাদন শক্তিগুলি আর কোনোমতেই বুর্জোয়া সম্পত্তির শর্তাবলীর আরো বিকাশে প্রবণতা সম্পন্ন নয়; বিপরীতে–যদ্বারা তারা শৃংখলিত ছিল সেসকল শর্তাবলীর চেয়ে তারা খুবই ক্ষমতাসম্পন্ন হয়েছে, এবং খুব দ্রুত সে সব শৃংখলকে তারা পরাভূত করলো, সমগ্র বুর্জোয়া সমাজে তারা বিশৃংখলা আনলো, বুর্জোয়া সম্পত্তির অস্তিত্ব বিপদাপন্ন করলো। বুর্জোয়া সমাজের অবস্থা

খুবই সংকীর্ণ তাদের সৃষ্ট সম্পদ ধারণে। এবং বুর্জোয়ারা কিভাবে এই সব সংকট হতে রেহাই পায়? একদিকে উৎপাদন শক্তির এক বিশাল পরিমাণ ধ্বংস সাধন করে, অন্যদিকে নতুন বাজার বিজয়ের মাধ্যমে, এবং পুরোনোগুলোতে অধিকতর শোষণ চালিয়ে।অর্থাৎ বলা যায়, আরও ব্যাপক আরও ধ্বংসাত্মক সংকটের পথ প্রস্তুত করে, সংকট এড়াবার যা উপায় তাকে কমিয়ে ফেলে।

The weapons with which the bourgeoisie felled feudalism to the ground are now turned against the bourgeoisie itself.

যে অস্ত্রে বুর্জোয়ারা সামন্ততন্ত্রকে ধরাশায়ী করেছিল, সেটি এখন বুর্জোয়াদের নিজের বিরুদ্ধে উদ্যত।

But not only has the bourgeoisie forged the weapons that bring death to itself; it has also called into existence the men who are to wield those weapons -- the modern working class -- the proletarians.

বুর্জোয়ারা কেবলমাত্র এমন অস্ত্রই গড়েনি যা তার নিজের মৃত্যু ডেকে আনে; এরা এমন মানুষেরও আবির্ভাব ঘটিয়েছে যারা সে সকল অস্ত্রগুলি ব্যবহার করবে- আধুনিক শ্রমিক শ্রেণী.. প্রলেতারিয়েত।

In proportion as the bourgeoisie, i.e., capital, is developed, in the same proportion is the proletariat, the modern working class, developed -- a class of laborers, who live only so long as they find work, and who find work only so long as their labor increases capital. These laborers, who must sell themselves piecemeal, are a commodity, like every other article of commerce, and are consequently exposed to all the vicissitudes of competition, to all the fluctuations of the market.

যে অনুপাতে বুর্জোয়ারা তথা পুঁজি বাড়ে একই অনুপাতে বাড়ে প্রলেতারিয়েত.আধুনিক শ্রমিক শ্রেণী.. শ্রমিকদের একটা শ্রেণী, বাঁচে ততোক্ষণ যতোক্ষণ সে কাজ পায়, এবং ততোক্ষণই সে কাজ পায় যতোক্ষণ তাদের শ্রম পুঁজি প্রসারিত করে। বাণিজ্যের প্রতিটি বস্তুর মতো এইসকল শ্রমিকরা হয় একটি পণ্য, যারা তাদেরকে বিক্রি করে টুকরো টুকরো করে, এবং ফলস্বরূপ তারা প্রতিযোগিতার সকল উত্থান-পতন , বাজারের সকল উঠতি-পড়তির অধীন।

Owing to the extensive use of machinery, and to the division of labor, the work of the proletarians has lost all individual character, and, consequently, all charm for the workman. He becomes an appendage of the machine, and it is only the most simple, most monotonous, and most easily acquired knack, that is required of him. Hence, the cost of production of a workman is restricted, almost entirely, to the means of subsistence that he requires for maintenance, and for the propagation of his race. But the price of a commodity, and therefore also of labor, is equal to its cost of production. In proportion, therefore, as the repulsiveness of the work increases, the wage decreases. What is more, in proportion as the use of machinery and division of labor increases, in the same proportion the burden of toil also increases, whether by prolongation of the working hours, by the increase of the work exacted in a given time, or by increased speed of machinery, etc.

যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার, এবং শ্রম বিভাজনের কারণে প্রলেতারিয়েতের কাজ - সকল ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য এবং ফলস্বরূপ শ্রমিকের জন্য সকল আকর্ষণীয়তা হারিয়েছে। সে হয়ে উঠে যন্ত্রের একটি উপাংগ, এবং তার জন্য যা দরকার তা হচ্ছে কেবলই অতি সরল, অতি একঘেয়ে, এবং অতি সহজে অর্জনীয় কৌশল।অতএব, একজন শ্রমিকের উৎপাদন খরচ প্রায় পুরোপুরি সীমিত হচ্ছে তার রক্ষণা-বেক্ষণ ও তার বংশ বিস্তারে তার দরকারী- জীবন নির্বাহের উপায়াদিতে। কিন্তু, একটি পণ্যের এবং অতএব, শ্রমেরও দাম হচ্ছে তার উৎপাদন খরচের সমান। আনুপাতিকভাবে, অতএব কাজের বিভৎসতা যত বাড়ে মজুরি তত কমে।আরো যা হয়, যে অনুপাতে যন্ত্রের ব্যবহার ও শ্রম বিভাগ বাড়ে সে অনুপাতে বাড়ে খাটুনির ভার, হয় কর্মঘন্টা দীর্ঘায়িতকরণের দ্বারা একটা প্রদত্ত সময়ে দাবী ও আদায়কৃত কাজ বাড়িয়ে, অথবা, যন্ত্রের গতি বাড়িয়ে, ইত্যাদি।

Modern Industry has converted the little workshop of the patriarchal master into the great factory of the industrial capitalist. Masses of laborers, crowded into the factory, are organized like soldiers. As privates of the industrial army, they are placed under the command of a perfect hierarchy of officers and sergeants. Not only are they slaves of the bourgeois class, and of the bourgeois state; they are daily and hourly enslaved by the machine, by the overlooker, and, above all, in the individual bourgeois manufacturer himself. The more openly this despotism proclaims gain to be its end and aim, the more petty, the more hateful and the more embittering it is.

পিতৃতান্ত্রিক মালিকের ছোট কর্মশালাকে শিল্প পুঁজিপতির বিরাট কারখানায় পরিণত করেছে আধুনিক শিল্প । শ্রমিকদের বিশাল অংশ কারখানার মধ্যে ভিড় জমায়, সৈনিকদের মতো সংগঠিত হয়। শিল্প বাহিনীর ব্যক্তি হিসাবে তারা নিপতিত হয় অফিসার ও সার্জেন্টদের এক নিখুঁত প্রাধান্য পরম্পরার হুকুমাধীনে। তারা কেবল বুর্জোয়া শ্রেণীর এবং বুর্জোয়া রাষ্ট্রের দাস নয়; তারা দৈনিক এবং প্রতি ঘন্টায় মেশিনের, পরিদর্শকের, এবং সর্বোপরি, প্রস্তুতকারী বুর্জোয়া ব্যক্তির নিজের ক্রীতদাসে পরিণত হচ। এই স্বৈরতন্ত্র যতোই খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করে- মুনাফা হাসিল করাই তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ততোই তা হয় আরো হীন, আরো ঘৃণ্য এবং আরো বিরক্তিকর।

The less the skill and exertion of strength implied in manual labor, in other words, the more modern industry becomes developed, the more is the labor of men superseded by that of women. Differences of age and sex have no longer any distinctive social validity for the working class. All are instruments of labor, more or less expensive to use, according to their age and sex.

কায়িক শ্রমে দক্ষতা ও শক্তির প্রয়াস যতো কম লাগে, অন্য কথায় যতই আধুনিক শিল্প বিকাশ লাভ করে, ততো বেশী করে পুরুষ শ্রমের স্থলাভিষিক্ত হয় নারী শ্রম। শ্রমিক শ্রেণীর নিকট বয়স এবং লিংগের ভিন্নতার আরো কোনো স্বাতন্ত্র্যসূচক সামাজিক বৈধতা নাই। সকলেই তারা শ্রমের হাতিয়ার, ব্যবহারে কম-বেশ ব্যয়সাধ্য, তাদের বয়স ও লিংগ অনুসারে।

No sooner is the exploitation of the laborer by the manufacturer, so far at an end, that he receives his wages in cash, than he is set upon by the other portion of the bourgeoisie, the landlord, the shopkeeper, the pawnbroker, etc.

উৎপাদনকারী কর্তৃক শ্রমিকের শোষণ শেষ হওয়ার পর শ্রমিক তার মজুরি নগদে পাওয়া মাত্র সে বুর্জোয়াদের অপরাপর অংশ- বাড়ীওয়ালা, দোকানদার, বন্ধকী কারবারী প্রভৃতির খোরাকে পরিণত হয়।

The lower strata of the middle class -- the small tradespeople, shopkeepers, and retired tradesmen generally, the handicraftsmen and peasants -- all these sink gradually into the proletariat, partly because their diminutive capital does not suffice for the scale on which Modern Industry is carried on, and is swamped in the competition with the large capitalists, partly because their specialized skill is rendered worthless by new methods of production. Thus, the proletariat is recruited from all classes of the population.

মধ্য শ্রেণীর নিম্ন স্তর- ছোট ব্যবসায়ী, দোকানদার, এবং সাধারণত অবসরপ্রাপ্ত ব্যবসায়ী, হস্তশিল্পী এবং কৃষকেরা - এরা সকলে ক্রমাগত প্রলেতারিয়েতের মধ্যে নিপতিত হয়,

আংশিক কারণ যে আয়তনে আধুনিক শিল্প চালাতে হয়, তাদের ক্ষুদ্র পুঁজি তার পক্ষে যথেষ্ট নয়, এবং বড় পুঁজিপতিদের সহিত প্রতিযোগিতায় তারা পর্যুদস্ত হয়, আংশিক কারণ– উৎপাদনের নতুন পদ্ধতি দ্বারা তাদের বিশেষায়িত দক্ষতা অকেজো হয়ে পড়ে। সুতরাং জনগণের সকল শ্রেণী হতে প্রলেতারিয়েত রিক্রুট হয়।

The proletariat goes through various stages of development. With its birth begins its struggle with the bourgeoisie. At first, the contest is carried on by individual laborers, then by the work of people of a factory, then by the operative of one trade, in one locality, against the individual bourgeois who directly exploits them. They direct their attacks not against the bourgeois condition of production, but against the instruments of production themselves; they destroy imported wares that compete with their labor, they smash to pieces machinery, they set factories ablaze, they seek to restore by force the vanished status of the workman of the Middle Ages.

বিকাশের নানা পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে প্রলেতারিয়েত যায়। এদের জন্ম থেকে বুর্জোয়ার সহিত সংগ্রাম শুরু হয়।সর্ব প্রথম একক ব্যক্তি শ্রমিক কর্তৃক, তারপর একটা কারখানায় কর্মরত ব্যক্তিবর্গ, তারপর এক এলাকার এক পেশায় ক্রিয়াশীলেরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালায়, একক ব্যক্তি বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে যে সরাসরি তাদেরকে শোষণ করে। তারা তাদের আক্রমণের গতিমুখ চালনা করে উৎপাদনের বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নয়, বরং উৎপাদনের হাতিয়ারাদির বিরুদ্ধে; তারা ধ্বংস করে আমদানীকৃত মালামাল যা তাদের শ্রমের সহিত প্রতিযোগিতা করে, তারা যন্ত্রপাতি ভেংগে টুকরো টুকরো করে, তারা ফ্যাক্টরীগুলোতে অগ্নি সংযোগ করে, মধ্যযুগের শ্রমজীবীদের অবলুপ্ত মর্যাদা তারা গায়ের জোরে ফিরিয়ে আনতে চায়।

At this stage, the laborers still form an incoherent mass scattered over the whole country, and broken up by their mutual competition. If anywhere they unite to form more compact bodies, this is not yet the consequence of their own active union, but of the union of the bourgeoisie, which class, in order to attain its own political ends, is compelled to set the whole proletariat in motion, and is moreover yet, for a time, able to do so. At this stage, therefore, the proletarians do not fight their enemies, but the enemies of their enemies, the remnants of absolute monarchy, the landowners, the non-industrial bourgeois, the petty bourgeois. Thus, the whole historical movement is concentrated in the hands of the bourgeoisie; every victory so obtained is a victory for the bourgeoisie.

এই পর্যায়ে শ্রমিকেরা পুরো দেশময় ছড়ানো–ছিটানো এলোমেলো জনতা, এবং পারস্পারিক প্রতিযোগিতায় ছত্রভংগ। কোথাও যদি তারা একত্র হয় অধিকতর নিবিড় সংঘ গঠনে, তখনো তা তাদের নিজদের সক্রিয় সম্মিলন নয়,বরং বুর্জোয়াদের সম্মিলনের পরিণতি, যে শ্রেণী তার নিজ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে পুরো প্রলেতারিয়েতকে সচল করতে বাধ্য হয়, এবং তদুপরি তখনো কিছু সময়ের জন্য তা করতে সক্ষম হয়। সুতরাং, এই পর্যায়ে প্রলেতারিয়েত

নিজেদের শত্রু নয়, বরং তাদের শত্রুর শত্রু–একচ্ছত্র রাজতন্ত্রের যৎকিঞ্চিত অবশিষ্টাংশ, ভূমি মালিক, শিল্পবিহীন বুর্জোয়া, পেটি বুর্জোয়ার বিপক্ষে লড়ে। এইভাবে, পুরো ঐতিহাসিক আন্দোলন বুর্জোয়াদের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়; সুতরাং প্রতিটি বিজয় অর্জিত হয়েছে বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্য ।

But with the development of industry, the proletariat not only increases in number; it becomes concentrated in greater masses, its strength grows, and it feels that strength more. The various interests and conditions of life within the ranks of the proletariat are more and more equalized, in proportion as machinery obliterates all distinctions of labor, and nearly everywhere reduces wages to the same low level. The growing competition among the bourgeois, and the resulting commercial crises, make the wages of the workers ever more fluctuating. The increasing improvement of machinery, ever more rapidly developing, makes their livelihood more and more precarious; the collisions between individual workmen and individual bourgeois take more and more the character of collisions between two classes. Thereupon, the workers begin to form combinations (trade unions) against the bourgeois; they club together in order to keep up the rate of wages; they found permanent associations in order to make provision beforehand for these occasional revolts. Here and there, the contest breaks out into riots.

কিন্তু শিল্প বিকাশের সাথে প্রলেতারিয়েত কেবলমাত্র সংখ্যায় বাড়ে না; এরা কেন্দ্রীভূত হয় বিশালতম জনতায়, এর শক্তি বাড়ে, এবং আরো বেশীভাবে ঐ শক্তি এরা অনুভব করে । যন্ত্রপাতি যে হারে শ্রমের সকল স্বাতন্ত্র্য নিশ্চিহ্ন করে এবং প্রায় সর্বত্র মজুরি কমিয়ে আনে একই নীচু স্তরে, সে হারে প্রলেতারিয়েত বাহিনীর মধ্যে বিভিন্ন স্বার্থ ও জীবন যাত্রার অবস্থা অধিক হতে অধিকতরভাবে সমান হতে থাকে। বুর্জোয়াদের মধ্যেকার ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা, তৎপ্রসূত বাণিজ্য সংকট–শ্রমিকদের মজুরির ওঠানামা ঘটায় চিরকাল। যন্ত্রপাতির উৎকর্ষতার প্রবৃদ্ধি, নিরন্তর দ্রুতগতিতে বিকাশ , তাদের জীবিকাকে অধিক হতে অধিকতরভাবে অনিশ্চিত করে; ব্যক্তি শ্রমিক এবং ব্যক্তি বুর্জোয়ার মধ্যেকার সংঘর্ষ, অধিক হতে অধিকতরভাবে দুই শ্রেণীর মধ্যেকার সংঘর্ষের চরিত্র লাভ করে । অত:পর, বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে শ্রমিকেরা সম্মিলন ( ট্রেড ইউনিয়ন) গঠন করতে শুরু করে;তারা একত্রে সংঘবদ্ধ হয় তাদের মজুরির হার বজায় রাখতে; মাঝে–মধ্যে ঘটা বিদ্রোহগুলির পূর্ব প্রস্তুতি নিতে তারা প্রতিষ্ঠা করল স্থায়ী সমিতি। এখানে–সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিণত হয় দাংগায়।

Now and then the workers are victorious, but only for a time. The real fruit of their battles lie not in the immediate result, but in the ever expanding union of the workers. This union is helped on by the improved means of communication that are created by Modern Industry, and that place the workers of different localities in contact with one another. It was just this contact that was needed to centralize the numerous local

struggles, all of the same character, into one national struggle between classes. But every class struggle is a political struggle. And that union, to attain which the burghers of the Middle Ages, with their miserable highways, required centuries, the modern proletarian, thanks to railways, achieve in a few years.

মাঝে-মাঝে শ্রমিকেরা বিজয়ী হয়, কিন্তু স্বল্প সময়ের জন্য। তাদের লড়াইয়ের প্রকৃত লাভ আশু ফলাফলে নয়, বরং শ্রমিকদের নিরন্তর প্রসারমান সম্মিলনে।আধুনিক শিল্পের সৃষ্ট উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, এবং যা বিভিন্ন এলাকার শ্রমিকদেরকে একে অপরের সংস্পর্শে নিয়ে আসে তা সহায় হয় এই সম্মিলনে। এটি এমন একটি সংযোগ যা প্রয়োজন ছিল সকল একই প্রকৃতির, বিভিন্ন এলাকার অসংখ্য সংগ্রামগুলোকে কেন্দ্রীভূত করে শ্রেণীগুলোর মধ্যকার এক জাতীয় সংগ্রামে পরিণত করতে। কিন্তু প্রতিটি শ্রেণী সংগ্রাম হচ্ছে একটি রাজনৈতিক সংগ্রাম। এবং হাইওয়েগুলির দুরাবস্থার জন্য মধ্য যুগীয় নাগরিকদের ঐ সম্মিলন অর্জনে লেগেছিল বহু শতাব্দি, রেলওয়েকে ধন্যবাদ , আধুনিক প্রলেতারিয়েত তা হাসিল করে সামান্য কয়েক বছরে।

This organization of the proletarians into a class, and, consequently, into a political party, is continually being upset again by the competition between the workers themselves. But it ever rises up again, stronger, firmer, mightier. It compels legislative recognition of particular interests of the workers, by taking advantage of the divisions among the bourgeoisie itself. Thus, the Ten-Hours Bill in England was carried.

একটি শ্রেণী এবং ফলস্বরূপ একটি রাজনৈতিক দলে পরিণত হওয়া প্রলেতারিয়েতের এই সংগঠন তাদের নিজেদের মধ্যেকার প্রতিযোগিতায় বারংবার বিপর্যস্ত হয়েছে। কিন্তু তা আবার অনবরত প্রবলতর, দৃঢ়তর, বলবান হয়েছে। বুর্জোয়াদের নিজেদের মধ্যেকার বিভেদের সুযোগে শ্রমিকদের বিশিষ্ট স্বার্থগুলির আইনগত স্বীকৃতি আদায়ে বাধ্য করে এটি। এইভাবে, ইংলন্ডে ১০ ঘন্টার বিল পাশ হল।

Altogether, collisions between the classes of the old society further in many ways the course of development of the proletariat. The bourgeoisie finds itself involved in a constant battle. At first with the aristocracy; later on, with those portions of the bourgeoisie itself, whose interests have become antagonistic to the progress of industry; at all time with the bourgeoisie of foreign countries. In all these battles, it sees itself compelled to appeal to the proletariat, to ask for help, and thus to drag it into the political arena. The bourgeoisie itself, therefore, supplies the proletariat with its own elements of political and general education, in other words, it furnishes the proletariat with weapons for fighting the bourgeoisie.

মোটের উপর, পুরনো সমাজের শ্রেণীগুলোর মধ্যকার সংঘাত প্রলেতারিয়েতের বিকাশের গতিপথ আরো নানাভাবে এগিয়ে নেয়।বুর্জোয়ারা নিজেদেরকে একটা অবিরত যুদ্ধে জড়িত হিসাবে দেখতে পায়। প্রথমে, অভিজাততন্ত্রের সাথে; পরবর্তীতে বুর্জোয়াদের নিজেদের সেই সকল অংশের সাথে যাদের স্বার্থ শিল্পের অগ্রগতিতে প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়; সর্ব সময়ে পরদেশী বুর্জোয়াদের সহিত। এই সকল যুদ্ধে, এরা বাধ্য হয় সাহায্যর জন্য প্রলেতারিয়েতের প্রতি আবেদন জানাতে এবং এইভাবে এরা এদেরকে নিয়ে এল রাজনৈতিক রণক্ষেত্রে । সুতরাং, বুর্জোয়ারা নিজেরা নিজেদের সাধারণ শিক্ষা ও রাজনৈতিক উপাদানগুলো প্রলেতারিয়েতকে সরবরাহ করে, অন্যকথায়, বুর্জোয়াদেরকে লড়বার জন্য প্রলেতারিয়েতকে অস্ত্রে সজ্জিত করে এরা ।

Further, as we have already seen, entire sections of the ruling class are, by the advance of industry, precipitated into the proletariat, or are at least threatened in their conditions of existence. These also supply the proletariat with fresh elements of enlightenment and progress.

অধিকন্ত, আমরা যেমন ইতঃপূর্বে দেখেছি,শিল্পের অগ্রগতি দ্বারা শাসক শ্রেণীর পুরো সেকসন প্রলেতারিয়েতের মধ্যে নিপতিত হয়, অথবা, নিদেনপক্ষে তাদের অস্তিত্বের শর্তাবলী হুমকিতে পড়ে।এরা অবশ্য প্রলেতারিয়েতকে আলোকসম্পাত এবং প্রগতির তরতাজা উপাদান সরবরাহ করে।

Finally, in times when the class struggle nears the decisive hour, the progress of dissolution going on within the ruling class, in fact within the whole range of old society, assumes such a violent, glaring character, that a small section of the ruling class cuts itself adrift, and joins the revolutionary class, the class that holds the future in its hands. Just as, therefore, at an earlier period, a section of the nobility went over to the bourgeoisie, so now a portion of the bourgeoisie goes over to the proletariat, and in particular, a portion of the bourgeois ideologists, who have raised themselves to the level of comprehending theoretically the historical movement as a whole.

সবশেষে, যখন শ্রেণী সংগ্রাম নিশ্চায়ক অবস্থার নিকটবর্তী সময়ে, শাসক শ্রেণীর অবলুপ্তির অগ্রগতি কার্যত পুরনো বুর্জোয়া সমাজের পুরো পরিসরে এমন এক ক্রুদ্ধ, হিংস্র চরিত্র পরিগ্রহ করে, তাতে শাসক শ্রেণীর একটা ছোট সেকশন নিজেকে নি:সম্বল অবস্থায় ফেলে, এবং বিপ্লবী শ্রেণীতে যোগদান করে, যে শ্রেণীটি নিজের হাতে ভবিষ্যতকে ধারণ করে। অত:পর, আগেকার কালে ঠিক যেমন অভিজাতদের একটা সেকশন বুর্জোয়াদের পক্ষে গিয়েছিল, সুতরাং, এখন বুর্জোয়াদের একটা অংশ প্রলেতারিয়েতের পক্ষে যায়, এবং বিশেষভাবে, বুর্জোয়া ভাবাদর্শীদের একটা অংশ, যারা সামগ্রীকভাবে ঐতিহাসিক আন্দোলনকে তাত্ত্বিকভাবে উপলব্ধি করার পর্যায়ে নিজেদেরকে উন্নীত করেছে।

Of all the classes that stand face to face with the bourgeoisie today, the proletariat alone is a genuinely revolutionary class. The other classes

decay and finally disappear in the face of Modern Industry; the proletariat is its special and essential product.

আজকের দিনে বুর্জোয়া শ্রেণীর মুখোমুখি যে সকল শ্রেণী দাঁড়িয়ে আছে, তার মধ্যে প্রলেতারিয়েত শুধু একা এক প্রকৃত বিপ্লবী শ্রেণী। আধুনিক শিল্পের মুখে অন্যান্য শ্রেণীগুলি ক্ষয়ে যায় এবং চূড়ান্তভাবে অদৃশ্য হয়; প্রলেতারিয়েত ইহার বিশেষ ও আবশ্যকীয় প্রোডাক্ট।

The lower middle class, the small manufacturer, the shopkeeper, the artisan, the peasant, all these fight against the bourgeoisie, to save from extinction their existence as fractions of the middle class. They are therefore not revolutionary, but conservative. Nay, more, they are reactionary, for they try to roll back the wheel of history. If, by chance, they are revolutionary, they are only so in view of their impending transfer into the proletariat; they thus defend not their present, but their future interests; they desert their own standpoint to place themselves at that of the proletariat.

নিম্ন মধ্য শ্রেণী–ক্ষুদ্র ম্যানুফ্যাক্টসারার, দোকানদার,কারিগর, কৃষক, এরা সকলে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে লড়ে মধ্য শ্রেণীর ভগ্নাংশ হিসাবে বিলোপনের কবল হতে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে । সেই কারণে , তারা বিপ্লবী নয়, বরং রক্ষণশীল। অধিকন্ত তারা প্রতিক্রিয়াশীল, কেননা তারা ইতিহাসের চাকাকে পিছনে ঘুরানোর চেষ্টা করে। যদি ঘটনাচক্রে তারা বিপ্লবী হয়, তা হয় কেবল তাদের দৃষ্টিতে প্রলেতারিয়েত হিসাবে তাদের আসন্ন রূপান্তর ; এইভাবে তারা তাদের বর্তমান নয়, বরং ভবিষ্যত স্বার্থ রক্ষা করে; প্রলেতারিয়েতের দৃষ্টিভংগিতে তাদেরকে ন্যস্ত করতে তারা তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভংগি পরিত্যাগ করে।

The "dangerous class", the social scum, that passively rotting mass thrown off by the lowest layers of the old society, may, here and there, be swept into the movement by a proletarian revolution; its conditions of life, however, prepare it far more for the part of a bribed tool of reactionary intrigue.

পুরোনো সমাজের সর্বনিম্ন স্তর হতে নিক্ষিপ্ত হয়ে নিষ্ক্রিয়ভাবে পচনশীল জনতা– সামাজিক অকিঞ্চনজন, "বিপজ্জনক শ্রেণীটিকে" একটি প্রলেতারিয় বিপ্লব হয়তো এখানে–সেখানে আন্দোলনে নিপতিত করে; তবে, এদের জীবনযাত্রার অবস্থা এদেরকে অধিকতরভাবে প্রস্তুত করে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তের একটা ঘুষখোর হাতিয়ারের অংশ হিসাবে।

In the condition of the proletariat, those of old society at large are already virtually swamped. The proletarian is without property; his relation to his wife and children has no longer anything in common with the bourgeois family relations; modern industry labor, modern subjection to capital, the same in England as in France, in America as in Germany, has stripped him of every trace of national

character. Law, morality, religion, are to him so many bourgeois prejudices, behind which lurk in ambush just as many bourgeois interests.

পুরোনো সমাজের ভালগুলি ইতোমধ্যে প্রলেতারিয়েতের জীবনে কার্যত লোপ পেয়েছে। প্রলেতারিয়েত হচ্ছে সম্পত্তিহীন; তার স্ত্রী-সন্তানের সহিত তার সম্পর্ক কোনো মতেই বুর্জোয়া পারিবারিক সম্পর্কের সহিত মেলে না; আধুনিক শিল্প শ্রম, পুঁজির নিকট আধুনিক বশ্যতা- ফ্রান্সের মতো ইংলন্ডে , জার্মানীর মতো আমেরিকায় একই রকমভাবে তার জাতীয় চরিত্রের প্রতিটি চিহ্ন হরণ করেছে। তার নিকট আইন, নৈতিকতা, ধর্ম হল কতিপয় বুর্জোয়া পূর্বসংস্কার, যার পিছনে - আসলেই আক্রমণের জন্য ওত পেতে আছে বহু ধরণের বুর্জোয়া স্বার্থ।

All the preceding classes that got the upper hand sought to fortify their already acquired status by subjecting society at large to their conditions of appropriation. The proletarians cannot become masters of the productive forces of society, except by abolishing their own previous mode of appropriation, and thereby also every other previous mode of appropriation. They have nothing of their own to secure and to fortify; their mission is to destroy all previous securities for, and insurances of, individual property.

পূর্ববর্তী সকল শ্রেণী যারা প্রতিপত্তি পেয়েছে, তারা তাদের আত্মসাৎকরণের অবস্থাসমূহ প্রসারিত করতে ইতোপূর্বে তাদের দখলকৃত প্রতিষ্ঠাকে সুরক্ষিত করতে চেয়েছে সমাজকে বশীভূতকরণের মাধ্যমে। তাদের নিজেদেরকে আত্মসাৎকরণের পূর্বতন পদ্ধতি, এবং তদানুযায়ী আত্মসাৎকরণের অন্যান্য প্রতিটি পূর্বতন পদ্ধতির বিলোপ সাধন করা ব্যতীত সমাজের উৎপাদনশীল শক্তির মাষ্টার হতে পারে না প্রলেতারিয়েত। নিশ্চিতি ও সুরক্ষা সাধনে তাদের নিজস্ব কিছু নাই; তাদের মিশন হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির পূর্বতন সকল নিরাপত্তা এবং রক্ষাকবচের ধ্বংস সাধন করা।

All previous historical movements were movements of minorities, or in the interest of minorities. The proletarian movement is the self-conscious, independent movement of the immense majority, in the interest of the immense majority. The proletariat, the lowest stratum of our present society, cannot stir, cannot raise itself up, without the whole superincumbent strata of official society being sprung into the air.

পূর্বতন সকল ঐতিহাসিক আন্দোলন ছিল সংখ্যাল্পের আন্দোলন, অথবা, সংখ্যাল্পের স্বার্থে। প্রলেতারিয়েতের আন্দোলন হচ্ছে স্ব-চেতন, বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থে,বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বাধীন আন্দোলন। প্রলেতারিয়েত হচ্ছে

আমাদের বর্তমান সমাজের সর্বনিম্ন স্তর, অফিসিয়াল সমাজের উপরের পদাধিকারী পুরো স্তরকে অবজ্ঞায় বাতাসে ছুঁড়ে ফেলা ছাড়া চলতে পারে না, নিজেদেরকে উপরে উঠাতে পারে না।

Though not in substance, yet in form, the struggle of the proletariat with the bourgeoisie is at first a national struggle. The proletariat of each country must, of course, first of all settle matters with its own bourgeoisie.

প্রথমে বুর্জোয়াদের সহিত প্রলেতারিয়েতের সংগ্রামটা একটা জাতীয় সংগ্রম যদিও সারবস্তুতে নয়, তখন পর্যন্ত আকারে। প্রত্যেক দেশের প্রলেতারিয়েত অবশ্যই সর্বাগ্রে হিসাব মিটায় তার নিজ বুর্জোয়ার সাথে।

In depicting the most general phases of the development of the proletariat, we traced the more or less veiled civil war, raging within existing society, up to the point where that war breaks out into open revolution, and where the violent overthrow of the bourgeoisie lays the foundation for the sway of the proletariat.

প্রলেতারিয়েতের বিকাশের অতি সাধারণ অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে আমরা সন্ধান পেয়েছি বিদ্যমান সমাজের মধ্যে কম-বেশ প্রচ্ছন্ন গৃহযুদ্ধ, একটা অবস্থায় এসে সেই যুদ্ধ প্রকাশ্য বিপ্লবে পরিণত হয়, এবং সেই অবস্থায় হিংসাত্মকভাবে বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ প্রলেতারিয়েতের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার ভিত্তি স্থাপন করে ।

Hitherto, every form of society has been based, as we have already seen, on the antagonism of oppressing and oppressed classes. But in order to oppress a class, certain conditions must be assured to it under which it can, at least, continue its slavish existence. The serf, in the period of serfdom, raised himself to membership in the commune, just as the petty bourgeois, under the yoke of the feudal absolutism, managed to develop into a bourgeois. The modern laborer, on the contrary, instead of rising with the process of industry, sinks deeper and deeper below the conditions of existence of his own class. He becomes a pauper, and pauperism develops more rapidly than population and wealth. And here it becomes evident that the bourgeoisie is unfit any longer to be the ruling class in society, and to impose its conditions of existence upon society as an overriding law. It is unfit to rule because it is incompetent to assure an existence to its slave within his slavery,

because it cannot help letting him sink into such a state, that it has to feed him, instead of being fed by him. Society can no longer live under this bourgeoisie, in other words, its existence is no longer compatible with society.

আমরা যেমন ইতঃপূর্বে দেখেছি আজ পর্যন্ত সব ধরণের সমাজ নিপীড়ক ও নিপীড়ত শ্রেণীসমূহের বৈরীতার উপর ভিত্তিশীল। কিন্তু একটা শ্রেণীকে নিপীড়ন করতে হলে নিদেনপক্ষে তার দাসোচিত অস্তিত্ব রক্ষা করার নিশ্চিত অবস্থাবলী সুনিশ্চিত করতে হয়। পেটি বুর্জোয়া যেমন সামন্ত স্বৈরতন্ত্রের জোয়ালের নীচে থেকে নিজেক বুর্জোয়া হিসাবে বিকশিত করতে পেরেছিল, ঠিক তেমন ভূমি দাসত্বের যুগে ভূমি দাস নিজেকে কমিউন সদস্যপদে তুলেছিল। বিপরীত দিকে, শিল্পের প্রক্রিয়ায় আধুনিক শ্রমিক উপরে উঠার পরিবর্তে তার নিজ শ্রেণী অস্তিত্বের অবস্থার নীচতর হতে নীচতরে নিপতিত হয়। সে নিঃস্ব হয়, এবং জনসংখ্যা ও সম্পদের তুলনায় দ্রুততরভাবে বাড়তে থাকে নিঃস্বতা। এবং এখানে এটা স্পষ্ট হয় যে, সমাজের শাসক শ্রেণী হিসাবে আরো থাকতে বুর্জোয়ারা অনুপযুক্ত, এবং তার অস্তিত্বের শর্তাবলী সমাজের উপর আরোপন যেন একটা পদদলনের আইন। এরা শাসনে অনুপযুক্ত কারণ, দাসত্বের মধ্যে দাসদের অস্তিত্ব নিশ্চিত করতে এরা অযোগ্য, কারণ তার দ্বারা খাওয়ানোর পরিবর্তে তাকে খাওয়ানোর মতো একটা অবস্থায় তাকে নিপতিতকরণের মতো অবস্থায় এরা নিজকে নিয়ে যেতে সাহায্য করতে পারে না। সমাজ কোনোভাবেই বুর্জোয়াদের অধীনে বাঁচতে পারে না, অন্য কথায় এদের অস্তিত্ব আর কোনোমতেই সমাজের সাথে সুসংগত নয়।

The essential conditions for the existence and for the sway of the bourgeois class is the formation and augmentation of capital; the condition for capital is wage labor. Wage labor rests exclusively on competition between the laborers. The advance of industry, whose involuntary promoter is the bourgeoisie, replaces the isolation of the laborers, due to competition, by the revolutionary combination, due to association. The development of Modern Industry, therefore, cuts from under its feet the very foundation on which the bourgeoisie produces and appropriates products. What the bourgeoisie therefore produces, above all, are its own grave-diggers. Its fall and the victory of the proletariat are equally inevitable.

বুর্জোয়া শ্রেণীর অস্তিত্ব এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য আবশ্যকীয় শর্তাবলী হচ্ছে পুঁজির গঠন ও বর্ধন; পুঁজির জন্য শর্তটি হচ্ছে মজুরি শ্রম। শ্রমিকদের মধ্যেকার প্রতিযোগিতার উপর মজুরি শ্রম একান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত। সমিতির হেতুবাদে, প্রতিযোগিতা প্রসূত শ্রমিকদের বিচ্ছিন্নতা- বিপ্লবী সম্মিলন দ্বারা প্রতিস্থাপন করে শিল্পের অগ্রগতি, যার অনিচ্ছুক প্রমোটার হচ্ছে বুর্জোয়ারা। সুতরাং, আধুনিক শিল্পের বিকাশ বুর্জোয়াদের পায়ের তলা থেকে কেড়ে নিয়েছে সেই ভিত্তিটি যার উপর দাঁড়িয়ে বুর্জোয়া শ্রেণী- প্রোডাক্টগুলো উৎপাদন ও আত্মসাৎ করে । অত:পর, বুর্জোয়ারা যা উৎপাদন করে, সর্বোপরি তা হচ্ছে তার নিজ কবর খননকারীদের। এদের পতন ও প্রলেতারিয়েতের বিজয় সমানভাবে অনিবার্য।

# FOOTNOTES

পাদটিকা

[1] By bourgeoisie is meant the class of modern capitalists, owners of the means of social production and employers of wage labor.

By proletariat, the class of modern wage laborers who, having no means of production of their own, are reduced to selling their labor power in order to live. [Note by Engels - 1888 English edition]

(১)বুর্জোয়া অর্থ দ্বারা বুঝায় আধুনিক পুঁজিওয়ালা শ্রেণী, সামাজিক উৎপাদন উপায়সমূহের মালিক এবং মজুরি শ্রমের নিয়োগকারী।

প্রলেতারিয়েত দ্বারা আধুনিক শ্রমিক শ্রেণী, যার নিজের কোনো উৎপাদন উপায় নাই, বেঁচে থাকার জন্য তাদের শ্রম শক্তি বিক্রি করে ক্ষয় করে।( এ্যাংগেলসের নোট–১৮৮৮ সালের ইংরেজী সংস্করণ)

[2] That is, all _written_ history. In 1847, the pre-history of society, the social organization existing previous to recorded history, all but unknown. Since then, August von Haxthausen (1792-1866) discovered common ownership of land in Russia, Georg Ludwig von Maurer proved it to be the social foundation from which all Teutonic races started in history, and, by and by, village communities were found to be, or to have been, the primitive form of society everywhere from India to Ireland. The inner organization of this primitive communistic society was laid bare, in its typical form, by Lewis Henry Morgan's (1818-1861) crowning discovery of the true nature of the gens and its relation to the tribe. With the dissolution of the primeaval communities, society begins to be differentiated into separate and finally antagonistic classes. I have attempted to retrace this dissolution in _Der Ursprung der

Familie, des Privateigenthumus und des Staats_, second edition, Stuttgart, 1886. [Engels, 1888 English edition]

(২) অর্থাৎ সকল লিখিত ইতিহাস। ১৮৪৭ সালে, সমাজের প্রাক ইতিহাস, লিখিত ইতিহাসের পূর্বতন বিদ্যমান সমাজ সংগঠন, এ সবই ছিল অজ্ঞাত। তারপর হতে August von Haxthausen (1792-1866)রাশিয়ায় ভূমির সাধারণ মালিকানা আবিস্কার করেন, Georg Ludwig von Maurer প্রমাণ করেন, এটি হতে পারে সমাজের ভিত্তি যেখান হতে সকল টিউটনিক জনগোষ্ঠী ইতিহাসে যাত্রা শুরু করেছিল, এবং পরবর্তীকালে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী দেখা দিতে পারে, অথবা আদিম জনগোষ্ঠীতান্ত্রিক ধরনের সমাজ থাকতে পারে সর্বত্র, ইন্ডিয়া হতে আয়ারল্যান্ড পর্যন্ত। Lewis Henry Morgan's (1818-1861) এর শীর্ষ আবিস্কার – উপজাতির সহিত বংশের সম্পর্কের প্রকৃত প্রকৃতি, আদিম জনগোষ্ঠীতান্ত্রিক

সমাজের অভ্যন্তরীণ সংগঠন, তার বিশিষ্ট ধরণ উন্মোচিত করেছিল। সনাতন মানবগোষ্ঠীগুলির অবসানে সমাজ পার্থক্যকৃত হতে শুরু করে পৃথক এবং চূড়ান্তভাবে বৈরীতাপূর্ণ শ্রেণীসমূহে পরিণত হল।( বি:দ্র:- দুর্বোধ্যতা জনিত কারণে বাকী অংশের অনুবাদ করা হল না- অনুবাদক। )

[3] Guild-master, that is, a full member of a guild, a master within, not a head of a guild. [Engels: 1888 English edition]

(৩) গিল্ড-মাষ্টার, অর্থাৎ একজন মাষ্টার একটি গিল্ডের প্রধান নয়, গিল্ডের মধ্যে একজন পূর্ণ সদস্য।

[4] This was the name given their urban communities by the townsmen of Italy and France, after they had purchased or conquered their initial rights of self-government from their feudal lords. [Engels: 1890 German edition]

"Commune" was the name taken in France by the nascent towns even before they had conquered from their feudal lords and masters local self-government and political rights as the "Third Estate". Generally speaking, for the economical development of the bourgeoisie, England is here taken as the typical country, for its political development, France. [Engels: 1888 English edition]

(৪) তারা স্ব-শাসিত সরকারের প্রারম্ভিক অধিকার তাদের সামন্ত প্রভুদের নিকট হতে ক্রয় বা বিজয় লাভ করার পর ইতালী ও ফ্রন্সের শহুরে মানুষেরা তাদের এই নগরজনগোষ্ঠীর এই নামটি দিয়েছে।[ এ্যাংগেলস: ১৮৯০ সালের সংস্করণ]

এমনকি স্থানীয় স্ব-শাসিত সরকার ও রাজনৈতিক অধিকার হিসাবে "Third Estate" লাভ করার পূর্বে "Commune" নামটি ফ্রান্সে উদীয়মান শহরগুলা কর্তৃক নেওয়া হয়েছিল। সাধারণভাবে বলা যায়, ফ্রান্স, তার রাজনৈতিক বিকাশের জন্য, ইংলন্ড তার অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য একটি বিশিষ্ট দেশ হিসাবে এখানে নেওয়া হয়েছে। [ এ্যাংগেলস: ১৮৮৮ ইংরেজী সংস্করণ]

## II -- PROLETARIANS AND COMMUNISTS

## ২– প্রলেতারিয়েত ও কমিউনিস্ট

In what relation do the Communists stand to the proletarians as a whole? The Communists do not form a separate party opposed to the other working-class parties.

সমগ্রভাবে প্রলেতারিয়েতের প্রতি কোন ধরণের সম্পর্কের পক্ষে দাঁড়ায় কমিউনিস্টরা? শ্রমিক শ্রেণীর অন্যান্য পার্টিগুলির বিপরীতে কমিউনিস্টরা পৃথক পার্টি গঠন করে না।

They have no interests separate and apart from those of the proletariat as a whole.

সমগ্রভাবে প্রলেতারিয়েতের যা স্বার্থ তা ছাড়া বা পৃথক কোনো স্বার্থ তাদের নাই।

They do not set up any sectarian principles of their own, by which to shape and mold the proletarian movement.

প্রলেতারিও আন্দোলন সুবিন্যস্তকরণ ও গড়ে তুলতে তাদের নিজস্ব এমন কোনো সংকীর্ণ নীতিগুচ্ছ তারা প্রতিষ্ঠা করে না।

The Communists are distinguished from the other working-class parties by this only:

শ্রমিক শ্রেণীর অন্যান্য পার্টিগুলো হতে কমিউনিস্টরা বিশিষ্ট হয় কেবলমাত্র এই দ্বারা:

(1)In the national struggles of the proletarians of the different countries, they point out and bring to the front the common interests of the entire proletariat, independently of all nationality.

(১) বিভিন্ন দেশের প্রলেতারিয়েতের জাতীয় সংগ্রামসমূহে প্রলেতারিয়েতের সমগ্র সাধারণ স্বার্থটাকে তারা দেখায় ও সামনে নিয়ে আসে, স্বাধীনভাবে সকল জাতীয়তার।

(2) In the various stages of development which the struggle of the working class against the bourgeoisie has to pass through, they always and everywhere represent the interests of the movement as a whole.

বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম, যা বিকাশের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে, তাতে তারা সর্বদা ও সর্বত্র সমগ্রভাবে আন্দোলনের স্বার্থকে প্রতিনিধিত্ব করে।

The Communists, therefore, are on the one hand practically, the most advanced and resolute section of the working-class parties of every country, that section which pushes forward all others; on the other hand, theoretically, they have over the great mass of the proletariat the advantage of clearly understanding the lines of march, the conditions, and the ultimate general results of the proletarian movement.

সুতরাং, কমিউনিস্টরা একদিকে ব্যবহারিকভাবে প্রত্যেক দেশের শ্রমিক শ্রেণীর পার্টির অত্যন্ত প্রাগ্রসর ও দৃঢ়সংকল্প সেকশন, যে সেকশনটি অন্যান্য সবাইকে সামনে ঠেলে নেয়; অন্যদিকে তাত্ত্বিকভাবে, প্রলেতারিয়েতের আন্দোলনের এগিয়ে চলার পথ, অবস্থাবলী, এবং চূড়ান্ত সাধারণ ফলাফল- প্রলেতারিয়েতের বিশাল অংশের চেয়ে পরিষ্কারভাবে বুঝার সুবিধা।

The immediate aim of the Communists is the same as that of all other proletarian parties: Formation of the proletariat into a class, overthrow of the bourgeois supremacy, conquest of political power by the proletariat.

প্রলেতারিয়েতের অপরাপর সকল পার্টির মতো কমিউনিস্টদের একই আশু লক্ষ্য: প্রলেতারিয়েতকে একটি শ্রেণী হিসাবে গঠন, বুর্জোয়া আধিপত্যের উচ্ছেদ, প্রলেতারিয়েত কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা বিজয়।

The theoretical conclusions of the Communists are in no way based on ideas or principles that have been invented, or discovered, by this or that would-be universal reformer.

কমিউনিস্টদের তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত কোনো ভাবেই এমন কোন সংকল্পনা বা নীতি ভিত্তিক নয়, যেটি বা এটি হবে বিশ্ব সংস্কারক কর্তৃক আবিস্কৃত ও উদ্ঘাটিত।

They merely express, in general terms, actual relations springing from an existing class struggle, from a historical movement going on under our very eyes. The abolition of existing property relations is not at all a distinctive feature of communism.

আমাদের চোখের সামনে চলমান ঐতিহাসিক আন্দোলন , বিদ্যমান শ্রেণী সংগ্রাম থেকে উত্থিত প্রকৃত সম্পর্কাদি হতে সাধারণ সূত্রে তাদের নিছক প্রকাশ। বিদ্যমান সম্পত্তি সম্পর্কের বিলোপসাধন মোটেই কমিউনিজমের একটা স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য নয়।

All property relations in the past have continually been subject to historical change consequent upon the change in historical conditions.

ঐতিহাসিক অবস্থার পরিবর্তনের পরিণতি স্বরূপ অতীতে সকল সম্পত্তি সম্পর্কের অবিরামভাবে ঐতিহাসিক পরিবর্তন হয়েছে।

The French Revolution, for example, abolished feudal property in favor of bourgeois property.

উদাহরণ স্বরূপ, ফরাসী বিপ্লব,বুর্জোয়া সম্পত্তির অনুকুলে সামন্ত সম্পত্তির বিলোপসাধন করেছিল।

The distinguishing feature of communism is not the abolition of property generally, but the abolition of bourgeois property. But modern bourgeois private property is the final and most complete expression of the system of producing and appropriating products that is based on class antagonisms, on the exploitation of the many by the few.

সাধারণভাবে সম্পত্তির বিলোপ সাধন নয়,বরং বুর্জোয়া সম্পত্তির বিলোপসাধন কমিউনিজমের পার্থক্যকরণিক বৈশিষ্ট্য । কিন্তু, আধুনিক বুর্জোয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তি হচ্ছে– প্রডাক্ট উৎপন্নকরণ ও আত্মসাৎকরণের একটি চূড়ান্ত ও খুবই পরিপূর্ণ পদ্ধতির প্রকাশ যা দাঁড়িয়ে আছে শ্রেণী বৈরীতার উপর, সামান্য কিছু সংখ্যক কর্তৃক বহুজনকে শোষণ করার উপর।

In this sense, the theory of the Communists may be summed up in the single sentence: Abolition of private property.

এই অর্থে, কমিউনিস্টদের তত্ত্ব সারসংক্ষেপিত হতে পারে একটি বাক্যে: ব্যক্তিমালিকানার বিলোপ সাধন।

We Communists have been reproached with the desire of abolishing the right of personally acquiring property as the fruit of a man's own labor, which property is alleged to be the groundwork of all personal freedom, activity and independence.

মানুষের নিজস্ব শ্রমের ফল হিসাবে সম্পত্তি, যে সম্পত্তি সকল ব্যক্তিগত মুক্তি, কর্মতৎপরতা, ও স্বাধীনতার কর্মভূমি হতে পারে বলে যুক্তি দেখানো হয় তা ব্যক্তিগতভাবে অর্জনের অধিকার বিলোপনের ইচ্ছা পোষণের দায়ে আমরা কমিউনিস্টরা নিন্দিত হয়ে আসছি।

Hard-won, self-acquired, self-earned property! Do you mean the property of petty artisan and of the small peasant, a form of property that preceded the bourgeois form? There is no need to abolish that; the development of industry has to a great extent already destroyed it, and is still destroying it daily.

কষ্ট-লব্ধ, স্বার্জিত, স্বোপার্জিত সম্পত্তি! আপনি কি বুঝাতে চাচ্ছেন ক্ষুদে কারিগর এবং ছোট কৃষকের সম্পত্তি, যা বুর্জোয়া ধরণের পূর্ববর্তীতে এক ধরণের সম্পত্তি ছিল ? ঐটি বিলোপের কোনো প্রয়োজন নাই; শিল্পের বিকাশ ইতঃপূর্বে এর বিরাট অংশকে ধ্বংস করেছে, এখনো নিত্যই ইহা ধ্বংস করছে।

Or do you mean the modern bourgeois private property?

অথবা, আপনি কি বুঝাচ্ছেন আধুনিক বুর্জোয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তি ?

But does wage labor create any property for the laborer? Not a bit. It creates capital, i.e., that kind of property which exploits wage labor, and which cannot increase except upon conditions of begetting a new supply of wage labor for fresh exploitation. Property, in its present form, is based on the antagonism of capital and wage labor. Let us examine both sides of this antagonism.

কিন্তু, মজুরি শ্রম কি শ্রমিকের জন্য কোনো সম্পত্তি সৃষ্টি করে? একটুও না। ইহা পুঁজি সৃষ্টি করে, অর্থাৎ ঐ ধরণের সম্পত্তি যা মজুরি শ্রম শোষণ করে, এবং টাটকা শোষণের জন্য মজুরি শ্রমের নতুন সরবরাহ জন্মানোর মতো অবস্থা ছাড়া ঐ ধরণের সম্পত্তি বাড়তে পারে না। সম্পত্তি, ইহার বর্তমান ধরণ- পুঁজি ও মজুরি শ্রমের বিরোধীতার উপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদেরকে এই বৈরীতার উভয় দিক পরীক্ষা করতে দিন।

To be a capitalist, is to have not only a purely personal, but a social STATUS in production. Capital is a collective product, and only by the united action of many members, nay, in the last resort, only by the united action of all members of society, can it be set in motion.

একজন পুঁজিপতি হতে, কেবলমাত্র নিখুঁত ব্যক্তিগত নয়, বরং উৎপাদনে একটা সামাজিক অবস্থান থাকতে হয়। পুঁজি একটি যৌথ প্রডাক্ট, এবং কেবলমাত্র বহুলোকের যুক্ত ক্রিয়া, শুধু তাই নয়, শেষ পর্যন্ত সমাজের সকল সদস্যের যুক্ত ক্রিয়া, এটাকে গতিশীল রাখতে পারে।

Capital is therefore not only personal; it is a social power.

সুতরাং, পুঁজি কেবলমাত্র ব্যক্তিগত নয়; ইহা একটি সামাজিক ক্ষমতা।

When, therefore, capital is converted into common property, into the property of all members of society, personal property is not thereby transformed into social property. It is only the social character of the property that is changed. It loses its class character.

অতএব, যখন পুঁজি সাধারণ সম্পত্তিতে পরিবর্তিত হয়, সমাজের সকল সদস্যের সম্পত্তিতে, তদানুযায়ী ব্যক্তিগত সম্পত্তি সামাজিক সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হয় না। ইহা কেবলমাত্র সম্পত্তির সামাজিক চরিত্র, যা পরিবর্তিত হয়। ইহা তার শ্রেণী চরিত্র হারায়।

Let us now take wage labor.

এখন আমাদেরকে মজুরি শ্রম দেখতে দিন।

The average price of wage labor is the minimum wage, i.e., that quantum of the means of subsistence which is absolutely requisite to keep the laborer in bare existence as a laborer. What, therefore, the wage laborer appropriates by means of his labor merely suffices to prolong and reproduce a bare existence. We by no means intend to abolish this personal appropriation of the products of labor, an appropriation that is made for the maintenance and reproduction of human life, and that leaves no surplus wherewith to command the labor of others. All that we want to do away with is the miserable character of this appropriation, under which the laborer lives merely to increase capital, and is allowed to live only in so far as the interest of the ruling class requires it.

মজুরি শ্রমের গড় দাম হচ্ছে নিম্নতম মজুরি, অর্থাৎ শ্রমিককে একজন শ্রমিক হিসাবে অস্তিত্ব বহনে বহাল রাখতে যে পরিমাণ জীবনধারণের উপায় প্রয়োজন নি:সন্দেহে সেই পরিমাণ। সুতরাং, মজুরি শ্রমিক তার শ্রম উপায়ের মাধ্যমে যা পায় তা নিছক তার অস্তিত্ব বহন ও পুনরুৎপাদনের জন্য যথেষ্ট। শ্রমের উৎপন্ন ব্যক্তিগত দখলীয়, যা তৈরী হয়েছে ভরণ-পোষণ ও মানবজীবন পুনরুৎপাদনের জন্য এবং অপরের শ্রমের উপর কর্তৃত্ব করা যায় এমন কোনো উদ্বৃত্ত যা থেকে হয় না, তা কোনোভাবেই বিলোপের কোনো ইচ্ছা আমাদের নাই। আমরা যা দূর করতে চাই- তা এই আত্মসাৎকরণের শোচনীয় চরিত্রের , যাতে শ্রমিকরা বাঁচে শুধুই পুঁজি বৃদ্ধি করতে, এবং ততোক্ষণ বেঁচে থাকতে দেওয়া হয়, যতোক্ষণ সে শাসক শ্রেণীর স্বার্থে আবশ্যক।

In bourgeois society, living labor is but a means to increase accumulated labor. In communist society, accumulated labor is but a means to widen, to enrich, to promote the existence of the laborer.

বুর্জোয়া সমাজে, জীবন্ত শ্রম- পুঞ্জিভূতকৃত শ্রম প্রসারের একটা উপায়মাত্র। কমিউনিস্ট সমাজে, পুঞ্জীভূতকৃত শ্রম- শ্রমজীবীর অস্তিত্ব সংবর্ধিতকরণে, সমৃদ্ধিসাধনে, প্রশস্তকরণে একটি উপায় মাত্র।

In bourgeois society, therefore, the past dominates the present; in communist society, the present dominates the past. In bourgeois society, capital is independent and has individuality, while the living person is dependent and has no individuality.

সুতরাং, বুর্জোয়া সমাজে, বর্তমানের উপর আধিপত্য করে অতীত; কমিউনিস্ট সমাজে, অতীতের উপর আধিপত্য করে বর্তমান। বুর্জোয়া সমাজে, পুঁজি হল স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র সত্তা আছে, যেখানে জীবন্ত ব্যক্তি হল নির্ভরশীল এবং স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই।

And the abolition of this state of things is called by the bourgeois, abolition of individuality and freedom! And rightly so. The abolition of bourgeois individuality, bourgeois independence, and bourgeois freedom is undoubtedly aimed at.

এবং এই অবস্থার বিলোপসাধনকে বুর্জোয়ারা বলে ব্যক্তিস্বতন্ত্র্যতা ও স্বাধীনতার বিলোপসাধন! এবং ঠিক তাই। বুর্জোয়া ব্যক্তি স্বতন্ত্র্যতা, বুর্জোয়া স্বাধিকার এবং বুর্জোয়া স্বাধীনতার বিলোপসাধনই লক্ষ্য।

By freedom is meant, under the present bourgeois conditions of production, free trade, free selling and buying.

উৎপাদনের বর্তমান বুর্জোয়া অবস্থায় স্বাধীনতার অর্থ হল- মুক্ত ব্যবসা, মুক্ত বেচা-কেনা।

But if selling and buying disappears, free selling and buying disappears also. This talk about free selling and buying, and all the other "brave words" of our bourgeois about freedom in general, have a meaning, if any, only in contrast with restricted selling and buying, with the fettered traders of the Middle Ages, but have no meaning when opposed to the communist abolition of buying and selling, or the bourgeois conditions of production, and of the bourgeoisie itself.

কিন্তু যদি বেচা এবং কেনা অদৃশ্য হয়, তবে মুক্ত বেচা-কেনা অদৃশ্য হয়। মুক্ত বেচা - কেনা বিষয়ক এবং সাধারণভাবে স্বাধীনতা সম্পর্কে আমাদের বুর্জোয়াদের অন্যান্য সকল " সাহসী কথা " বিষয়ক এই কথা যদি কোনো অর্থ বহন করে- তা একমাত্র বাধা-নিষেধ আরোপিত বেচা-কেনার সাথে, মধ্যযুগের বাধাগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সাথে প্রতিতুলনায় , কিন্তু, বেচা-কেনা, অথবা, উৎপাদনের বুর্জোয়া ব্যবস্থাবলী

এবং খোদ বুর্জোয়াদের কমিউনিস্ট বিলোপসাধনের বিপরীতে যখন বলা হয় তখন কোন অর্থ বহন করে না ।

You are horrified at our intending to do away with private property. But in your existing society, private property is already done away with for nine-tenths of the population; its existence for the few is solely due to its non-existence in the hands of those nine-tenths. You reproach us, therefore, with intending to do away with a form of property, the necessary condition for whose existence is the non-existence of any property for the immense majority of society.

ব্যক্তিমালিকানা দূরীকরণে আমাদের অভিপ্রায়ে আপনারা আতংকিত হন। কিন্তু, আপনাদের বিদ্যমান সমাজে, জনসংখ্যার দশভাগের নয় ভাগ ইতঃপূর্বে ব্যক্তিমালিকানা হতে দূরীভূত হয়েছে; ঐ দশভাগের নয় ভাগের নিকট ইহার অস্তিত্ব নাই বলেই কেবল গুটিকয়েকের নিকট তার অস্তিত্ব আছে। সুতরাং, আপনারা গালাগালি করেন যে আমরা সম্পত্তির এমন এক ধরণ তুলে দিতে চাই , যার অস্তিত্বের আবশ্যকীয় শর্ত হচ্ছে সমাজের বিশাল গরিষ্ট অংশের জন্য কোনো সম্পত্তির অস্তিত্বহীনতা।

In one word, you reproach us with intending to do away with your property. Precisely so; that is just what we intend.

এক কথায়, আপনাদের সম্পত্তি বিলীন করতে চাই বলে আপনারা আমাদেরকে গালাগাল করেন। যথাযথভাবে তাই; আমরা ঠিক তাই চাই।

From the moment when labor can no longer be converted into capital, money, or rent, into a social power capable of being monopolized, i.e., from the moment when individual property can no longer be transformed into bourgeois property, into capital, from that moment, you say, individuality vanishes.

যে মুহূর্ত থেকে শ্রম কোনোমতেই আর পুঁজি, অর্থ বা খাজনায় পরিবর্তিত না হয়ে একচেটিয়াকরণে সক্ষম সামাজিক ক্ষমতায় পরিণত হতে অর্থাৎ যে মুহূর্ত থেকে ব্যক্তিক সম্পত্তি আর কোনোভাবেই বুর্জোয়া সম্পত্তিতে, পুঁজিতে রূপান্তরিত হয় না সেই মহূর্ত হতে আপনারা বলেন, ব্যক্তিতা অপসৃত হল।

You must, therefore, confess that by "individual" you mean no other person than the bourgeois, than the middle-class owner of property. This person must, indeed, be swept out of the way, and made impossible.

অত:পর, অবশ্যই আপনারা স্বীকার করেন যে, " ব্যক্তিক" দ্বারা আপনারা সম্পত্তির মালিক মধ্য শ্রেণী ছাড়া, বুর্জোয়া ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি বুঝান না। বস্তুত, এই ব্যক্তি তৈরী অসম্ভব এবং অবশ্যই ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে হবে।

Communism deprives no man of the power to appropriate the products of society; all that it does is to deprive him of the power to subjugate the labor of others by means of such appropriations.

সমাজের উৎপন্ন ভোগ-দখলের ক্ষমতা থেকে কোনো মানুষকে কমিউনিজম বঞ্চিত করে না; অনুরপ দখলের মাধ্যমে অন্যের শ্রম অধীনস্ত করার ক্ষমতা হতে তাকে সর্বতোভাবে ইহা বঞ্চিত করে।

It has been objected that upon the abolition of private property, all work will cease, and universal laziness will overtake us.

আপত্তি করা হয় যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপ হলে সকল কাজ ক্ষান্ত হবে, সর্বজনীন আলস্য আমাদেরকে গ্রাস করবে।

According to this, bourgeois society ought long ago to have gone to the dogs through sheer idleness; for those who acquire anything, do not work. The whole of this objection is but another expression of the tautology: There can no longer be any wage labor when there is no longer any capital.

তদানুসারে নিছক আলস্য হেতু বুর্জোয়া সমাজ বহুপূর্বেই গোল্লায় যাওয়া উচিৎ ছিল; কারণ যারা কাজ করে না তাদের দখলে অনেক কিছু। সমগ্র আপত্তিটাই কিন্ত একই কথার বিভিন্নভাবে বলার অন্যরকম প্রকাশ: যখন কোনভাবেই আর পুঁজি নাই , তখন কোনোভাবেই কোনো মজুরি শ্রম থাকতে পারে না।

All objections urged against the communistic mode of producing and appropriating material products, have, in the same way, been urged against the communistic mode of producing and appropriating intellectual products. Just as to the bourgeois, the disappearance of class property is the disappearance of production itself, so the disappearance of class culture is to him identical with the disappearance of all culture.

বস্তুগত সামগ্রী উৎপন্নে ও ভোগ দখলে কমিউনিস্ট পদ্ধতির বিরুদ্ধে গুরুত্বারোপিত সকল আপত্তিসমূহ একই রকমভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক উৎপন্ন ও ভোগ দখলের কমিউনিস্ট পদ্ধতির বিরুদ্ধে উত্তাপন করা হয়। ঠিক যেমন বুর্জোয়াদের নিকট শ্রেণী সম্পত্তির অন্তর্ধান খোদ উৎপাদনের অন্তর্ধান , সুতরাং শ্রেণী সংস্কৃতির অন্তর্ধানও তার নিকট হুবুহু অনুরূপ সকল সংস্কৃতির অন্তর্ধান ।

That culture, the loss of which he laments, is, for the enormous majority, a mere training to act as a machine.

যে সংস্কৃতি হারিয়ে ফেলায় সে বিলাপ করে, তা বিশাল সংখ্যাধিক্যের জন্য একটা মেশিনের মতো ক্রিয়া করার নিছক প্রশিক্ষণ।

But don't wrangle with us so long as you apply, to our intended abolition of bourgeois property, the standard of your bourgeois notions of freedom, culture, law, etc. Your very ideas are but the outgrowth of the conditions of your bourgeois production and bourgeois property, just as your jurisprudence is but the will of your class made into a law for all, a will whose essential character and direction are determined by the economical conditions of existence of your class.

বুর্জোয়া স্বাধীনতা, সংস্কৃতি, আইন ইত্যাদি বুর্জোয়া ধারণার মানদন্ড বুর্জোয়া সম্পত্তি বিলোপে আমাদের অভিপ্রায়ের সহিত যতোক্ষণ প্রয়োগ করবেন ততোক্ষণ আমাদের সহিত কলহ করবেন না। আপনাদের বিশিষ্ট ধারণাগুলো আপনাদের বুর্জোয়া উৎপাদন ও বুর্জোয়া সম্পত্তির অবস্থাদির স্বাভাবিক ফল, ঠিক যেমন , আপনাদের আইনশাস্ত্র আপনাদের শ্রেণীর ইচ্ছা যার প্রয়োজনীয় প্রকৃতি ও দিকনির্দেশনা নিরূপিত হয় আপনাদের শ্রেণীর অস্তিত্বের অর্থনৈতিক অবস্থার দ্বারা,সেই ইচ্ছাটাকে সকলের জন্য আইনে পরিণত করে।

The selfish misconception that induces you to transform into eternal laws of nature and of reason the social forms stringing from your present mode of production and form of property -- historical relations that rise and disappear in the progress of production -- this misconception you share with every ruling class that has preceded you. What you see clearly in the case of ancient property, what you admit in the case of feudal property, you are of course forbidden to admit in the case of your own bourgeois form of property.

আপনাদের বর্তমান উৎপাদন পদ্ধতি ও সম্পত্তির ধরণ হতে উন্মুখীন সামাজিক ধরণ এর কারণ – ঐতিহাসিক সম্পর্ক যা উত্থিত ও অদৃশ্য হয় উৎপাদনের প্রাগ্রসরতায়, তাকে স্বার্থপর বিভ্রান্তি তাড়িত হয়ে আপনারা আপনাদের পূর্বেকার প্রত্যেক শাসক শ্রেণীর বিভ্রান্তির শরীক হয়ে রূপান্তরিত করছেন প্রকৃতির চিরন্তর বিধানে। প্রাচীন সম্পত্তির ক্ষেত্রে পরিষ্কারভাবে আপনারা দেখেন, সামন্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে যা আপনারা কবুল করেন, আপনাদের নিজস্ব বুর্জোয়া ধরণের সম্পত্তির ক্ষেত্রে তা কবুল করতে অবশ্যই আপনারা বারিত।

Abolition of the family! Even the most radical flare up at this infamous proposal of the Communists.

পরিবারের বিলুপ্তি ! এমন কি ভয়ানক র‍্যাডিক্যালরা পর্যন্ত কমিউনিস্টদের এই জঘন্য প্রস্তাবে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে।

On what foundation is the present family, the bourgeois family, based? On capital, on private gain. In its completely developed form, this family exists only among the bourgeoisie. But this state of things finds its

complement in the practical absence of the family among proletarians, and in public prostitution.

বর্তমান পরিবার, বুর্জোয়া পরিবার কোন ভিত্তিতে স্থাপিত ? পুঁজির উপর, ব্যক্তিগত প্রাপ্তির উপর। একমাত্র বুর্জোয়াদের মধ্যে বিদ্যমান পরিবার হচ্ছে ইহার সম্পূর্ণত বিকশিত ধরণ। কিন্তু সর্বজনীন বেশ্যাবৃত্তি এবং প্রলেতারিয়ানদের পরিবারের মাঝে এই ব্যাপারগুলোর অবস্থা ইহার পূরক দেখে কার্যত অনুপস্থিত ।

The bourgeois family will vanish as a matter of course when its complement vanishes, and both will vanish with the vanishing of capital.

বুর্জোয়া পরিবার অন্তর্হিত হবে যখন বস্তুত ইহার পূরক অন্তর্হিত হবে, এবং পুঁজির অন্তর্ধানের সহিত উভয়ই অন্তর্হিত হবে।

Do you charge us with wanting to stop the exploitation of children by their parents? To this crime we plead guilty.

পিতা-মাতা কর্তৃক সন্তানের শোষণ আমরা বন্ধ করতে চাই বলে আপনারা আমাদেরকে অভিযুক্ত করছেন? স্বীকার করছি এই অপরাধে আমরা দোষী।

But, you say, we destroy the most hallowed of relations, when we replace home education by social.

কিন্তু আপনারা বলতে চান, আমরা যখন পারিবারিক শিক্ষাকে সমাজ দ্বারা প্রতিস্থাপন করি, তখন আমরা খুবই পবিত্র সম্পর্ক ধ্বংস করি।

And your education! Is not that also social, and determined by the social conditions under which you educate, by the intervention direct or indirect, of society, by means of schools, etc.? The Communists have not intended the intervention of society in education; they do but seek to alter the character of that intervention, and to rescue education from the influence of the ruling class.

এবং আপনাদের শিক্ষা ! তাও নয় সামাজিক, এবং যে সামাজিক অবস্থার অধীনে আপনি শিক্ষিত হন তদ্বারা , স্কুল ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষায় সমাজের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ হস্তক্ষেপ দ্বারা স্থিরিকৃত ? শিক্ষায় সমাজের হস্তক্ষেপে কমিউনিস্টদের অভিপ্রায় নাই; তারা চায় হস্তক্ষেপের প্রকৃতিটা পরিবর্তন করতে , এবং শাসক শ্রেণীর প্রভাব হতে শিক্ষাকে উদ্ধার করতে।

The bourgeois claptrap about the family and education, about the hallowed correlation of parents and child, becomes all the more disgusting, the more, by the action of Modern Industry, all the family ties among the proletarians are torn asunder, and their children transformed into simple articles of commerce and instruments of labor.

আধুনিক শিল্পের ক্রিয়াশীলতায় যতোই প্রলেতারিয়েতদের মধ্যকার পারিবারিক সকল বন্ধন ছিঁড়ে বিছিন্ন হয়, এবং তাদের সন্তান শ্রমের হাতিয়ার ও বাণিজ্যের সাদামাটা বস্তুতে রূপান্তরিত হয়, তাই পরিবার ও শিক্ষা, পিতামাতা ও সন্তানের পবিত্র সম্পর্ক বিষয়ে বুর্জোয়াদের নিছক বাহাবা কুড়ানোর ভাবভংগি ততোই ভয়ানক বিরক্তিতে পরিণত হয়।

But you Communists would introduce community of women, screams the bourgeoisie in chorus.

বুর্জোয়ারা সমবেতস্বরে চিৎকার করে বলে তোমরা কমিউনিস্টরা কিন্ত নারীদের কমিউনিটি প্রবর্তন করবে।

The bourgeois sees his wife a mere instrument of production. He hears that the instruments of production are to be exploited in common, and, naturally, can come to no other conclusion that the lot of being common to all will likewise fall to the women.

বুর্জোয়ারা তার স্ত্রীকে উৎপাদনের নিছক একটা হাতিয়ার হিসাবে দেখে। সে শুনে যে, উৎপাদনের উপায়গুলি সর্বসাধারণের জন্য ব্যবহৃত হবে, এবং, স্বাভাবতই , বিপুল বিষয়াদির মতোই সকলের সাধারণ ব্যবহারে নিপতিত হবে নারী এমনটা ছাড়া অন্য কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারে না।

He has not even a suspicion that the real point aimed at is to do away with the status of women as mere instruments of production.

এমনকি তার ক্ষীণ সন্দেহ হয় না যে ইহার লক্ষ্য হচ্ছে প্রকৃত পক্ষে নারীদের উৎপাদনের নিছক হাতিয়ার মতো অবস্থান দূর করা।

For the rest, nothing is more ridiculous than the virtuous indignation of our bourgeois at the community of women which, they pretend, is to be openly and officially established by the Communists. The Communists have no need to introduce free love; it has existed almost from time immemorial.

বাকীদের জন্য আমাদের বুর্জোয়ারা ভান করে যে কমিউনিস্টরা প্রকাশ্যে ও অফিসিয়ালি নারীদের কমিউনিটি প্রতিষ্ঠা করবে, তাদের এমন পবিত্র ক্রোধের চেয়ে হাস্যকর আর কিছু নাই। ফ্রি লাভ প্রচলন করার কোনো প্রয়োজনীয়তা কমিউনিস্টদের নাই, স্মরণাতীতকাল হতে তা বিদ্যমান।

Our bourgeois, not content with having wives and daughters of their proletarians at their disposal, not to speak of common prostitutes, take the greatest pleasure in seducing each other's wives. (Ah, those were the days!)

সাধারণ বেশ্যাদের কথা না বললেও, আমাদের বুর্জোয়ারা তাদের ব্যবস্থাপনার অন্তর্গত তাদের প্রলেতারিয়দের স্ত্রী ও কন্যাদের হাতে পেয়ে পরিতৃপ্ত নয়, তাদের সবচেয়ে বড় আনন্দ হচ্ছে একে অপরের স্ত্রীকে সংগমে প্ররোচিতকরণে। ( আহ্ সেসব দিনগুলি ছিল ! )

Bourgeois marriage is, in reality, a system of wives in common and thus, at the most, what the Communists might possibly be reproached with is that they desire to introduce, in substitution for a hypocritically concealed, an openly legalized system of free love. For the rest, it is self-evident that the abolition of the present system of production must bring with it the abolition of free love springing from that system, i.e., of prostitution both public and private.

বুর্জোয়া বিবাহ হল বস্তুত সাধারণ স্বার্থে স্ত্রী রাখার একটি ব্যবস্থা এবং সুতরাং খুব বেশী হলে কমিউনিস্টরা নিন্দিত হতে পারে এ জন্য যে ভন্ডামি করে গোপনকৃত ফ্রি লাভ প্রতিস্থাপনে তারা একটা প্রকাশ্য বৈধ ব্যবস্থা প্রচলনে ইচ্ছুক। বাকীদের জন্য এটি স্বয়ং সহজবোধ্য যে, উৎপাদনের বর্তমান ব্যবস্থার বিলুপ্তির সহিত ঐ অবস্থা হতে উদ্ভূত ফ্রি লাভ তথা সার্বজনিক ও ব্যক্তিগত উভয় প্রকার বেশ্যাবৃত্তি বিলুপ্ত হবে।

The Communists are further reproached with desiring to abolish countries and nationality.

দেশ ও জাতীয়তা বিলুপ্ত করতে চায় বলে কমিউনিস্টরা আরো নিন্দিত হয়।

The workers have no country. We cannot take from them what they have not got. Since the proletariat must first of all acquire political supremacy, must rise to be the leading class of the nation, must constitute itself **the** nation, it is, so far, itself national, though not in the bourgeois sense of the word.

শ্রমিকদের কোনো দেশ নাই। যা তারা পায়নি তা তাদের নিকট হতে আমরা কেড়ে নিতে পারি না। ইতোমধ্যে প্রলেতারিয়েতকে সর্বাগ্রে অবশ্যই রাজনৈতিক আধিপত্য অর্জন করতে হবে, অবশ্যই জাতির নেতৃ শ্রেণী হতে হবে, অবশ্যই নিজেকে জাতি হিসাবে গঠন করতে হবে, যদিও শব্দটি বুর্জোয়া বোধে নয়, তবু ইহা নিজেই জাতীয়।

National differences and antagonism between peoples are daily more and more vanishing, owing to the development of the bourgeoisie, to freedom of commerce, to the world market, to uniformity in the mode of production and in the conditions of life corresponding thereto.

বুর্জোয়াদের বিকাশে, বাণিজ্যের স্বাধীনতায়, বিশ্ব বাজারে, উৎপাদন পদ্ধতির সমরূপতায় এবং জীবনের অবস্থাবলীর সহিত সংগতিপূর্ণভাবে অধিক হতে অধিকতর ভাবে প্রতিনিয়তই জনগণের মধ্যেকার জাতিগত পার্থক্য ও বৈরীতা অদৃশ্য হচ্ছে।

The supremacy of the proletariat will cause them to vanish still faster. United action of the leading civilized countries at least is one of the first conditions for the emancipation of the proletariat.

প্রলেতারিয়েতের আধিপত্য তাদের আরো দ্রুত অদৃশ্য হওয়ার কারণ হবে। প্রলেতারিয়েতের মুক্তির প্রথম শর্তগুলোর একটি হচ্ছে কমপক্ষে নেতৃস্থানীয় সভ্য দেশগুলির সম্মিলিত ক্রিয়া।

In proportion as the exploitation of one individual by another will also be put an end to, the exploitation of one nation by another will also be put an end to. In proportion as the antagonism between classes within the nation vanishes, the hostility of one nation to another will come to an end.

এক ব্যক্তি কর্তৃক অন্যের শোষণ যে হারে শেষ হবে, সে অনুপাতে এক জাতি কর্তৃক অন্যের শোষণও সমাপ্ত হবে। জাতির ভিতরকার শ্রেণীসমূহের বৈরীতা অদৃশ্য হওয়ার অনুপাতে এক জাতির প্রতি অন্যের শত্রুতার সমাপ্তি হবে।

The charges against communism made from a religious, a philosophical and, generally, from an ideological standpoint, are not deserving of serious examination.

ধর্ম, দর্শন, ও সাধারণভাবে একটা আদর্শিক অবস্থান হতে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে তৈরীকৃত অভিযোগ গভীর পরীক্ষার উপযুক্ত নয়।

Does it require deep intuition to comprehend that man's ideas, views, and conception, in one word, man's consciousness, changes with every change in the conditions of his material existence, in his social relations and in his social life?

মানুষের ভাব, অভিমত, ও ধারণা এক কথায় মানুষের সজ্ঞানতা যে তার বস্তুগত অস্তিত্ব, তার সামাজিক সম্পর্ক ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি পরিবর্তনের সহিত পরিবর্তিত হয়, তা উপলব্ধি করতে কি গভীর স্বজ্ঞা আবশ্যক?

What else does the history of ideas prove, than that intellectual production changes its character in proportion as material production is changed? The ruling ideas of each age have ever been the ideas of its ruling class.

বস্তুগত উৎপাদন যে হারে পরিবর্তন হয় তখন সে অনুপাতে ঐ বুদ্ধিবৃত্তিক উৎপাদন তার চরিত্র পরিবর্তন করে, ভাবনার ইতিহাস এ ছাড়া আর কিছু কি প্রমাণ করে? চিরকাল শাসক শ্রেণীর ভাব হচ্ছে প্রত্যেক যুগের আধিপত্যকারী ভাব ।

When people speak of the ideas that revolutionize society, they do but express that fact that within the old society the elements of a new one

have been created, and that the dissolution of the old ideas keeps even pace with the dissolution of the old conditions of existence.

মানুষ যখন বলতে থাকে কোনো ভাব যা সমাজকে বৈপ্লবীকরণ করে, তারা তখন প্রকাশ করে ঐ সত্য যা পুরনো সমাজের মধ্যে নতুন একটার উপাদানগুলি সৃষ্টি হয়েছে, এবং বিদ্যমানতার পুরনো অবস্থাগুলির বিলোপের সাথে পাল্লা দিয়ে বিলোপ হতে থাকে পুরনো ভাবগুলি।

When the ancient world was in its last throes, the ancient religions were overcome by Christianity. When Christian ideas succumbed in the eighteenth century to rationalist ideas, feudal society fought its death battle with the then revolutionary bourgeoisie. The ideas of religious liberty and freedom of conscience merely gave expression to the sway of free competition within the domain of knowledge.

যখন প্রাচীন বিশ্ব তার অন্তিম দশায় উপনীত হয়েছিল, তখন প্রাচীন ধর্মগুলি খ্রিশ্চিয়ানিটি দ্বারা পরাজিত হয়েছিল। খ্রীষ্টীয় ভাবনা যখন ১৮ শতকে যুক্তিশীল ভাবগুলির নিকট হেরেছে, তখনকার বিপ্লবী বুর্জোয়াদের সহিত সামন্ত সমাজ তার মরণযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল । ধর্মীয় স্বাধীনতা ও বিবেকের মুক্তির ভাবগুলি নিছক জ্ঞানের ক্ষেত্রে মুক্ত প্রতিযোগিতার প্রভাবটাকেই প্রকাশিত করল।

"Undoubtedly," it will be said, "religious, moral, philosophical, and juridicial ideas have been modified in the course of historical development. But religion, morality, philosophy, political science, and law, constantly survived this change."

" সন্দেহাতীতভাবে" এটা বলা হবে, " ঐতিহাসিক বিকাশের গতি পথে ধর্মীয়, নৈতিক, দার্শনিক, এবং বিচারিক ভাবগুলি বদলেছে। কিন্তু এই পরিবর্তনে অবিরত টিকে থাকছে ধর্ম, নৈতিকতা, দর্শন, রাজনীতি বিজ্ঞান, এবং আইন । "

"There are, besides, eternal truths, such as Freedom, Justice, etc., that are common to all states of society. But communism abolishes eternal truths, it abolishes all religion, and all morality, instead of constituting them on a new basis; it therefore acts in contradiction to all past historical experience."

" পাশাপাশি, চিরন্তন সত্য, যেমন মুক্তি, ন্যায়পরায়নতা, ইত্যাদি সমাজের সকল অবস্থাতে সাধারণ বিষয়। কিন্তু, এদেরকে একটা নয়া ভিত্তিতে গঠন করার পরিবর্তে কমিউনিজম বিলোপ করে চিরন্তন সত্য, ইহা বিলোপ করে সকল ধর্ম এবং সকল নৈতিকতা; সুতরাং অতীতের সকল ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার বিরোধীতা করে ইহা ক্রিয়া করে। "

What does this accusation reduce itself to? The history of all past society has consisted in the development of class antagonisms, antagonisms that assumed different forms at different epochs.

কি করে এই অভিযোগ নিজেকেই হ্রাস করে ? অতীতের সকল সমাজের ইতিহাস গঠিত হয়েছে শ্রেণী বৈরীতার বিকাশে, বৈরীতা যা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে ।

But whatever form they may have taken, one fact is common to all past ages, viz., the exploitation of one part of society by the other. No wonder, then, that the social consciousness of past ages, despite all the multiplicity and variety it displays, moves within certain common forms, or general ideas, which cannot completely vanish except with the total disappearance of class antagonisms.

কিন্তু তা যে রূপই নিক , অতীতের সকল যুগে একটি ঘটনা, যথা সমাজের একাংশ কর্তৃক অপরাংশকে শোষণ হচ্ছে সাধারণ। আশ্চর্য নয়, তখন, বহু সংখ্যক ও বিচিত্রতা সত্ত্বেও, অতীত যুগের সামাজিক সজ্ঞানতা প্রদর্শন , সঞ্চরিত হত নিশ্চিত সাধারণ রূপে, অথবা শ্রেণী বৈরীতার সার্বিক অদৃশ্যায়ন ব্যতীত সাধারণ ভাবগুলি সম্পূর্ণভাবে অদৃশ্য হতে পারে না ।

The communist revolution is the most radical rupture with traditional relations; no wonder that its development involved the most radical rupture with traditional ideas.

প্রথাগত ভাবগুলির সহিত একদম আমূল বিচ্ছেদ হচ্ছে কমিউনিস্ট বিপ্লব; আশ্চর্য নয় যে ইহার বিকাশ প্রথাগত ভাবগুলির সহিত একদম আমূল বিচ্ছেদে জড়িত।

But let us have done with the bourgeois objections to communism.

কিন্তু কমিউনিজম সম্পর্কে বুর্জোয়া আপত্তি প্রসংগগুলো আমাদেরকে সমাপ্ত করতে দিন।

We have seen above that the first step in the revolution by the working class is to raise the proletariat to the position of ruling class to win the battle of democracy.

আমরা উপরে দেখেছি যে শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক সংঘটিত বিপ্লবে প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে গণতন্ত্রের যুদ্ধে বিজয়ী হতে প্রলেতারিয়েতকে শাসক শ্রেণীর অবস্থায় উন্নীত করা।

The proletariat will use its political supremacy to wrest, by degree, all capital from the bourgeoisie, to centralize all instruments of production in the hands of the state, i.e., of the proletariat organized as the ruling class; and to increase the total productive forces as rapidly as possible.

উৎপাদনের সকল হাতিয়ার রাষ্ট্রের অর্থাৎ শাসক শ্রেণী হিসাবে সংগঠিত প্রলেতারিয়েতের হাতে কেন্দ্রীভূত করতে এবং যতো দ্রুত সম্ভব মোট উৎপাদন শক্তিকে বাড়িয়ে তুলতে বুর্জোয়াদের নিকট হতে সকল পুঁজি ক্রমশ জোর পূর্বক নিয়ে নিতে প্রলেতারিয়েত তার রাজনৈতিক আধিপত্য কাজে লাগাবে।

Of course, in the beginning, this cannot be effected except by means of despotic inroads on the rights of property, and on the conditions of

bourgeois production; by means of measures, therefore, which appear economically insufficient and untenable, but which, in the course of the movement, outstrip themselves, necessitate further inroads upon the old social order, and are unavoidable as a means of entirely revolutionizing the mode of production.

অবশ্যই শুরুতে, সম্পত্তির অধিকার এবং বুর্জোয়া উৎপাদন ব্যবস্থার উপর স্বৈরতান্ত্রিক উপায়ে হামলা ছাড়া ইহা কার্যকরী হতে পারে না; সুতরাং অর্থনৈতিকভাবে অপর্যাপ্ত ও অযৌক্তিক হিসাবে যা দেখা দেয়, কিন্তু আন্দোলনের গতি যাদের পেছনে ফেলে দেয়, আবারো আবশ্যকতা দেখা দেয় পুরোনো সামাজিক শৃংখলার উপর অতর্কিত হামলার এবং উৎপাদন পদ্ধতির সম্পূর্ণত বিপ্লবীকরণের উপায় হিসাবে যা এড়ানো যায় না এমন ব্যবস্থাদি দ্বারা তা করতে হবে।

These measures will, of course, be different in different countries.

বিভিন্ন দেশে অবশ্যই এসব ব্যবস্থাবলী হবে বিভিন্ন।

Nevertheless, in most advanced countries, the following will be pretty generally applicable.

তা সত্ত্বেও, সর্বাধিক অগ্রসর দেশগুলিতে নিম্নোক্তগুলি ভবিষ্যত বিকাশের পক্ষে অনুকূল অবস্থানে সমাসীনভাবে সাধারণত প্রযোজ্য হবে।

1.Abolition of property in land and application of all rents of land to public purposes.

১। ভূ- সম্পত্তির বিলোপসাধন ও ভূমির সকল খাজনা সার্বজনিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার।

2. A heavy progressive or graduated income tax.

২। একটা গুরুভার ক্রমবর্ধমান বা মাত্রাবিভক্তকৃত আয় কর।

3. Abolition of all rights of inheritance.

৩। উত্তরাধিকারের সকল প্রকার অধিকারের বিলোপসাধন।

4. Confiscation of the property of all emigrants and rebels.

৪। সকল দেশত্যাগী ও বিদ্রোহীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ।

5. Centralization of credit in the banks of the state, by means of a national bank with state capital and an exclusive monopoly.

৫। রাষ্ট্রীয় পুঁজি ও অনন্য একচেটিয়া সম্পন্ন একটি জাতীয় ব্যাংক মারফত রাষ্ট্রের ব্যাংকগুলোর মধ্যে ক্রেডিটের কেন্দ্রীভূতকরণ।

6. Centralization of the means of communication and transport in the hands of the state.

৬। পরিবহন ও যোগাযোগের উপায় রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীয়করণ।

7. Extension of factories and instruments of production owned by the state; the bringing into cultivation of waste lands, and the improvement of the soil generally in accordance with a common plan.

৭। একটি সাধারণ পরিকল্পনা অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কারাখানা ও উৎপাদন উপায়ের সম্প্রসারণ; পতিত জমি চাষের আওতায় আনয়ন এবং সাধারণভাবে মাটির উৎকর্ষসাধন করা।

8. Equal obligation of all to work. Establishment of industrial armies, especially for agriculture.

৮। কাজের প্রতি সকলের সমান বাধ্যবাধকতা। শিল্পবাহিনী প্রতিষ্ঠা, বিশেষত কৃষির জন্য ।

9. Combination of agriculture with manufacturing industries; gradual abolition of all the distinction between town and country by a more equable distribution of the populace over the country.

৯। ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের সহিত কৃষির সংযুক্তি; দেশময় লোকসাধারণের অধিকতর সমতামূলক বন্টনের মাধ্যমে গ্রাম-শহরের সকল পার্থক্য ক্রমাবসান।

10. Free education for all children in public schools. Abolition of children's factory labor in its present form. Combination of education with industrial production, etc.

১০। সর্বসাধারণের স্কুলে সকল শিশুর জন্য শিক্ষা।কারখানায় বর্তমান ধরণের শিশু শ্রমের অবসান। শিল্প উৎপাদনের সহিত শিক্ষার মিশ্রণ ইত্যাদি।

When, in the course of development, class distinctions have disappeared, and all production has been concentrated in the hands of a vast association of the whole nation, the public power will lose its political character. Political power, properly so called, is merely the organized power of one class for oppressing another. If the proletariat during its contest with the bourgeoisie is compelled, by the force of circumstances, to organize itself as a class; if, by means of a revolution, it makes itself the ruling class, and, as such, sweeps away by force the old conditions of production, then it will, along with these conditions, have swept away the conditions for the existence of class antagonisms and of classes generally, and will thereby have abolished its own supremacy as a class.

বিকাশের গতিপথে যখন শ্রেণী পার্থক্য অদৃশ্যায়িত, এবং সকল উৎপাদন গোটা জাতির এক বিশাল সমিতির হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে, তখন সার্বজনিক ক্ষমতা তার রাজনৈতিক চরিত্র হারাবে। যথার্থভাবে বলা হলে, রাজনৈতিক ক্ষমতা, হচ্ছে অন্য শ্রেণীকে নিপীড়নের জন্য এক শ্রেণীর নিছক সংগঠিত ক্ষমতা। বুর্জোয়াদের সাথে প্রতিযোগিতার কালে, যদি প্রলেতারিয়েত

পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে বাধ্য হয়ে, নিজেকে একটি শ্রেণী হিসাবে সংগঠিত করে; যদি একটি বিপ্লবের মাধ্যমে, ইহা নিজেকে শাসক শ্রেণীতে পরিণত করে, এবং সেরকম অবস্থায় উৎপাদনের পুরনো অবস্থাকে বলপূর্বক দূরীভূত করে, তখন এই অবস্থার সাথে, শ্রেণী বৈরীতা ও সাধারণত শ্রেণীগুলির বিদ্যমানতার অবস্থাগুলি ইহা দূর করবে, এবং সাধারণভাবে শ্রেণীগুলো এবং তদানুযায়ী একটি শ্রেণী হিসাবে এর নিজের আধিপত্য বিলোপ করবে।

In place of the old bourgeois society, with its classes and class antagonisms, we shall have an association in which the free development of each is the condition for the free development of all.

ইহার শ্রেণীগুলি ও শ্রেণীবৈরীতা সহ পুরনো বুর্জোয়া সমাজের স্থলে আমরা পাবো একটা সমিতি যাতে প্রত্যেকের স্বাধীন বিকাশের শর্ত হচ্ছে সকলের স্বাধীন বিকাশ।

# III SOCIALIST AND COMMUNIST LITERATURE

## ৩– স্যোশালিস্ট ও কমিউনিস্ট সাহিত্য

## 1.REACTIONARY SOCIALISM

### ১। প্রতিক্রিয়াশীল স্যোশালিজম

#### a.Feudal Socialism

#### এ। সামন্ত স্যোসালিজম

Owing to their historical position, it became the vocation of the aristocracies of France and England to write pamphlets against modern bourgeois society. In the French Revolution of July 1830, and in the English reform agitation, these aristocracies again succumbed to the hateful upstart. Thenceforth, a serious political struggle was altogether out of the question. A literary battle alone remained possible. But even in the domain of literature, the old cries of the restoration period had become impossible. [1]

ইংলন্ড ও ফ্রান্সের অভিজাতদের নিজেদের ঐতিহাসিক অবস্থানজনিত কারণে আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের বিরুদ্ধে বাঁধাইহীন পুস্তিকা লিখাটা পেশায় পরিণত হয়। জুলাই, ১৮৩০ এর ফ্রান্স বিপ্লব ও ইংলিশ সংস্কার উত্তেজনায় ঘৃণ্য ভুঁইফোড়দের নিকট এইসব অভিজাতরা বশীভূত হল। এর পর একটা গুরুতর রাজনৈতিক সংগ্রাম করার প্রশ্ন অবান্তর ছিল। সম্ভব রইল কেবলমাত্র একটি সাহিত্যিক যুদ্ধ । কিন্তু, এমনকি সাহিত্যের ক্ষেত্রে, রেস্টোরেশন কালের পুরোনো চিৎকার অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। (১)

In order to arouse sympathy, the aristocracy was obliged to lose sight, apparently, of its own interests, and to formulate its indictment against the bourgeoisie in the interest of the exploited working class alone. Thus,

the aristocracy took their revenge by singing lampoons on their new masters and whispering in his ears sinister prophesies of coming catastrophe.

বিধি মতো সহানুভূতি জাগাতে, অভিজাতরা আপাত দৃষ্টিতে, ইহার নিজের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হয়ে এবং একা শোষিত শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সূত্রায়ন করে । এইভাবে, অভিজাতরা তাদের প্রতিশোধ নিল তাদের নতুন প্রভুদের তীব্র ব্যাংগাত্মক গীত গেয়ে ও তার কানে কানে আসন্ন বিপর্যয়ের অশুভ ভবিষ্যদ্বাণী রটিয়ে।

In this way arose feudal socialism: half lamentation, half lampoon; half an echo of the past, half menace of the future; at times, by its bitter, witty and incisive criticism, striking the bourgeoisie to the very heart's core, but always ludicrous in its effect, through total incapacity to comprehend the march of modern history.

এইভাবে উদিত হল সামন্ত স্যোসালিজম: অর্ধেক বিলাপ, অর্ধেক ব্যাংগ; অর্ধেক অতীতের প্রতিধ্বনি, অর্ধেক ভবিষ্যতের ভীতি প্রদর্শন; সময়ে সময়ে, এদের তিক্ত, চাতুর্যপূর্ণ ও তীক্ষ্ম সমালোচনা, বুর্জোয়াদের মর্মমূলে গিয়ে আঘাত করত, অথচ আধুনিক ইতিহাসের অগ্রগমন উপলব্ধিতে সম্পূর্ণ অক্ষমতায় এসবের মোট ফল হত হাস্যকর।

The aristocracy, in order to rally the people to them, waved the proletarian alms-bag in front for a banner. But the people, so often as it joined them, saw on their hindquarters the old feudal coats of arms, and deserted with loud and irreverent laughter.

তাদের পিছনে জন সমাবেশ ঘটানোর নিয়মে অভিজাততন্ত্র একটা ব্যানারের জন্য সামনে দোলাত প্রলেতারীয় ভিক্ষা ঝুলি।কিন্তু জনগণ মাঝে মাঝে তাদের সাথে যোগদান করেছিল, দেখেছিল তাদের পশ্চাদ্ভাগে পুরনো সামন্ত কোটর্স অব আর্মস এবং শ্রদ্ধাহীন ও অট্টহাসির সহিত পরিত্যাগ করেছে।

One section of the French Legitimists and "Young England" exhibited this spectacle:

এই হাস্যকর প্রদর্শনী প্রদর্শন করেছিল ফ্রান্সের বৈধপন্থীদের এক সেকসন এবং “ ইয়ং ইংলন্ড” ।

In pointing out that their mode of exploitation was different to that of the bourgeoisie, the feudalists forget that they exploited under circumstances and conditions that were quite different and that are now antiquated. In showing that, under their rule, the modern proletariat never existed, they forget that the modern bourgeoisie is the necessary offspring of their own form of society.

বুর্জোয়াদের থেকে তাদের শোষণ পদ্ধতি ভিন্ন ছিল তা দেখাতে গিয়ে, সামন্তরা ভুলে যায় যে, যে অবস্থায় ও পারিপার্শ্বিকতায় তারা শোষণ করেছিল তা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নতর এবং তা এখন সেকেলে। তাদের অধীনে আধুনিক প্রলেতারিয়েত কখনো অস্তিত্বশীল ছিল না, এটা প্রদর্শন করতে গিয়ে তারা ভুলে যায় যে আধুনিক বুর্জোয়ারা হচ্ছে তাদের নিজস্ব ধরণের সমাজের আবশ্যকীয় সন্তান।

For the rest, so little do they conceal the reactionary character of their criticism that their chief accusation against the bourgeois amounts to this: that under the bourgeois regime a class is being developed which is destined to cut up, root and branch, the old order of society.

অন্যসব ব্যাপারে, তারা তাদের সমালোচনার প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র এতোটাই গোপন করে যে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে তাদের প্রধান অভিযোগ দাঁড়ায় এই: বুর্জোয়াদের শাসনে একটা শ্রেণী বিকশিত হচ্ছে যার পূর্ব নির্ধারিত নিয়তি হচ্ছে সমাজের পুরোনো বিধানকে, আগাগোড়া, ছেঁটে ফেলা।

What they upbraid the bourgeoisie with is not so much that it creates a proletariat as that it creates a _revolutionary_ proletariat.

বুর্জোয়াদের প্রতি তাদের তিরস্কার যতো না প্রলেতারিয়েত সৃষ্টির জন্য তার চেয়ে অনেক বেশী হচ্ছে তারা একটি বিপ্লবী প্রলেতারিয়েত সৃষ্টি করছে।

In political practice, therefore, they join in all corrective measures against the working class; and in ordinary life, despite their high falutin' phrases, they stoop to pick up the golden apples dropped from the tree of industry, and to barter truth, love, and honor, for traffic in wool, beetroot-sugar, and potato spirits. [2]

সুতরাং, রাজনৈতিক আচরণে, শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সকল সংশোধনীমূলক ব্যবস্থায় তারা যোগ দেয়; এবং তাদের গালভরা বুলিবাগিশতা সত্ত্বেও, সাধারণ জীবনে শিল্পের গাছ হতে পড়া সোনালী আপেল কুড়াতে তারা ঝুঁকে পড়ে, এবং পশম, বিট-চিনি ও গোল আলুর স্পিরিট(২) পাচারে সত্য, ভালোবাসা ও সন্মান বিনিময় করে।

As the parson has ever gone hand in hand with the landlord, so has clerical socialism with feudal socialism.

ল্যান্ড লর্ডের সহিত হাতে হাত ধরে যেমন চিরকাল যাজক চলেছিল, তেমনই সামন্ত স্যোশালিজমের সহিত চলছে যাজকীয় স্যোশালিজম।

Nothing is easier than to give Christian asceticism a socialist tinge. Has not Christianity declaimed against private property, against marriage, against the state? Has it not preached in the place of these, charity and poverty, celibacy and mortification of the flesh, monastic life and Mother

Church? Christian socialism is but the holy water with which the priest consecrates the heart-burnings of the aristocrat.

খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসব্রতকে সমাজতান্ত্রিক রং দেওয়ার চেয়ে সহজ আর কিছু নাই। ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরুদ্ধে, বিবাহের বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে খ্রিশ্চিয়ানিটি বিষোদগার করে নি ? তদস্থলে ইহা দরিদ্র-সেবা ও দারিদ্রতা, কৌমার্য-ব্রত ও ইন্দ্রের কৃচ্ছ্রসাধন, সন্ন্যাস জীবন ও চার্চ পালিকা প্রচার করে নাই? খ্রিশ্চিয়ান স্যোশালিজম আর কিছুই নয় তা হচ্ছে অভিজাতের অন্তর-দহন পবিত্রকরণে পুরোহিতদের পবিত্র পানি।

## b. Petty-Bourgeois Socialism

## বি. পেটি বুর্জোয়া স্যোশালিজম

The feudal aristocracy was not the only class that was ruined by the bourgeoisie, not the only class whose conditions of existence pined and perished in the atmosphere of modern bourgeois society. The medieval burgesses and the small peasant proprietors were the precursors of the modern bourgeoisie. In those countries which are but little developed, industrially and commercially, these two classes still vegetate side by side with the rising bourgeoisie.

সামন্ত অভিজাততন্ত্র একমাত্র শ্রেণী ছিল না যা বুর্জোয়াদের কর্তৃক ক্ষয় প্রাপ্ত হয়েছে, একমাত্র শ্রেণী নয় যার অস্তিত্বের অবস্থাবলী বুর্জোয়া সমাজের আবহে বিদ্ধ ও নিঃশেষিত হয়েছে। আধুনিক বুর্জোয়াদের অগ্রদূত ছিল মধ্যযুগীয় নাগরিকগণ ও ছোট কৃষক মালিকেরা। শিল্পগতভাবে ও বাণিজ্যিকভাবে স্বল্প বিকশিত দেশসমূহে, উঠতি বুর্জোয়াদের পাশাপাশি এখনো উদ্ভিদের মতো অবস্থান করছে এই দুই শ্রেণী।

In countries where modern civilization has become fully developed, a new class of petty bourgeois has been formed, fluctuating between proletariat and bourgeoisie, and ever renewing itself a supplementary part of bourgeois society. The individual members of this class, however, as being constantly hurled down into the proletariat by the action of competition, and, as Modern Industry develops, they even see the moment approaching when they will completely disappear as an independent section of modern society, to be replaced in manufactures, agriculture and commerce, by overlookers, bailiffs and shopmen.

আধুনিক সভ্যতা পূর্ণ বিকশিত হয়েছে এমন দেশগুলিতে পেটি বুর্জোয়ার একটি নতুন শ্রেণী গঠিত হয়েছে, প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়াদের মধ্যে উঠা-নামা করছে এবং বুর্জোয়া সমাজের একটি সম্পূরক অংশ হিসাবে নিজেকে নিত্য নবায়িত করছে। যাই হোক, প্রতিযোগিতার ক্রিয়ায় এই শ্রেণীর ব্যক্তিক সদস্য নিরন্তর প্রলেতারিয়েতে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে, এবং যতোই আধুনিক শিল্প বিকশিত হয় ততোই তারা এমন মুহূর্ত নিকটবর্তী দেখে যে, তারা আধুনিক সমাজের স্বতন্ত্র সেকশন হিসাবে সম্পূর্ণভাবে অদৃশ্য হবে, শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্যে তদারককারী, গোমস্তা ও দোকান কর্মচারী কর্তৃক প্রতিস্থাপিত হবে।

In countries like France, where the peasants constitute far more than half of the population, it was natural that writers who sided with the proletariat against the bourgeoisie should use, in their criticism of the bourgeois regime, the standard of the peasant and petty bourgeois, and from the standpoint of these intermediate classes, should take up the cudgels for the working class. Thus arose petty-bourgeois socialism. Sismondi was the head of this school, not only in France but also in England.

ফ্রান্সের মতো দেশে যেখানে জনসংখ্যার অর্ধেকের অনেক বেশী কৃষক, এটাই স্বাভাবিক ছিল যে, লেখকদের মধ্যে যারা বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের পক্ষাবলম্বন করেছেন, শ্রমিকদের জন্য মুগুর তুলবেন, তাদের বুর্জোয়া শাসনের সমালোচনায় কৃষক ও পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর মানদন্ড এবং এই আশু শ্রেণীসমূহের দৃষ্টিভংগি ব্যবহার করবেন। এইভাবে পেটি বুর্জোয়া স্যোশালিজম আভির্ভূত হল। কেবল ফ্রান্সে নয়, ইংলন্ডেও এই স্কুলের প্রধান ছিল সিসমন্ডি।

This school of socialism dissected with great acuteness the contradictions in the conditions of modern production. It laid bare the hypocritical apologies of economists. It proved, incontrovertibly, the disastrous effects of machinery and division of labor; the concentration of capital and land in a few hands; overproduction and crises; it pointed out the inevitable ruin of the petty bourgeois and peasant, the misery of the proletariat, the anarchy in production, the crying inequalities in the distribution of wealth, the industrial war of extermination between nations, the dissolution of old moral bonds, of the old family relations, of the old nationalities.

আধুনিক উৎপাদনের অবস্থাবলীতে পরস্পর বিরোধীতাসমূহ খুবই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মতায় বিশ্লেষণ করে সত্যাসত্য যাচাই করেছিল স্যোশালিজমের এই স্কুলটি। এরা অর্থনীতিবিদদের ভন্ডামিপূর্ণ দু:খজ্ঞাপক কথার স্বরূপ উন্মোচিত করেছিল। অখন্ডনীয়ভাবে, এরা প্রমাণ করেছিল, মেশিনারী ও শ্রমের বিভাজনের বিপর্যয়কর ফলাফল, গুটি কয়েকজনের হাতে পুঁজি ও ভূমির কেন্দ্রীভবন; অতি উৎপাদন ও সংকট; এরা চিহ্নিত করেছিল পেটি বুর্জোয়া ও কৃষকের অনিবার্য ধ্বংস, প্রলেতারিয়েতের দুর্দশা, উৎপাদনে বিশৃংখলা, সম্পদ বন্টনে তীব্র অসমতা,

জাতিগুলোর মধ্যে সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধনের শিল্প যুদ্ধ, পুরোনো নৈতিক বন্ধনের, পুরোনো পারিবারিক সম্পর্কের, পুরোনো জাতীয়তার অবসান।

In it positive aims, however, this form of socialism aspires either to restoring the old means of production and of exchange, and with them the old property relations, and the old society, or to cramping the modern means of production and of exchange within the framework of the old property relations that have been, and were bound to be, exploded by those means. In either case, it is both reactionary and Utopian.

যতোই, ইহাতে ইতিবাচক লক্ষ্য থাকুক, স্যোশালিজমের এই রপটি কামনা করে হয়তো পুরনো সম্পত্তি সম্পর্কাদি সমেত তাদের উৎপাদন ও বিনিময়ের পুরনো উপায়গুলি এবং পুরনো সমাজ ফিরিয়ে আনতে, অথবা, যেসব উপায়ের দ্বারা পুরনো উৎপাদন সর্ম্পর্ক পরিত্যাক্ত হতে বাধ্য হয়েছিল এবং তা হতে হবে সেই কাঠামোর মধ্যে আধুনিক উৎপাদন ও বিনিময়ের উপায়সমূহকে আবদ্ধ করতে। এই দুয়ের যে কোনো একটি ক্ষেত্রে ইহা প্রতিক্রিয়াশীল ও কাল্পনিক উভয়ই।

Its last words are: corporate guilds for manufacture; patriarchal relations in agriculture.

ইহার শেষ কথা হল: উৎপাদকদের জন্য সংঘবদ্ধ গিলড্; কৃষিতে পিতৃতান্ত্রিক সম্পর্ক।

Ultimately, when stubborn historical facts had dispersed all intoxicating effects of self-deception, this form of socialism ended in a miserable hangover.

শেষ পর্যন্ত, স্বয়ং প্রবঞ্চনার ফলশ্রুতির সকল উন্মত্ততা যখন একগুঁয়ে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ছত্রভংগ করেছিল, তখন স্যোশালিজমের এই রূপ সমাপ্ত হয়েছিল এক দুদর্শাগ্রস্ত বাসি বিষয়ে।

## C. German or "True" Socialism

## সি. জার্মান অথবা “ সত্য” স্যোশালিজম

The socialist and communist literature of France, a literature that originated under the pressure of a bourgeoisie in power, and that was the expressions of the struggle against this power, was introduced into Germany at a time when the bourgeoisie in that country had just begun its contest with feudal absolutism.

ফ্রান্সের স্যোশালিষ্ট ও কমিউনিস্ট সাহিত্য, একটি সাহিত্য যা উত্থিত হয়েছিল ক্ষমতাসীন বুর্জোয়াদের চাপে, এবং যা ছিল ক্ষমতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রকাশ, এমন একটা সময়ে জার্মানীতে প্রবিষ্ট হল যখন ঐ দেশের বুর্জোয়ারা সামন্ত স্বৈরতন্ত্রের সহিত তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করেছিল।

German philosophers, would-be philosophers, and beaux esprits (men of letters), eagerly seized on this literature, only forgetting that when these writings immigrated from France into Germany, French social conditions had not immigrated along with them. In contact with German social conditions, this French literature lost all its immediate practical significance and assumed a purely literary aspect. Thus, to the German philosophers of the eighteenth century, the demands of the first French Revolution were nothing more than the demands of "Practical Reason" in general, and the utterance of the will of the revolutionary French bourgeoisie signified, in their eyes, the laws of pure will, of will as it was bound to be, of true human will generally.

জার্মান দার্শনিক, হবু দার্শনিকেরা, এবং সৌখিন ত্যাগস্বীকারকারীরা ((men of letters), এই সাহিত্যে আগ্রহের সাথে অধিকৃত হল, শুধু ভুলে গেল যে যখন এই সকল লেখাগুলো ফ্রান্স হতে জার্মানীতে অভিবাসিত হয়েছিল তখন তার সাথে ফরাসীর সামাজিক অবস্থাবলী অভিবাসিত হয়নি। জার্মান সামাজিক অবস্থার সংস্পর্শে এসে এই ফরাসী সাহিত্য তার সকল আশু প্রায়োগিক গুরুত্ব হারালো, এবং খাঁটি সাহিত্যের রূপ পরিগ্রহ করল।এইভাবে, অষ্টাদশ শতাব্দির দার্শনিকদের নিকট প্রথম ফরাসি বিপ্লবের দাবীগুলো, সাধারণত " ব্যবহারিক কারণের" দাবী অপেক্ষা বেশী কিছু ছিল না, এবং মোদ্দা কথায় তাদের চোখে ফ্রান্সের বিপ্লবী বুর্জোয়াদের ইচ্ছার অভিব্যক্তি গুরুত্বারোপিত হল খাঁটি ইচ্ছার আইন, ইচ্ছা ইহা যেমন হতে বাধ্য, সাধারণভাবে খাঁটি মানবিক ইচ্ছা।

The work of the German literati consisted solely in bringing the new French ideas into harmony with their ancient philosophical conscience, or rather, in annexing the French ideas without deserting their own philosophic point of view.

জার্মান বর্ণ পরিচয় সম্পন্ন সমাজের কাজ গঠিত হয়েছে শুধু নতুন ফরাসী ভাবাদর্শ আনয়ন করে তাদের পুরোনো দার্শনিক চেতনার সহিত খাপ খাওয়ানো, অথবা তাদের নিজস্ব দার্শনিক দৃষ্টিভংগি পরিত্যাগ না করে খানিকটা সংযোজন সাধন ।

This annexation took place in the same way in which a foreign language is appropriated, namely, by translation.

অনুবাদের নামে একটি বিদেশী ভাষা যেভাবে আত্মসাৎ করা হয় একইভাবে এই সংমিশ্রণ স্থান করে নিয়েছিল।

It is well known how the monks wrote silly lives of Catholic saints _over_ the manuscripts on which the classical works of ancient heathendom had been written. The German literati reversed this process with the profane French literature. They wrote their philosophical nonsense beneath the French original. For instance, beneath the French criticism of the economic functions of money, they wrote "alienation of

humanity", and beneath the French criticism of the bourgeois state they wrote "dethronement of the category of the general", and so forth.

প্রধান ধর্মগুলির বাইরের প্রাচীন পুঁথিগুলির ক্লাসিক্যাল কাজের উপর আশ্রমবাসী সন্ন্যাসীরা কিভাবে ক্যাথলিক সন্তদের বোকা জীবনী লিখত তা সুবিদিত। ফরাসী সাহিত্যের অবমাননায় জার্মান বর্ণ পরিচয় সম্পন্ন সমাজ এই প্রক্রিয়া সংরক্ষণ করেছিল। তারা লিখেছিল তাদের দর্শন ভিত্তিক বাজে কথা যার অন্তরালে ছিল আদি ফরাসী । উদাহরণস্বরূপ, মুদ্রার অর্থনৈতিক কার্যাবলীর ফরাসী সমালোচনার অন্তরালে তারা লিখেছিল " মানবতার বিচ্ছিন্নতা", এবং বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ফরাসী সমালোচনার অন্তরালে তারা লিখলো– " জেনারেলদের অন্তর্গতদের সিংহাসনচ্যুতি" , এবং ইত্যাকার।

The introduction of these philosophical phrases at the back of the French historical criticisms, they dubbed "Philosophy of Action", "True Socialism", "German Science of Socialism", "Philosophical Foundation of Socialism", and so on.

ফরাসী ঐতিহাসিক সমালোচনার পিঠে এই সকল দার্শনিক বুলির অবতারণা করে তারা " দর্শনের ক্রিয়া," " সত্য সমাজতন্ত্র," " জার্মান সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান," "সমাজতন্ত্রের দার্শনিক ভিত্তি," এবং এমন সব উপনামে অভিহিত করে।

The French socialist and communist literature was thus completely emasculated. And, since it ceased, in the hands of the German, to express the struggle of one class with the other, he felt conscious of having overcome "French one-sidedness" and of representing, not true requirements, but the requirements of truth; not the interests of the proletariat, but the interests of human nature, of man in general, who belongs to no class, has no reality, who exists only in the misty realm of philosophical fantasy.

ফরাসী স্যোশালিষ্ট ও কমিউনিস্ট সাহিত্যকে এইভাবে পুরোপুরিভাবে খোজায় পরিণত করা হলো । এবং জার্মানদের হাতে এই সাহিত্য, এক শ্রেণীর সহিত অন্য শ্রেণীর সংগ্রাম প্রকাশে বিরত হওয়ার পর থেকে তাদের সজ্ঞানতা অনুভূত হলো " ফরাসী একদেশদর্শিতা" পরাভূত হয়েছে এবং সত্যকার প্রয়োজন নয় বরং সত্যের প্রয়োজনীয়তা প্রতিনিধিত্ব হচ্ছে; প্রলেতারিয়েতের স্বার্থ নয়, বরং মানব প্রকৃতির স্বার্থ, সাধারণভাবে মানুষের, যে কোনো শ্রেণীতে অবস্থান করে না, যার কোনো বাস্তবতা নাই, যে কেবলমাত্র দার্শনিক অলীক কল্পনার কুয়াশাচ্ছন্ন জগতে অস্তিত্বমান।

This German socialism, which took its schoolboy task so seriously and solemnly, and extolled its poor stock-in-trade in such a mountebank fashion, meanwhile gradually lost its pedantic innocence.

এই জার্মান স্যোশালিজম তার স্কুল পড়ুয়ার কাজ খুবই গুরুতররূপে ও গম্ভীরভাবে নিল এবং এমন ধাপ্পাবাজি ঢংয়ে তার স্বল্প মজুত বাণিজ্যে প্রশংসা করল, যে কালে ইহা তার নির্দোষ পন্ডিতি মনোভাব ক্রমেই হারাল।

The fight of the Germans, and especially of the Prussian bourgeoisie, against feudal aristocracy and absolute monarchy, in other words, the liberal movement, became more earnest.

জার্মানদের যুদ্ধ, এবং বিশেষত প্রুশিয়ান বুর্জোয়াদের সামন্ত অভিজাততন্ত্র ও চরম রাজতন্ত্র বিরোধী, অন্য কথায় উদার আন্দোলন আরো ব্যগ্র হয়েছিল।

By this, the long-wished for opportunity was offered to "True" Socialism of confronting the political movement with the socialistic demands, of hurling the traditional anathemas against liberalism, against representative government, against bourgeois competition, bourgeois freedom of the press, bourgeois legislation, bourgeois liberty and equality, and of preaching to the masses that they had nothing to gain, and everything to lose, by this bourgeois movement. German socialism forgot, in the nick of time, that the French criticism, whose silly echo it was, presupposed the existence of modern bourgeois society, with its corresponding economic conditions of existence, and the political constitution adapted thereto, the very things whose attainment was the object of the pending struggle in Germany.

এর দ্বারা সমাজতান্ত্রিক দাবী দ্বারা রাজনৈতিক আন্দোলনকে সাংঘর্ষিকমূলক বিরোধীতা করার বহুল বাঞ্চিত সুযোগ " সত্য" সমাজতন্ত্রের দেখা দিল, উদারতাবাদের বিরুদ্ধে সনাতনী অভিশাপ সজোরে নিক্ষেপ করার, প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের বিপক্ষে, বুর্জোয়া প্রতিযোগিতা, প্রেসের বুর্জোয়া স্বাধীনতা, বুর্জোয়া আইন, বুর্জোয়া স্বাধীনতা ও সমতার বিপক্ষে, এবং এই বুর্জোয়া আন্দোলনে সব কিছু হারানো ছাড়া কিছুই অর্জন করার নাই মর্মে জনসাধারণকে উপদেশ দেওয়ার। জার্মান স্যোশালিজম সন্ধিক্ষণে ভুলে গেল যে, যে ফরাসী সমালোচনার নির্বোধ প্রতিধ্বনি এগুলি ছিল, তার পূর্ব শর্ত স্বরূপ আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের বিদ্যমানতা, তার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থনৈতিক অবস্থাবলীর বিদ্যমানতা, এবং তৎসংগে অভিযোজিত রাজনৈতিক সংবিধান, জার্মানীতে মুলতবিকৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল এ সমস্ত বিষয়গুলো প্রাপ্তি।

To the absolute governments, with their following of parsons, professors, country squires, and officials, it served as a welcome scarecrow against the threatening bourgeoisie.

যাজক, অধ্যাপক, গ্রামাঞ্চলের প্রধান ভূমি মালিক, ও আধিকারিক, প্রভৃতি অনুগামী সহ চরম কর্তৃত্বের সরকারগুলো ভীতি প্রদর্শনকারী বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে তা সাদরে অভ্যর্থিত কাকাতাড়ুয়া হিসাবে কাজে লাগল।

It was a sweet finish, after the bitter pills of flogging and bullets, with which these same governments, just at that time, dosed the German working-class risings.

এই একই সরকারগুলি জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর জাগরণের কালে নির্দয় প্রহার করা ও বুলেটের তিক্ত বড়ির ডোজ দেওয়ার পরে ঠিক ঐ সময়ে, ইহার একটা মিষ্ট সমাপ্তি হল।

While this "True" Socialism thus served the government as a weapon for fighting the German bourgeoisie, it, at the same time, directly represented a reactionary interest, the interest of German philistines. In Germany, the petty-bourgeois class, a relic of the sixteenth century, and since then constantly cropping up again under the various forms, is the real social basis of the existing state of things.

জার্মান বুর্জোয়াদের সহিত যুদ্ধের জন্য একটা অস্ত্র হিসাবে যখন এইভাবে " সত্য" স্যোশালিজম সরকারের সেবা করল, একই সময়ে ইহা জার্মান ফিলিস্টিনিক স্বার্থ , প্রত্যক্ষভাবে প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থ প্রতিনিধিত্ব করল। জার্মানিতে, প্রচলিত অবস্থার প্রকৃত সামাজিক ভিত্তি ছিল পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণী, ষোলো শতকের এই ভগ্নাবশেষটি, তখন হতে আবার নানান রূপে অবিরাম মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে।

To preserve this class is to preserve the existing state of things in Germany. The industrial and political supremacy of the bourgeoisie threatens it with certain destruction -- on the one hand, from the concentration of capital; on the other, from the rise of a revolutionary proletariat. "True" Socialism appeared to kill these two birds with one stone. It spread like an epidemic.

এই শ্রেণীকে সংরক্ষণ করা মানে জার্মানীতে বিদ্যমান অবস্থাকে সংরক্ষণ করা। বুর্জোয়াদের শিল্পগত ও রাজনৈতিক আধিপত্য এদের নিশ্চিত ধ্বংসের হুমকিস্বরূপ- এক দিকে, পুঁজির কেন্দ্রীকরণে, অন্যদিকে, বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের অগ্রগতিতে। এই দুই পাখি এক ঢিলে হত্যা করার জন্য " সত্য" স্যোশালিজম আবির্ভূত হয়েছিল। ইহা মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়লো।

The robe of speculative cobwebs, embroidered with flowers of rhetoric, steeped in the dew of sickly sentiment, this transcendental robe in which the German Socialists wrapped their sorry "eternal truths", all skin and bone, served to wonderfully increase the sale of their goods amongst such a public. And on its part German socialism recognized, more and more, its own calling as the bombastic representative of the petty-bourgeois philistine.

এক ধরণের লোকসমাজের মধ্যে তাদের মালামালের বিক্রি বিস্ময়করভাবে বৃদ্ধি করতে জার্মান স্যোশালিস্টরা তাদের করুণ " চিরন্তন সত্য" , সকল চর্ম ও হাড় মুড়ে নিল অলৌকিক গাউনে, ফটকাবাজির মাকড়সার জালের এই গাউনটি, অলংকারের ফুল দ্বারা নকশিকৃত, রুগ্ন ভাববিলাসিতার শিশিরে ভেজানো। এবং তার নিজের আহবান- অসভ্য পেটি বুর্জোয়ার আড়ম্বরপূর্ণ প্রতিনিধিত্বের মতো নিজের থেকেই জার্মান স্যোশালিজম তা অধিক হতে অধিকতরভাবে কবুল করল।

It proclaimed the German nation to be the model nation, and the German petty philistine to be the typical man. To every villainous meanness of this model man, it gave a hidden, higher, socialistic interpretation, the exact contrary of its real character. It went to the extreme length of directly opposing the "brutally destructive" tendency of communism, and of proclaiming its supreme and impartial contempt of all class struggles. With very few exceptions, all the so-called socialist and communist publications that now (1847) circulate in Germany belong to the domain of this foul and enervating literature. [3]

এরা ঘোষণা করলো, জার্মান জাতি হবে মডেল জাতি, এবং জার্মান পেটি অসভ্যরা হবে আদর্শ মানুষ। তার প্রকৃত চরিত্রের ঠিক বিপরীতে এই সকল মডেল মানুষদের প্রতিটি দুর্বৃত্তোচিত নীচুতার এরা একটা গুপ্ত, উচ্চতর স্যোশালিস্টিক ভাষ্য দিল। কমিউনিজমের " নৃশংসভাবে ধ্বংসাত্মক" প্রবণতা সরাসরি বিরোধীতা এবং সকল শ্রেণী সংগ্রামের প্রতি ইহার পরম ও পক্ষপাতহীন ঘৃণা ঘোষণা করে এরা চরম অবস্থানে পৌঁছেছিল। যতকিঞ্চিত ব্যতিক্রম বাদে তথাকথিত স্যোশালিস্ট ও কমিউনিস্ট প্রকাশনা যা এখন (১৮৪৭) জার্মানীতে ছড়াচ্ছে তা সকলই অকথ্য ও শারীরিক-মানসিকভাবে দুর্বল করার সাহিত্য জগতের। (৩)

## 2.CONSERVATIVE OR BOURGEOIS SOCIALISM

## ২। রক্ষণশীল অথবা বুর্জোয়া স্যোশালিজম

A part of the bourgeoisie is desirous of redressing social grievances in order to secure the continued existence of bourgeois society.

বুর্জোয়া সমাজের চলমান বিদ্যমানতা নিরাপদ করতে বুর্জোয়াদের একটা অংশ সমাজ পরিচালন পদ্ধতি পুন:সজ্জিতকরণে ইচ্ছুক।

To this section belong economists, philanthropists, humanitarians, improvers of the condition of the working class, organizers of charity, members of societies for the prevention of cruelty to animals, temperance fanatics, hole-and-corner reformers of every

imaginable kind. This form of socialism has, moreover, been worked out into complete systems.

এই সেকসনে আছে- অর্থনীতিবিদ, জনহিতৈসী ব্যক্তিগণ, মানবতাবাদী, শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার উন্নতি বিধানকারী, দরিদ্র সেবা সংগঠক, পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণের সংস্থাগুলোর সদস্য, মদ্যপান বর্জনের পক্ষপাতী গোঁড়ারা, আনাচে-কানাচে প্রত্যেক কল্পনীয় প্রকারের সংস্কারকগণ। স্যোশালিজমের এই রূপটি তদুপরি কার্যকৃত হয়েছিল পূর্ণাংগ পদ্ধতিতে।

We may cite Proudhon's **Philosophy of Poverty** as an example of this form.

এই রূপের উদাহারণস্বরূপ আমরা উল্লেখ করতে পারি প্রুধোঁর **দারিদ্র্যের দর্শন**।

The socialistic bourgeois want all the advantages of modern social conditions without the struggles and dangers necessarily resulting therefrom. They desire the existing state of society, minus its revolutionary and disintegrating elements. They wish for a bourgeoisie without a proletariat. The bourgeoisie naturally conceives the world in which it is supreme to be the best; and bourgeois socialism develops this comfortable conception into various more or less complete systems. In requiring the proletariat to carry out such a system, and thereby to march straightaway into the social New Jerusalem, it but requires in reality that the proletariat should remain within the bounds of existing society, but should cast away all its hateful ideas concerning the bourgeoisie.

সমাজতান্ত্রিক বুর্জোয়ারা আধুনিক সামাজিক অবস্থার সকল সুবিধাদি চায়, আবিশ্যম্ভাবীভাবে তৎপ্রসূত বিপদ ও সংগ্রাম ছাড়া। তাদের কামনা ইহার বিপ্লবী ও খন্ড-বিখন্ড হওয়ার উপাদানগুলো বাদ দিয়ে সমাজের বিদ্যমান অবস্থাটা বজায় রাখা। তাদের ইচ্ছা প্রলেতারীয়বিহীন বুর্জোয়া। স্বাভাবিকভাবে বুর্জোয়ারা ধারণা করে সে দুনিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ হবে যেখানে এরা সর্ব প্রধান; এবং বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র -এই আয়েশি ধারণার কম-বেশ একটা সম্পূর্ণ পদ্ধতিতে বিকাশ সাধন করে। প্রলেতারিয়েত এমন একটা পদ্ধতি কার্যকর করণে, প্রয়োজনে এবং তদানুযায়ী অবিলম্বে সামাজিক নতুন জেরুজালেমে এগিয়ে যাক, কিন্তু বস্তুত ইহা আবশ্যক যে বিদ্যমান সমাজের চৌহদ্দির মধ্যেই প্রলেতারিয়েত থাকুক , তবে অবশ্যই বুর্জোয়াদের সম্পর্কে সকল ঘৃণ্য মতামত বিসর্জন দিক।

A second, and more practical, but less systematic, form of this socialism sought to depreciate every revolutionary movement in the eyes of the working class by showing that no mere political reform, but only a change in the material conditions of existence, in economical relations,

could be of any advantage to them. By changes in the material conditions of existence, this form of socialism, however, by no means understands abolition of the bourgeois relations of production, an abolition that can be affected only by a revolution, but administrative reforms, based on the continued existence of these relations; reforms, therefore, that in no respect affect the relations between capital and labor, but, at the best, lessen the cost, and simplify the administrative work of bourgeois government.

একটি সেকেন্ড, এবং ততোধিক ব্যবহারিক তবে অপেক্ষাকৃত স্বল্প প্রণালীবদ্ধ রূপের এই সমাজতন্ত্র – নিছক কোনো রাজনৈতিক সংস্কার নয়, তবে কেবলমাত্র অস্তিত্বের বস্তুগত অবস্থার, আর্থিক সম্পর্কের কিঞ্চিত পরিবর্তন তাদের জন্য যেকোনো সুযোগ হতে পারে , শ্রমিক শ্রেণীর চোখে এসব দেখিয়ে প্রতিটি বিপ্লবী আন্দোলনকে হেয় প্রতিপন্ন করে। অস্তিত্বের বস্তুগত অবস্থার পরিবর্তন দ্বারা এই ধরণের সমাজতন্ত্র– বুর্জোয়া উৎপাদন সম্পর্কের বিলোপ সাধন যা প্রভাবিত হতে পারে কেবলমাত্র একটা বিপ্লবের মাধ্যমে, তা কোনোভাবেই বুঝায় না, কিন্তু চলমান অস্তিত্ব ভিত্তিক সম্পর্কগুলোর প্রশাসনিক সংস্কার; সে কারণে, সংস্কার, যা পুঁজি ও শ্রমের মধ্যকার সম্পর্কে প্রভাব বিস্তার করে না, সর্বোচ্চ ব্যয় হ্রাস করে, এবং বুর্জোয়া সরকারের প্রশাসনিক কাজকে সরল করে।

Bourgeois socialism attains adequate expression when, and only when, it becomes a mere figure of speech.

বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র কেবলমাত্র যথেষ্টমাত্রায় অভিব্যক্তি লাভ করে যখন এবং কেবলমাত্র যখন তা নিছক বক্তৃতার বাক্যালংকারে পরিণত হয়েছিল।

Free trade: for the benefit of the working class. Protective duties: for the benefit of the working class. Prison reform: for the benefit of the working class. This is the last word and the only seriously meant word of bourgeois socialism.

অবাধ বাণিজ্য: শ্রমিক শ্রেণীর উপকারের জন্য । সংরক্ষণমূলক শুল্ক: শ্রমিক শ্রেণীর উপকারের জন্য। কারা সংস্কার: শ্রমিক শ্রেণীর উপকারের জন্য। বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রের এই হচ্ছে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ কথা ও শেষ কথা।

It is summed up in the phrase: the bourgeois is a bourgeois -- for the benefit of the working class.

বাক্য বিশেষে সংক্ষিপ্তভাবে ইহা এই: শ্রমিক শ্রেণীর উপকারের জন্য –বুর্জোয়ারা হচ্ছে বুর্জোয়া।

## 3.CRITICAL-UTOPIAN SOCIALISM AND COMMUNISM

৩।সমালোচনামূলক- কাল্পনিক স্যোশালিজম ও কমিউনিজম

We do not here refer to that literature which, in every great modern revolution, has always given voice to the demands of the proletariat, such as the writings of Babeuf [4] and others.

আমরা এখানে ঐ সাহিত্যের উল্লেখ করছি না যা, প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক বিপ্লবে, সর্বদাই প্রলেতারিয়েতের দাবীর ভাষা প্রদান করেছে, যেমন বাবুয়েফ (৪) এবং অন্যান্যদের লেখা।

The first direct attempts of the proletariat to attain its own ends, made in times of universal excitement, when feudal society was being overthrown, necessarily failed, owing to the then undeveloped state of the proletariat, as well as to the absence of the economic conditions for its emancipation, conditions that had yet to be produced, and could be produced by the impending bourgeois epoch alone. The revolutionary literature that accompanied these first movements of the proletariat had necessarily a reactionary character. It inculcated universal asceticism and social levelling in its crudest form.

যখন সামন্ত সমাজ উচ্ছেদ হচ্ছিল, সর্বজনীন উত্তেজনার সেই সময়ে প্রলেতারিয়েত তার সমাপ্তি ঘটানোর প্রথম প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টাগুলো নিয়েছিল, অবশ্যম্ভাবীরূপে তা ব্যর্থ হয়েছিল, কারণ প্রলেতারিয়েতের তখনকার অবিকশিত অবস্থা, একইভাবে তার মুক্তির অর্থনৈতিক অবস্থার অনুপস্থিতি, যে অবস্থা তখনো উৎপন্ন হচ্ছিল, এবং উৎপন্ন হতে পারতো আসন্ন শুধু একা বুর্জোয়া যুগ দ্বারা। প্রলেতারিয়েতের এসকল প্রথম আন্দোলনগুলির সহযোগী বিপ্লবী সাহিত্য ছিল অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রের। এটি নিবিষ্ট ছিল সর্বজনীন কৃচ্ছসাধন ও সামাজিক সমতলত্বকরণ ছিল ইহার স্থূলতম রূপ।

The socialist and communist systems, properly so called, those of Saint-Simon [5], Fourier [6], Owen [7], and others, spring into existence in the early undeveloped period, described above, of the struggle between proletariat and bourgeoisie (see Section 1. Bourgeois and Proletarians).

উপরে বর্ণিত প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার মধ্যকার সংগ্রাম ( দেখুন সেকসন ১, বুর্জোয়া এবং প্রলেতারিয়েত) এর প্রারম্ভিক অবিকাশকালীন কালে সেইন্ট-সিমোন (৫), ফুরিয়ার ( ৬) , ওয়েন (৭) এবং অন্যেরা বিদ্যমানতার মধ্যে নিয়ে আসে যথার্থভাবে তথাকথিত স্যোশালিষ্ট ও কমিউনিস্ট পদ্ধতিসমূহ।

The founders of these systems see, indeed, the class antagonisms, as well as the action of the decomposing elements in the prevailing form of society. But the proletariat, as yet in its infancy, offers to them the spectacle of a class without any historical initiative or any independent political movement.

এই সকল পদ্ধতিগুলোর প্রতিষ্ঠাতারা, সমাজের বিরাজমান রূপের মধ্যে দেখে বস্তুত –শ্রেণী বিরোধীতা, একইভাবে পচনের উপাদানের ক্রিয়াশীলতা। প্রলেতারিয়েত তখনো ইহার শৈশবে , কিন্তু কোনো ঐতিহাসিক প্রথম পদক্ষেপ অথবা কোনো স্বাধীন রাজনৈতিক আন্দোলন ছাড়া তাদের নিকট প্রস্তাব করে একটি শ্রেণীর জাঁকজমকপূর্ণ অবস্থা।

Since the development of class antagonism keeps even pace with the development of industry, the economic situation, as they find it, does not as yet offer to them the material conditions for the emancipation of the proletariat. They therefore search after a new social science, after new social laws, that are to create these conditions.

শ্রেণী বিরোধীতার বিকাশ কাল হতে , এমন কি শিল্পের অগ্রগতিতে, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, যেমন তারা দেখল, তা তাদেরকে তখনো প্রলেতারিয়েতের মুক্তির বস্তুগত শর্তাবলী উপস্থাপন করেনি। সুতরাং, তারা অন্বেষণ করল একটা নতুন সমাজ বিজ্ঞান, নতুন আইন, যা পরবর্তীকালে এই সকল শর্তাবলী সৃষ্টি করতে পারে।

Historical action is to yield to their personal inventive action; historically created conditions of emancipation to fantastic ones; and the gradual, spontaneous class organization of the proletariat to an organization of society especially contrived by these inventors. Future history resolves itself, in their eyes, into the propaganda and the practical carrying out of their social plans.

তাদের ব্যক্তিগত উদ্ভাবনী ক্রিয়ার নিকট ঐতিহাসিক ক্রিয়া ; কল্পনাবিলাসীর নিকট মুক্তির ঐতিহাসিকভাবে সৃষ্ট শর্তাদি; এবং বিশেষভাবে এই সকল উদ্ভাবকদের আবিষ্কৃত সমাজের একটি সংগঠনের নিকট প্রলেতারিয়েতের ক্রমান্বয়িক , স্বত:স্ফূর্ত শ্রেণী সংগঠন অবনত হল। তাদের চোখে, তাদের সামাজিক পরিকল্পনার রটনায় ও ব্যবহারিকতায় ভবিষ্যত ইতিহাস নিজেই স্থিরীকৃত।

In the formation of their plans, they are conscious of caring chiefly for the interests of the working class, as being the most suffering class. Only from the point of view of being the most suffering class does the proletariat exist for them.

তাদের পরিকল্পনা সৃজনকালে, তারা সচেতন ছিল প্রধানত সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রেণী হিসাবে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের জন্য। কেবলমাত্র সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত শ্রেণীর দৃষ্টিতে তাদের জন্য অস্তিত্বমান আছে প্রলেতারিয়েত।

The undeveloped state of the class struggle, as well as their own surroundings, causes Socialists of this kind to consider themselves far superior to all class antagonisms. They want to improve the condition of every member of society, even that of the most favored. Hence, they habitually appeal to society at large, without the distinction of class; nay,

by preference, to the ruling class. For how can people when once they understand their system, fail to see in it the best possible plan of the best possible state of society?

অপরিণত শ্রেণী সংগ্রামের অবস্থা, একইভাবে তাদের নিজস্ব পারিপার্শ্বিকতা, এই ধরণের সমাজতন্ত্রীরা নিজেদেরকে সকল শ্রেণী বিরোধীতার অনেক উর্ধ্বে বলে বিবেচনা করার কারণ ছিল। তারা চান সমাজের প্রত্যেক সদস্যের, এমন কি সর্বাধিক সুবিধাভোগীর অবস্থার উন্নতি সাধন করতে। অত:পর, শ্রেণী পার্থক্য ছাড়া তারা অভ্যাসগতভাবে, আবেদন জানান বৃহত্তর সমাজের নিকট, অধিকন্তু, শাসক শ্রেণীর প্রতি অধিক অনুরাগ দেখিয়ে। যখন একবার তাদের পদ্ধতি জনগণ বুঝতে পারতো তখন কি করে তারা ইহার মধ্যে দেখতে ব্যর্থ হত সমাজের সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ অবস্থার সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনা ?

Hence, they reject all political, and especially all revolutionary action; they wish to attain their ends by peaceful means, necessarily doomed to failure, and by the force of example, to pave the way for the new social gospel.

অত:পর, সকল রাজনৈতিক , ও বিশেষভাবে সকল বৈপ্লবিক ক্রিয়া তারা প্রত্যখ্যান করল; তারা ইচ্ছা করে শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাদের সাফল্য অর্জনে, অবশ্যম্ভাবী ব্যর্থতা, এবং বল প্রয়োগের দৃষ্টান্ত, নতুন সামাজিক নীতিমালার জন্য পথ দেখাতে সাহায্য করবে।

Such fantastic pictures of future society, painted at a time when the proletariat is still in a very undeveloped state and has but a fantastic conception of its own position, correspond with the first instinctive yearnings of that class for a general reconstruction of society.

ভবিষ্যত সমাজের এমন উদ্ভট ছবি এমন সময়ে চিত্রিত করা হল যখন প্রলেতারিয়েত তখনো খুবই অবিকশিত অবস্থায়, এবং নিজের অবস্থান সম্পর্কে এদের আছে একটা উদ্ভট ধারণা– সমাজের একটা সাধারণ পুনর্গঠনের জন্য ঐ শ্রেণীর প্রথম সহজাত আকাংখার সাথে তা সংগতিপূর্ণ ।

But these socialist and communist publications contain also a critical element. They attack every principle of existing society. Hence, they are full of the most valuable materials for the enlightenment of the working class. The practical measures proposed in them -- such as the abolition of the distinction between town and country, of the family, of the carrying on of industries for the account of private individuals, and of the wage system, the proclamation of social harmony, the conversion of the function of the state into a more superintendence of production -- all these proposals point solely to the disappearance of class antagonisms which were, at that time, only just cropping up, and which, in these publications, are recognized in their earliest indistinct and undefined forms only. These proposals, therefore, are of a purely utopian character.

কিন্তু, এসকল সোশালিস্ট ও কমিউনিস্ট প্রকাশনাসমূহ সমালোচনামূলক উপাদানও ধারণ করে। বিদ্যমান সমাজের প্রতিটি নীতিকে এরা আক্রমণ করে। অত:পর, শ্রমিক শ্রেণীর জ্ঞান লাভে খুবই মূল্যবান বস্তুতে তা পরিপূর্ণ। এসবের মধ্যে প্রস্তাবিত ব্যবহারিক ব্যবস্থা– যেমন শহর ও গ্রামের মধ্যেকার পার্থক্য, পরিবারের, ব্যক্তির ব্যক্তিক লাভের জন্য শিল্প চালনা এবং মজুরি পদ্ধতির বিলোপ সাধন, সামাজিক সম্প্রীতির ঘোষণা, উৎপাদনের উপর অধিকতর তত্ত্বাবধানের নিমিত্তে রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীর রূপান্তর, এই সকল প্রস্তাবাবলী শুধুমাত্র শ্রেণী বিরোধ অন্তর্ধানের দিক নির্দেশ করেছিল যা ঐ সময়কালে, সবে মাত্র বেড়ে উঠছিল, এবং কেবলমাত্র তাদের প্রারম্ভিক অস্পষ্ট ও অনিরূপনীয় রূপ এই সকল প্রকাশনায় কবুল করা হয়েছিল। সুতরাং, এ সকল প্রস্তাবাবলী হচ্ছে পুরোপুরি কাল্পনিক প্রকৃতির।

The significance of critical-utopian socialism and communism bears an inverse relation to historical development. In proportion as the modern class struggle develops and takes definite shape, this fantastic standing apart from the contest, these fantastic attacks on it, lose all practical value and all theoretical justifications. Therefore, although the originators of these systems were, in many respects, revolutionary, their disciples have, in every case, formed mere reactionary sects. They hold fast by the original views of their masters, in opposition to the progressive historical development of the proletariat. They, therefore, endeavor, and that consistently, to deaden the class struggle and to reconcile the class antagonisms. They still dream of experimental realization of their social utopias, of founding isolated **phalansteres**, of establishing "Home Colonies", or setting up a "Little Icaria" [8] -- pocket editions of the New Jerusalem -- and to realize all these castles in the air, they are compelled to appeal to the feelings and purses of the bourgeois. By degrees, they sink into the category of the reactionary conservative socialists depicted above, differing from these only by more systematic pedantry, and by their fanatical and superstitious belief in the miraculous effects of their social science.

সমালোচনামূলক– কাল্পনিক স্যোশালিজম ও কমিউনিজম এর গুরুত্ব বহন করে ঐতিহাসিক বিকাশের ক্ষেত্রে এক বিপরীত কথন। যে অনুপাতে আধুনিক শ্রেণী সংগ্রাম বিকশিত ও সুনির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে, সে হারে ইহার উপর উদ্ভট আক্রমণ, প্রতিযোগিতা থেকে এই উদ্ভট অবস্থান দূর হতে থাকে, সকল ব্যবহারিক মূল্য ও সকল তাত্ত্বিক যৌক্তিকতা হারায়। সুতরাং, যদিচ, এ সকল পদ্ধতির উদ্ভাবকেরা বহু ক্ষেত্রে বিপ্লবী, তাদের অনুসারীরা প্রতিটি ক্ষেত্রে গঠন করেছে নিছক প্রতিক্রিয়াশীল সম্প্রদায়। প্রলেতারিয়েতের প্রগতিশীল ঐতিহাসিক বিকাশের বিপরীতে তারা দৃঢ়ভাবে আকঁড়ে থাকত তাদের প্রভুদের মূল ভাবনা। সুতরাং, শ্রেণী সংগ্রাম ভোঁতা করা ও শ্রেণী বিরোধকে মিটমাট করতে তারা অবিরতভাবে প্রচেষ্টা চালালো। বিচ্ছিন্ন প্যালেনস্টেয়ার স্থাপন, " হোম কলোনীজ" এর প্রতিষ্ঠা, অথবা একটা " লিটল আইকেরিয়া" (৮) অধিষ্ঠান করে তারা এখনো স্বপ্ন দেখে তাদের সামাজিক ইউটোপিয়ার পরীক্ষামূলক বাস্তবায়নের --- নতুন জেরুজালেমের পকেট সংস্করণ, এবং এই সকল প্রাসাদ বাতাসে বাস্তবায়নে , তারা বাধ্য হয় বুর্জোয়াদের অনুভূতি ও টাকার থলির নিকট

আবেদন জানাতে। ক্রমশ তারা ডুবে যায় উপরে বর্ণিত প্রতিক্রিয়াশীল রক্ষণশীল সমাজতন্ত্রীর ক্যাটাগরিতে, এসব থেকে তফাত শুধু অধিকতর ক্লান্তিকর পন্ডিতিপনা, এবং তাদের সমাজ বিজ্ঞানে তাদের অতি গোঁড়া ও কুসংস্কারের অলৌকিক প্রভাব।

They, therefore, violently oppose all political action on the part of the working class; such action, according to them, can only result from blind unbelief in the new gospel.

সুতরাং, তারা শ্রমিক শ্রেণীর সকল রাজনৈতিক ক্রিয়ার প্রচন্ডভাবে বিরোধীতা করে; তাদের মতে, এই ধরণের ক্রিয়া নতুন নীতিমালায় অন্ধ অবিশ্বাসের ফলাফল মাত্র।

The Owenites in England, and the Fourierists in France, respectively, oppose the Chartists and the Reformistes.

ইংলন্ডে ওয়েনপন্থীরা, এবং ফ্রান্সে ফোরীয়ার পন্থীরা, যথাক্রমে চার্টিস্টদের এবং সংস্কারপন্থীদের বিরোধীতা করে।

## FOOTNOTES

[1] NOTE by Engels to 1888 English edition: Not the English Restoration (1660-1689), but the French Restoration (1814-1830).

[2] NOTE by Engels to 1888 English edition: This applies chiefly to Germany, where the landed aristocracy and squirearchy have large portions of their estates cultivated for their own account by stewards, and are, moreover, extensive beetroot-sugar manufacturers and distillers of potato spirits. The wealthier british aristocracy are, as yet, rather above that; but they, too, know how to make up for declining rents by lending their names to floaters or more or less shady joint-stock companies.

[3] NOTE by Engels to 1888 German edition: The revolutionary storm of 1848 swept away this whole shabby tendency and cured its protagonists of the desire to dabble in socialism. The chief representative and classical type of this tendency is Mr Karl Gruen.

[4] Francois Noel Babeuf (1760-1797): French political agitator; plotted unsuccessfully to destroy the Directory in revolutionary France and established a communistic system.

[5] Comte de Saint-Simon, Claude Henri de Rouvroy (1760-1825): French social philosopher; generally regarded as founder of French socialism. He thought society should be reorganized along industrial lines and that scientists should be the new spiritual leaders. His most important work is _Nouveau_Christianisme_ (1825).

[6] Charles Fourier (1772-1837): French social reformer; propounded a system of self-sufficient cooperatives known as Fourierism, especially in his work _Le_Nouveau_Monde_industriel_ (1829-30)

[7] Robert Owen (1771-1858): Welsh industrialist and social reformer. He formed a model industrial community at New Lanark, Scotland, and pioneered cooperative societies. His books include _New_View_Of_Society_ (1813).

[8] NOTE by Engels to 1888 English edition: "Home Colonies" were what Owen called his communist model societies. _Phalansteres_ were socialist colonies on the plan of Charles Fourier; Icaria was the name given by Caber to his utopia and, later on, to his American communist colony.

## IV --POSITION OF THE COMMUNISTS IN RELATION TO THE VARIOUS EXISTING OPPOSITION PARTIES

## ৪। বিদ্যমান নানান বিরোধী পার্টিগুলো বিষয়ে কমিউনিস্টদের অবস্থান

Section II has made clear the relations of the Communists to the existing working-class parties, such as the Chartists in England and the Agrarian Reformers in America.

শ্রমিক শ্রেণীর বিদ্যমান পার্টিগুলির ক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের সম্পর্ক বিষয়ে সেকশন ২ এ পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছিল, যেমন ইংলন্ডে চার্টিস্ট এবং আমেরিকায় কৃষি সংস্কারকদের।

The Communists fight for the attainment of the immediate aims, for the enforcement of the momentary interests of the working class; but in the movement of the present, they also represent and take care of the future of that movement. In France, the Communists ally with the Social Democrats* against the conservative and radical bourgeoisie, reserving, however, the right to take up a critical position in regard to phases and illusions traditionally handed down from the Great Revolution.

কমিউনিস্টরা যুদ্ধ করে আশু লক্ষ্য অর্জনে , শ্রমিক শ্রেণীর আর্থিক স্বার্থাদি কার্যকরীকরণে; কিন্তু বর্তমানের আন্দোলনেও তারা ভবিষ্যত আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব ও দেখ ভাল করে। ফ্রান্সে রক্ষণশীল ও র‍্যাডিক্যাল বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টরা স্যোসাল ডেমোক্র্যাটদের সহিত মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করে, অবশ্য মহা বিপ্লব থেকে প্রথাগতভাবে নিসৃত বিভ্রম ও বুলি বিষয়ে সমালোচনামূলক অবস্থান সংরক্ষণ করে।

In Switzerland, they support the Radicals, without losing sight of the fact that this party consists of antagonistic elements, partly of Democratic Socialists, in the French sense, partly of radical bourgeois.

সুইজারল্যান্ডে, তারা সমর্থন করে র‍্যাডিক্যালদের, এ সত্য দেখার দৃষ্টি না হারিয়ে যে, বিরোধী উপাদানে গঠিত এই পার্টি, অংশত ডেমোক্রেটিক স্যোসালিস্টদের , ফরাসী বোধে অংশত র‍্যাডিক্যাল বুর্জোয়াদের।

In Poland, they support the party that insists on an agrarian revolution as the prime condition for national emancipation, that party which fomented the insurrection of Krakow in 1846.

পোলান্ডে, তারা সমর্থন করে সেই পার্টি যা জাতীয় মুক্তির জন্য প্রধান শর্ত হিসাবে একটা কৃষি বিপ্লবের উপর জোর দেয়, যে পার্টি ১৮৪৬ এর ক্রাকাউ অভ্যুত্থানে ইন্ধন যুগিয়েছিল।

In Germany, they fight with the bourgeoisie whenever it acts in a revolutionary way, against the absolute monarchy, the feudal squirearchy, and the petty-bourgeoisie.

জার্মানীতে, তারা বুর্জোয়াদের সংগে মিলে যুদ্ধ করে, যখনই ওরা একচ্ছত্র রাজতন্ত্র, সামন্ত ভূ-স্বামী, ও পেটি বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে একটা বিল্পবী পথে ক্রিয়াশীল ।

But they never cease, for a single instant, to instill into the working class the clearest possible recognition of the hostile antagonism between bourgeoisie and proletariat, in order that the German workers may straightway use, as so many weapons against the bourgeoisie, the social and political conditions that the bourgeoisie must necessarily introduce along with its supremacy, and in order that, after the fall of the reactionary classes in Germany, the fight against the bourgeoisie itself may immediately begin.

কিন্তু, বুর্জোয়ার সাথে প্রলেতারিয়েতের শত্রুতামূলক বিরোধীতার যথাসম্ভব স্বচ্ছ স্বীকৃতিটা শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সঞ্চারণে তারা কখনো, এক মূহূর্তও বিরত হয় না, কারণ যাতে বুর্জোয়ারা নিজ আধিপত্যের জন্য অতি আবশ্যিকভাবে যে সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাবলীর প্রবর্তন করে, তাতে জার্মান শ্রমিক শ্রেণী খুব বেশী অস্ত্র সরাসরি বুর্জেয়ার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারে, এবং একই নিয়মে জার্মানীতে প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীর পতনের পরে বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবে যুদ্ধ শুরু হতে পারে ।

The Communists turn their attention chiefly to Germany, because that country is on the eve of a bourgeois revolution that is bound to be carried out under more advanced conditions of European civilization and with a much more developed proletariat than that of England was in the seventeenth, and France in the eighteenth century, and because the bourgeois revolution in Germany will be but the prelude to an immediately following proletarian revolution.

কমিউনিস্টরা প্রধানত জার্মানীর প্রতি তাদের দৃষ্টি ফিরিয়েছে, কারণ ঐ দেশটি একটি বুর্জোয়া বিপ্লবের প্রাক্কালে, যা হতে বাধ্য ইউরোপীয় সভ্যতার অধিকতর প্রাগ্রসরমান অবস্থায়, এবং ফ্রান্সের অষ্টাদশ শতক ও ইংলন্ডের সতের শতকের চেয়ে অধিকতর বিকশিত এক প্রলেতারিয়েত সমেত এবং কারণ জার্মানীতে বুর্জোয়া বিপ্লব হবে বরং তাৎক্ষণিক অনুসরণে এক প্রলেতারিয় বিপ্লব এর উপক্রমণিকাস্বরূপ।

In short, the Communists everywhere support every revolutionary movement against the existing social and political order of things.

সংক্ষেপে, বিদ্যমান সামাজিক ও রাজনৈতিক শৃংখলার বিষয়াদির বিরুদ্ধে প্রতিটি বিপ্লবী আন্দোলন সর্বত্র সমর্থন করে কমিউনিস্টরা।

In all these movements, they bring to the front, as the leading question in each, the property question, no matter what its degree of development at the time.

এই সকল আন্দোলনে, তারা প্রত্যেকটির মুখ্য প্রশ্ন হিসাবে সমানে নিয়ে আসে-সম্পত্তি প্রশ্ন, এ সময়ে ইহার বিকাশের মাত্রা কতখানি তা বিষয় নয়।

Finally, they labor everywhere for the union and agreement of the democratic parties of all countries.

সবশেষে, তারা সর্বত্র পরিশ্রম করে সকল দেশের গণতান্ত্রিক পার্টিগুলোর মিলন ও চুক্তির জন্য।

The Communists disdain to conceal their views and aims. They openly declare that their ends can be attained only by the forcible overthrow of all existing social conditions. Let the ruling classes tremble at a communist revolution. The proletarians have nothing to lose but their chains. They have a world to win.

কমিউনিস্টরা তাদের অভিমত ও লক্ষ্য গোপন করাকে অসন্মানজনক মনে করে। তারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যে তাদের অভীষ্ট অর্জিত হতে পারে কেবলমাত্র সমস্ত বিদ্যমান সামাজিক অবস্থার বলপূর্বক পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে। একটা কমিউনিস্ট বিপ্লবে শাসক শ্রেণীগুলোকে সন্ত্রস্ত হতে দাও। প্রলেতারিয়েতের হারাবার কিছু নাই কেবল তাদের শৃংখল ছাড়া । জয় করার জন্য তাদের আছে একটা বিশ্ব ।

Proletarians of all countries, unite!

সকল দেশের প্রলেতারিয়েত , এক হও!

## FOOTNOTES

* NOTE by Engels to 1888 English edition: The party then represented in Parliament by Ledru-Rollin, in literature by Louis Blanc (1811-82), in the daily press by the **Reforme**. The name of Social-Democracy signifies, with these its inventors, a section of the Democratic or Republican Party more or less tinged with socialism.

## PREFACE TO 1872 GERMAN EDITION

## ১৮৭২ জার্মান সংস্করণে মুখবন্ধ

The Communist League, an international association of workers, which could of course be only a secret one, under conditions obtaining at the time, commissioned us, the undersigned, at the Congress held in London in November 1847, to write for publication a detailed theoretical and practical programme for the Party. Such was the origin of the following Manifesto, the manuscript of which travelled to London to be printed a

few weeks before the February Revolution. First published in German, it has been republished in that language in at least twelve different editions in Germany, England, and America. It was published in English for the first time in 1850 in the _Red Republican_, London, translated by Miss Helen Macfarlane, and in 1871 in at least three different translations in America. The french version first appeared in Paris shortly before the June insurrection of 1848, and recently in _Le Socialiste_ of New York. A new translation is in the course of preparation. A Polish version appeared in London shortly after it was first published in Germany. A Russian translation was published in Geneva in the 'sixties. Into Danish, too, it was translated shortly after its appearance.

শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক সমিতি, কমিউনিস্ট লীগ, প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে অবশ্যই যা হতে পারতো একটি গোপন সংগঠন,নভেম্বর ১৮৪৭ এ লন্ডনে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে, পার্টির জন্য একটা বিস্তারিত তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক কর্মসূচি প্রকাশের জন্য লিখতে নিম্নস্বাক্ষরকারী, আমাদেরকে ক্ষমতা দেওয়া হয় । নীচের ইস্তাহারখানির সূত্রপাত এরকম, যার পান্ডুলিপি মুদ্রণের জন্য লন্ডনে যায় ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের সামান্য কয়েক সপ্তাহ পূর্বে। জার্মানীতে প্রথম প্রকাশিত হয়, ঐ ভাষায় ন্যূনপক্ষে বারোটি ভিন্ন সংস্করণ পুন:প্রকাশিত হয়েছিল জার্মানী, ইংলন্ড ও আমেরিকায়। প্রথমবারে মতো ১৮৫০ এ রেড রিপাবলিকান, লন্ডন-এ মিসেস ম্যাকফারলেন কর্তৃক অনুদিত ইংরেজীতে , এবং ১৮৭১-এ অন্যূন তিনটি বিভিন্ন অনুবাদে আমেরিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ফরাসী তরজমা প্যারিসে প্রথম দৃশ্যমান হয়েছিল ১৮৪৮ এর জুন অভ্যুত্থানের সামান্য আগে, এবং সম্প্রতি নিউ ইয়র্কের Le Socialiste_পত্রিকায়। একটি নতুন অনুবাদের কাজ চলছে। জার্মানীতে ইহা প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পর স্বল্পকাল পরে একটি পোলিশ তরজমা লন্ডনে দেখা যায়। ষাটের দশকের দিকে একটি রাশিয়ান অনুবাদ জেনেভাতে প্রকাশিত হয়েছিল। ইহার আবির্ভাবের সামান্য পরে ডেনিশেও অনূদিত হয়েছিল।

However much that state of things may have altered during the last twenty-five years, the general principles laid down in the Manifesto are, on the whole, as correct today as ever. Here and there, some detail might be improved. The practical application of the principles will depend, as the Manifesto itself states, everywhere and at all times, on the historical conditions for the time being existing, and, for that reason, no special stress is laid on the revolutionary measures proposed at the end of Section II. That passage would, in many respects, be very differently worded today. In view of the gigantic strides of Modern Industry since 1848, and of the accompanying improved and extended organization of the working class, in view of the practical experience gained, first in the February Revolution, and then, still more, in the Paris Commune, where the proletariat for the first time held political power

for two whole months, this programme has in some details been antiquated. One thing especially was proved by the Commune, viz., that "the working class cannot simply lay hold of ready-made state machinery, and wield it for its own purposes." (See *The Civil War in France: Address of the General Council of the International Working Men's Assocation*, 1871, where this point is further developed.) Further, it is self-evident that the criticism of socialist literature is deficient in relation to the present time, because it comes down only to 1847; also that the remarks on the relation of the Communists to the various opposition parties (Section IV), although, in principle still correct, yet in practice are antiquated, because the political situation has been entirely changed, and the progress of history has swept from off the earth the greater portion of the political parties there enumerated.

অবশ্য গত ২৫ বছরে অবস্থাদির পরিবর্তন হলেও ইস্তাহারটিতে বিবৃত সাধারণ নীতিমালা মোটের উপর আজো এতোদিনকার মতো ঠিক আছে। এখান-সেখানে, পুনংখানুপুংখভাবে বর্ণনা করা কিছু বিষয় আরো উন্নত হতে পারতো। যেমন ইস্তাহার নিজেই বলছে-সর্বত্র ও সর্ব সময়ে নীতিগুলোর ব্যবহারিক প্রয়োগ নির্ভর করবে, সমসাময়িককালে বিদ্যমান ঐতিহাসিক অবস্থাবলীর উপর, এবং সেই কারণে ২য় সেকসনের শেষভাগে প্রস্তাবিত বিপ্লবী পদক্ষেপসমূহের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়নি। আজকের দিনে হলে ঐ অংশটি বহু ক্ষেত্রেই খুবই ভিন্নভাবে বর্ণিত হত। ১৮৪৮, হতে আধুনিক শিল্পের প্রকান্ড পদক্ষেপে চলা বিবেচনা করলে, এবং তদসংগে শ্রমিক শ্রেণীর উন্নত ও বর্ধিত সংগঠন, এবং অর্জিত ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা বিবেচনা করলে, প্রথমে ফেব্রুয়ারী বিপ্লব এবং তখন , এখনো পর্যন্ত প্যারী কমিউন, যেখানে প্রলেতারিয়েত প্রথমবারের জন্য পুরো দুই মাস রাজনৈতিক ক্ষমতা ধরে রেখেছিল, এই কর্মসূচি বিস্তারিত কিছু ক্ষেত্রে সেকেলে হয়েছে। কমিউন দ্বারা এক বিষয় বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়েছে, যথা যে, " শ্রমিক শ্রেণী তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারোপযোগী রাষ্ট্র যন্ত্র সাদামাটাভাবে ধরে লাখলেই হয় না, এবং তার নিজের উদ্দেশ্য সাধনে ইহা ব্যবহার করতে হয়। ( দেখুন, ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ: শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ পরিষদের ভাষণ-১৮৭১, যেখানে এই বিষয়টি আরো বিকশিত করা হয়েছিল। ) উপরন্ত, ইহা স্বয়ং-সাক্ষ্য যে, বর্তমান সময়কালের প্রেক্ষিতে সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের সমালোচনা ছিল অপরিণত, কারণ ইহা নেমে এসেছিল কেবলমাত্র ১৮৪৭ পর্যন্ত; এছাড়া, বিভিন্ন বিরোধী পার্টির সহিত কমিউনিস্টদের সম্বন্ধ সম্পর্কে বর্ণিত মন্তব্যসমূহ ( সেকসন-৪) যদিও নীতিগতভাবে এখনো সঠিক, তবু ব্যবহারিকভাবে সেকেলে, কারণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, এবং ইতিহাসের অগ্রগতি রাজনৈতিক দলগুলোর বিশাল হিস্যা পৃথিবী হতে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে এক তালিকাভুক্ত করেছে।

But then, the Manifesto has become a historical document which we have no longer any right to alter. A subsequent edition may perhaps

appear with an introduction bridging the gap from 1847 to the present day; but this reprint was too unexpected to leave us time for that.

কিন্তু তখন, ইস্তাহারটি একটি ঐতিহাসিক দলিলে পরিণত হয়েছে যার আর কোনো অদল-বদল করার কোনো অধিকার নাই। ১৮৪৭ হতে বর্তমান দিন পর্যন্ত ফারাক সেতুবন্ধনে একটি ভূমিকা সম্ভবত উত্তরকালীন একটি সংস্করণে দেখা যাবে; কিন্তু এই পুন:মুদ্রণ ছিল এতোটাই অপ্রত্যাশিত যে তার জন্য আমারা সময় দিতে পরেনি।

KARL MARX

FREDERICK ENGELS

London,June24,1872.

কার্ল মার্কস . ফ্রেডারিক এ্যাংগেলস

লন্ডন, জুন ২৪,১৮৭১।

## PREFACE TO 1882 RUSSIAN EDITION

## ১৮৮২ রুশ সংস্করণে মুখবন্ধ

The first Russian edition of the Manifesto of the Communist Party, translated by Bakunin, was published early in the 'sixties by the printing office of the Kolokol. Then the West could see in it (the Russian edition of the Manifesto) only a literary curiosity. Such a view would be impossible today.

কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহারের প্রথম রুশ সংস্করণ, বাকুনিন কর্তৃক অনূদিত, কোলোকোল এর মুদ্রণ অফিস কর্তৃক ষাটের দশকের শুরুতে প্রকাশিত হয়েছিল। তখন পশ্চিম এটাতে দেখতে পেত ( ইস্তাহারের রুশ সংস্করণ) কেবলমাত্র একটা সাহিত্য বিষয়ক ঔৎসুক্য। আজকের দিনে এরকম দৃষ্টি অসম্ভব।

What a limited field the proletarian movement occupied at that time (December 1847) is most clearly shown by the last section: the position of the Communists in relation to the various opposition parties in various countries. Precisely Russia and the United States are missing here. It was the time when Russia constituted the last great reserve of all European reaction, when the United States absorbed the surplus proletarian forces of Europe through immigration. Both countries provided Europe with raw

materials and were at the same time markets for the sale of its industrial products. Bother were, therefore, in one way of another, pillars of the existing European system.

বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বিরোধী পার্টির প্রতি সম্বন্ধে কমিউনিস্টদের অবস্থান: শেষ সেকসনে খুবই পরিষ্কারভাবে প্রদর্শিত হয়েছে প্রলেতারিও আন্দোলন ঐ সময়ে ( ডিসেম্বর ১৮৪৭) কতটা সীমিত ক্ষেত্র দখল করেছিল । রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র এখানে যথার্থভাবে নিরুদ্দিষ্ট। সময়টা ছিল যখন রাশিয়া গঠিত হয়েছিল ইউরোপীয় সকল প্রতিক্রিয়ার শেষ বিশাল রির্জাভ, যখন অভিবাসনের মাধ্যমে ইউরোপের উদ্বৃত্ত প্রলেতারিও শক্তি যুক্তরাষ্ট্র শুষে নিয়েছিল। উভয় দেশ ইউরোপকে কাঁচামালের সংস্থান করেছিল এবং একই সময়ে শিল্পোৎপন্ন বিক্রির জন্য ছিল বাজার । সুতরাং ,উভয়েই ছিল , অন্যের একই পথ, বিদ্যমান ইউরোপীয় পদ্ধতির স্তম্ভ।

How very different today. Precisely European immigration fitted North American for a gigantic agricultural production, whose competition is shaking the very foundations of European landed property -- large and small. At the same time, it enabled the United States to exploit its tremendous industrial resources with an energy and on a scale that must shortly break the industrial monopoly of Western Europe, and especially of England, existing up to now. Both circumstances react in a revolutionary manner upon America itself. Step by step, the small and middle land ownership of the farmers, the basis of the whole political constitution, is succumbing to the competition of giant farms; at the same time, a mass industrial proletariat and a fabulous concentration of capital funds are developing for the first time in the industrial regions.

আজকে একদম অন্যরকম। ইউরোপীয় অভিবাসন যথাযথভাবে উত্তর আমেরিকার বিশালাকৃতির কৃষি উৎপাদনের জন্য মানানসই হয়ে গেছে, যার প্রতিযোগীতা ইউরোপীয় ছোট- বড় ভূ সম্পত্তির ভিত্তিটি ঝাঁকিয়ে দিচ্ছে। একই সময়ে, যুক্তরাষ্ট্র সক্ষম হল জ্বালানী সহ ইহার সুপ্রচুর শিল্প সম্পদ কাজে লাগাতে এবং শীঘ্রই একটা মাত্রায় এখনো পর্যন্ত বিদ্যমান পশ্চিম ইউরোপীয় বিশেষত ইংলন্ডের শিল্প একচেটিয়া ভেংগে পড়তে বাধ্য। আমেরিকার নিজের উপর একটা বিপ্লবী শৈলী প্রতিক্রিয়া করলো উভয় পারিপার্শ্বিকতা। গোটা রাজনৈতিক সাধারণ গঠনের ভিত্তি- খামারীদের ছোট ও মধ্যম ভূমি মালিক বিশাল আকৃতির খামারীর প্রতিযোগীতায় মরে যাচ্ছে: একই সময়ে এই প্রথমবারের মতো শিল্পাঞ্চলে এক বিশাল শিল্প প্রলেতারিয়েত ও ক্যাপিটাল তহবিলের এক অবিশ্বাস্য কেন্দ্রীভবন ঘটছে।

And now Russia! During the Revolution of 1848-9, not only the European princes, but the European bourgeois as well, found their only salvation from the proletariat just beginning to awaken in Russian intervention. The Tsar was proclaimed the chief of European reaction. Today, he is a prisoner of war of the revolution in Gatchina, and Russia forms the vanguard of revolutionary action in Europe.

এবং এখন রাশিয়া ! ১৮৪৮-৯ এর বিপ্লব কালে, কেবলমাত্র ইউরোপীয় প্রিন্সরাই নয়, বরং ইউরোপীয় বুর্জোয়ারাও সদ্য জাগরণোন্মুখ প্রলেতারিয়েতের নিকট হতে যথারীতি তাদের একমাত্র পরিত্রাণ দেখলো রাশিয়ার হস্তক্ষেপে। জারকে ইউরোপীয় প্রতিক্রিয়ার প্রধান ঘোষণা করা হয়েছিল। আজকে সে গাটচেনিয়া বিপ্লবের একজন যুদ্ধ বন্দী, এবং ইউরোপে বিপ্লবী ক্রিয়ার অগ্রে এসে দাঁড়িয়েছে রাশিয়া।

The Communist Manifesto had, as its object, the proclamation of the inevitable impending dissolution of modern bourgeois property. But in Russia we find, face-to-face with the rapidly flowering capitalist swindle and bourgeois property, just beginning to develop, more than half the land owned in common by the peasants. Now the question is: can the Russian obshchina, though greatly undermined, yet a form of primeaval common ownership of land, pass directly to the higher form of Communist common ownership? Or, on the contrary, must it first pass through the same process of dissolution such as constitutes the historical evolution of the West?

কমিউনিস্ট ইস্তাহারের উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক বুর্জোয়া সম্পত্তির অনিবার্য আসন্ন অবলুপ্তি ঘোষণা করা। কিন্তু রাশিয়ায় আমরা দেখি, দ্রুত পল্লবিত পুঁজিতন্ত্রী প্রতারণা ও ঠিক বিকশের শুরু হতেই বুর্জোয়া সম্পত্তির মুখোমুখি রয়েছে অর্ধেকের বেশী ভূমির সাধারণ মালিক কৃষক। এখন প্রশ্ন হচ্ছেঃ এখনো ভূমির আদিকালীন সাধারণ মালিকানার একটা ধরণ - যদিচ বহুলাংশে দুর্বল হয়েছে, তবুও রাশিয়ান অবচিনা কি সরাসরি অগ্রসর হতে পারবে কমিউনিস্ট সাধারণ মালিকানার একটা উচ্চতর ধরণে? অথবা, বিপরীতে, পশ্চিমের ঐতিহাসিক বিবর্তন যেমনটা হয়েছে অবলুপ্তির ঠিক একই প্রক্রিয়ায় এটা শুরুতে যেতে বাধ্য?

The only answer to that possible today is this: If the Russian Revolution becomes the signal for a proletarian revolution in the West, so that both complement each other, the present Russian common ownership of land may serve as the starting point for a communist development.

ঐ ক্ষেত্রে যা সম্ভব আজকে তার একমাত্র উত্তর হচ্ছে এই: রাশিয়ার বিপ্লব যদি পশ্চিমে একটা প্রলেতারীয় বিপ্লবের সংকেতে পরিণত হয়, যাতে উভয়েই একে অপরের পূরক হয়, তা হলে হয়তো রাশিয়ার ভূমির বর্তমান সাধারণ মালিকানা কমিউনিস্ট বিকাশের জন্য যাত্রা বিন্দু হতে পারে।

KARL MARX

FREDERICK ENGELS ; London,January21,1882

কার্ল মার্কস – ফ্রেডরিক এ্যাংগেলস; লন্ডন, জানুয়ারী–২১,১৮৮২।

## PREFACE TO 1883 GERMAN EDITION

## ১৮৮৩ জার্মান সংস্করণে মুখবন্ধ

The preface to the present edition I must, alas, sign alone. Marx, the man to whom the whole working class class of Europe and America owes more than to any one else -- rests at Highgate Cemetary and over his grave the first first grass is already growing. Since his death [March 13, 1883], there can be even less thought of revising or supplementing the Manifesto. But I consider it all the more necessary again to state the following expressly:

হায়, বর্তমান সংস্করণে মুখবন্ধ একা আমি স্বাক্ষরে বাধ্য। হাইগেইট সমাধিক্ষেত্রে সমাধিস্ত হয়েছে মার্কস এবং তার সমাধিতে ইতোমধ্যে প্রথম ঘাসও গজাচ্ছে, ইউরোপ ও আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণী অন্য যে কারো চেয়ে তার নিকট অধিকতর বেশী ঋণী। তার মৃত্যুর [ ১৩ মার্চ, ১৮৮৩] পর হতে ইস্তাহারের সংশোধন ও সম্পূরণীকরণের চিন্তা এমন কি আরো কম হতে পারে। তাই, আবারো খুবই সুস্পষ্টভাবে ইহা নিম্নে বিবৃত করা আরো বেশী প্রয়োজন বলে আমি বিবেচনা করছি:

The basic thought running through the Manifesto -- that economic production, and the structure of society of every historical epoch necessarily arising therefrom, constitute the foundation for the political and intellectual history of that epoch; that consequently (ever since the dissolution of the primaeval communal ownership of land) all history has been a history of class struggles, of struggles between exploited and exploiting, between dominated and dominating classes at various stages of social evolution; that this struggle, however, has now reached a stage where the exploited and oppressed class (the proletariat) can no longer emancipate itself from the class which exploits and oppresses it (the bourgeoisie), without at the same time forever freeing the whole of

society from exploitation, oppression, class struggles -- this basic thought belongs soley and exclusively to Marx.

ইস্তাহারের মাধ্যমে চলমান মৌলিক চিন্তা-- যা অর্থনৈতিক উৎপাদন, ও প্রতিটি ঐতিহাসিক সময়ের সমাজ সংগঠন হতে উদ্ভূত, তদমূলে ঐ যুগের রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসের জন্য ভিত্তি গঠিত, ইহার ফলশ্রুতিতে ( তখন হতে ভূমির উপর আদিকালের গণমালিকানার অবসান ) সকল ইতিহাস হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস, শোষক ও শোষিতদের মধ্যেকার , সামাজিক বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে অধিক্যকারী ও অধিত শ্রেণীর মধ্যকার সংগ্রাম; যাইহোক, এই সংগ্রাম এখন এমন একটা পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে যেখানে একই সময়ে সমগ্র সমাজকে শোষণ, পীড়ন ও শ্রেণী সংগ্রম হতে চিরকালের জন্য মক্ত না করে, যে শ্রেণী প্রলেতারিয়েতকে শোষণ ও নিপীড়ন করে ( বুর্জোয়া) , তার কবল হতে - শোষিত ও নিগৃহীত শ্রেণী (প্রলেতারিয়েত) নিজেকে কোনোভাবেই মুক্ত করতে পারবে না এই মৌলিক চিন্তা এককভাবে ও একান্তভাবে মার্কসের ।

[ENGELS FOOTNOTE TO PARAGRAPH: "This proposition", I wrote in the preface to the English translation, "which, in my opinion, is destined to do for history what Darwin's theory has done for biology, we both of us, had been gradually approaching for some years before 1845. How far I had independently progressed towards it is best shown by my _Conditions of the Working Class in England_. But when I again met Marx at Brussels, in spring 1845, he had it already worked out and put it before me in terms almost as clear as those in which I have stated it here."]

[ এই প্যারায় এ্যাংগেলসের পাদটিকা: " ইংরেজি অনুবাদের মুখবন্ধে লিখেছিলাম, " জীব বিজ্ঞানের জন্য ডারউইনের তত্ত্ব যা করেছে, আমার মতে ইতিহাসের জন্য পূর্ব নির্ধারিত " এই প্রস্তাবনা" তা করবে, যার দিকে ১৮৪৫ এর কিছু বছর পূর্বে ক্রমাগত আমারা উভয়ে নিকটবর্তী হচ্ছিলাম । এদিকে আমি কতটা স্বতন্ত্রভাবে এগুচ্ছিলাম- আমার রচিত ইংলন্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা, তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কিন্তু ১৮৪৫ এর বসন্তে ব্রাসেলসে যখন আমি মার্কসের সাথে পুনরায় মিলিত হলাম, তিনি তখন তা ইতোমধ্যে করে ফেলেছেন এবং এখানে আমি যে পরিভাষায় তা বর্ণনা করলাম প্রায় সবটাই খুবই পরিষ্কারভাবে আমার সামনে তিনি তা উপস্থাপন করলেন। ]

I have already stated this many times; but precisely now is it necessary that it also stand in front of the Manifesto itself.

ইতোমধ্যে আমি ইহা বহুবার বর্ণনা করেছি; কিন্ত এখন স্বয়ং ইস্তাহারখানির সম্মুখভাগে ইহা যথাযথভাবে থাকা প্রয়োজনীয়।

FREDERICK ENGELS

ফ্রেড্রিখ এ্যাংগেলস

London,June28,1883.
লন্ডন, জুন ২৮, ১৮৮৩।

## PREFACE TO 1888 ENGLISH EDITION

## ১৮৮৮ ইংরেজি সংস্করণে মুখবন্ধ

The Manifesto was published as the platform of the Communist League, a working men's association, first exclusively German, later on international, and under the political conditions of the Continent before 1848, unavoidably a secret society. At a Congress of the League, held in November 1847, Marx and Engels were commissioned to prepare a complete theoretical and practical party programme. Drawn up in German, in January 1848, the manuscript was sent to the printer in London a few weeks before the French Revolution of February 24. A French translation was brought out in Paris shortly before the insurrection of June 1848. The first English translation, by Miss Helen Macfarlane, appeared in George Julian Harney's _Red Republican_, London, 1850. A Danish and a Polish edition had also been published.

১৮৪৮ সালের পূর্বে মহাদেশীয় রাজনৈতিক অবস্থায় অনিবার্য কারণে একটা গোপন সমাজ– প্রথমে একান্তভাবে জার্মান, পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক, শ্রমজীবী মানুষের একটা সমিতি– কমিউনিস্ট লীগের মঞ্চ হিসাবে ইস্তাহারখানি প্রকাশিত হয়েছিল।নভেম্বর, ১৮৪৭, এ অনুষ্ঠিত লীগের একটা কংগ্রেসে পার্টির একটা তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক কর্মসূচি প্রস্তুত করার জন্য মার্কস ও এ্যাংগেলসকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। জানুয়ারী–১৮৪৮এ জার্মান ভাষায় লিখে ২৪ ফেব্রুয়ারী, ফরাসী বিপ্লবের কয়েক সপ্তাহ পূর্বে পাণ্ডুলিপিটি লন্ডনে মুদ্রকের নিকট পাঠানো হয়। জুন ১৮৪৮ এর ফ্রান্স অভ্যুত্থানের সামান্য পূর্বে একটা ফরাসী অনুবাদ বের হয়। মিস হেলেন ম্যাকফারলেন কৃত প্রথম ইংরেজি অনুবাদ বেরোয় ১৮৫০ সালে লন্ডনে, জর্জ জুলিযান হার্নিসের রেড রিপাবলিকানে। একটা ডেনিশ ও একটা পোলিশ সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছিল।

The defeat of the Parisian insurrection of June 1848 -- the first great battle between proletariat and bourgeoisie -- drove again into the background, for a time, the social and political aspirations of the European working class. Thenceforth, the struggle for supremacy was, again, as it had been before the Revolution of February, solely between different sections of the propertied class; the working class was reduced to a fight for political elbow-room, and to the position of extreme wing of the middle-class Radicals. Wherever independent proletarian movements continued to show signs of life, they were ruthlessly hunted down. Thus the Prussian police hunted out the Central Board of the Communist League, then located in Cologne. The members were arrested and, after eighteen months' imprisonment, they were tried in

October 1852. This selebrated "Cologne Communist Trial" lasted from October 4 till November 12; seven of the prisoners were sentenced to terms of imprisonment in a fortress, varying from three to six years. Immediately after the sentence, the League was formlly dissolved by the remaining members. As to the Manifesto, it seemed henceforth doomed to oblivion.

জুন ১৮৪৮ সালের পার্সিয়ান অভ্যুত্থানের পরাজয়ে বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যকার প্রথম বিশাল যুদ্ধ –ইউরোপীয় শ্রমিক শ্রেণীর সামাজিক ও রাজনৈতিক আকাংখা কিছু সময়ের জন্য পুনরায় পশ্চাদভূমিতে দূরীভূত হয়েছিল। তখন হতে আবার শুরু হল রাজনৈতিক আধিপত্যের সংগ্রাম কেবলমাত্র সম্পত্তিবান শ্রেণীর বিভিন্ন শ্রেণীর সেকসনের মধ্যে যেমনটা ছিল ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পূর্বে; রাজনৈতিক ভাবে সহজে চলা ফেরা করার মতো জায়গায় আসার জন্য একটা যুদ্ধ করতে ও মধ্য শ্রেণীর র‍্যাডিক্যালদের চরম পক্ষপুটে অবস্থান নিতে নেমে আসতে হয় শ্রমিক শ্রেণীকে। যেখানেই জীবনের চিহ্ন দেখাতে স্বাধীন প্রলেতারিয় আন্দোলন চলতো সেখানেই নির্মমভাবে তাদের দমন করা হত। এইভাবে, পার্শিয়ান পুলিশ কলোনে অবস্থিত কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় বোর্ড খুঁজে বের করল। সদস্যগণ গ্রেপ্তার হল এবং আঠারো মাস কারাবন্দী থেকে অক্টোবর–১৮৫২ সালে তাদের বিচার হল। ৪ অক্টোবর হতে নভেম্বর–১২ পর্যন্ত এই প্রসিদ্ধ " কলোন কমিউনিস্ট বিচার" চলেছিল; ৭ বন্দীর সাজা হয়েছিল ৩ হতে ৬ বছর পর্যন্ত একটা দুর্গে বন্দীত্বের। সাজার পর পরই অপরাপর সদস্যগণ কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে লীগ বিলুপ্ত হল। অত:পর, ইস্তাহারের ক্ষেত্রে এটা মনে হয়, বিস্মৃতির অতলে ডুবেছিল।

When the European workers had recovered sufficient strength for another attack on the ruling classes, the International Working Men's Association sprang up. But this association, formed with the express aim of welding into one body the whole militant proletariat of Europe and America, could not at once proclaim the principles laid down in the Manifesto. The International was bound to have a programme broad enough to be acceptable to the English trade unions, to the followers of Proudhon in France, Belgium, Italy, and Spain, and to the Lassalleans in Germany.

শাসক শ্রেণীর উপর আরেকটি আক্রমণের জন্য যখন ইউরোপীয় শ্রমিকেরা পর্যাপ্ত শক্তি আয়ত্ত করল, তখন উদ্ভূত হল International Working Men's Association . কিন্তু,ইউরোপ ও আমেরিকার যুদ্ধংদেহি সমগ্র প্রলেতারিয়েতকে এক দেহে সুগ্রথিতকরণের লক্ষ্য নিয়ে এই সমিতি গঠিত হয়েছিল, ইস্তাহারে বিবৃত নীতি তাৎক্ষণিকভাবে ঘোষিত হতে পারেনি। ইংলিস ট্রেড ইউনিয়ন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইতালী, ও স্পেনে প্রুঁধোর অনুসারী এবং জার্মানিতে লাসালিয়ানদের নিকট গ্রহণযোগ্য একটি যথেষ্ট প্রশস্ত কর্মসূচি গ্রহণ করতে ইন্টারন্যাশনাল বাধ্য ছিল।

[ENGEL'S FOOTNOTE: Lassalle personally, to us, always acknowledged himself to be a disciple of Marx, and, as such, stood on the ground of the Manifesto. But in his first public agitation, 1862-1864, he did not go beyond demanding co-operative worhsops supported by state credit.]

[ এ্যাংগেলসের পাদটিকা: ব্যক্তিগতভাবে লাসাল, নিজেকে মার্কসের একজন হবু শিষ্য বলে আমাদের নিকট সর্বদা স্বীকার করতো, এবং ঠিক যেন ইস্তাহারখানির ভূমিতে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু, তার প্রথম সর্বজনীন আলোড়নে , ১৮৬২-১৮৬৪, সে রাষ্ট্রীয় ঋণ কর্তৃক সমর্থিত সমবায়িক দোকানের দাবির বাইরে যেতে পারেনি। ]

Marx, who drew up this programme to the satisfaction of all parties, entirely trusted to the intellectual development of the working class, which was sure to result from combined action and mutual discussion. The very events and vicissitudes in the struggle against capital, the defeats even more than the victories, could not help bringing home to men's minds the insufficiency of their various favorite nostrums, and preparing the way for a more complete insight into the true conditions for working-class emancipation. And Marx was right. The International, on its breaking in 1874, left the workers quite different men from what it found them in 1864. Proudhonism in France, Lassalleanism in Germany, were dying out, and even the conservative English trade unions, though most of them had long since severed their connection with the International, were gradually advancing towards that point at which, last year at Swansea, their president could say in their name: "Continental socialism has lost its terror for us." In fact, the principles of the Manifesto had made considerable headway among the working men of all countries.

সকল পার্টির সন্তুষ্ঠি বিধানে মার্কস, যিনি এই কর্মসূচি তৈরি করেছিলেন, সম্পূর্ণত আস্থাশীল ছিলেন শ্রমিক শ্রেণীর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে, যৌথ ক্রিয়া ও পারস্পরিক আলোচনা হতে ফলাফলে যা ছিল নিশ্চিত। পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঘটনাবলী ও উত্থানপতন এবং পরাজয় এমনকি পরাজয় হতে বিজয় থেকে আরো অধিক সহযোগিতা করতে পারতো না- মানুষের মননে তাদের বিভিন্ন পছন্দের হাতুড়ে রাজনৈতিক সংস্কারের অপর্যপ্ততা এবং শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্য প্রকৃত অবস্থার আরো সুসম্পন্ন পথ নির্দেশিকা প্রস্তুতকরণে। এবং মার্কস ঠিক ছিলেন। ১৮৬৪ সালে ইহার প্রতিষ্ঠাকালে শ্রমজীবীরা যেমন ছিল তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ হিসাবে

আন্তর্জাতিক তাদেরকে দেখল ১৮৭৪, ইহার ভেংগে যাওয়ার সময়ে। ফ্রান্সে, প্রঁধোবাদ, জার্মানীতে লাসালীয়ানবাদ,মুমূর্ষ অবস্থায় ছিল, এবং এমনকি রক্ষণশীল ইংলিশ ট্রেড ইউনিয়ন, যদিও তাদের অধিকাংশ দীর্ঘদিন যাবৎ আন্তর্জাতিকের সাথে তাদের সংযোগ ছিন্ন রেখেছিল, ক্রমান্বয়ে এমন একটা বিন্দুতে অগ্রসর হল, সেনসিয়ায় গত বছর তাদের সভাপতি তাদের নামে বলেছিলঃ " আমাদের জন্য মহাদেশীয় সমাজতন্ত্র তার সন্ত্রাস হারিয়েছিল।" বস্তুত, ইস্তাহারের নীতিগুচ্ছ সকল দেশের শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে বিবেচনাযোগ্য প্রভাব বিস্তার করেছিল।

The Manifesto itself came thus to the front again. Since 1850, the German text had been reprinted several times in Switzerland, England, and America. In 1872, it was translated into English in New York, where the translation was published in _Woorhull and Claflin's Weekly_. From this English version, a French one was made in _Le Socialiste_ of New York. Since then, at least two more English translations, moer or less mutilated, have been brought out in America, and one of them has been reprinted in England. The first Russian translation, made by Bakunin, was published at Herzen's Kolokol office in Geneva, about 1863; a second one, by the heroic Vera Zasulich, also in Geneva, in 1882. A new Danish edition is to be found in _Socialdemokratisk Bibliothek_, Copenhagen, 1885; a fresh French translation in _Le Socialiste_, Paris, 1886. From this latter, a Spanish version was prepared and published in Madrid, 1886. The German reprints are not to be counted; there have been twelve altogether at the least. An Armenian translation, which was to be published in Constantinople some months ago, did not see the light, I am told, because the publisher was afraid of bringing out a book with the name of Marx on it, while the translator declined to call it his own production. Of further translations into other languages I have heard but had not seen. Thus the history of the Manifesto reflects the history of the modern working-class movement; at present, it is doubtless the most wide spread, the most international production of all socialist literature, the common platform acknowledged by millions of working men from Siberia to California.

সুতরাং, ইস্তাহার আবারো সামনে এলো। ১৮৫০, হতে সুইট্জারল্যান্ড, ইংলন্ড ও আমেরিকায় জার্মান আদি পাঠ অনকেবার পুন:মুদ্রিত হয়েছে। ১৮৭২ সালে নিউ ইয়র্কে, ইংরেজীতে অনূদিত হয়ে অনুবাদটি Woorhull and Claflin's Weekly_ তে প্রকাশিত

হয়েছিল। এই ইংরেজী হতে একটি ফরাসী তরজমা প্রকাশিত হয়েছিল নিউ ইয়র্কের Le Socialiste এ। তখন হতে ন্যূনপক্ষে দুটি ইংরেজী অনুবাদ কম-বেশ বহুবার আমেরিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, এবং তন্মধ্যে একটি ইংলন্ডে পুন:মুদ্রিত হয়েছিল। বাকুনিন কর্তৃক তৈরীকৃত প্রথম রাশিয়ান সংস্করণটি ১৮৬৩ সালে জেনেভার Herzen's Kolokol office হতে মুদ্রিত হয়েছিল; দ্বিতীয় আরেকটি বীরোচিত ভেরা জাচুলিস কতৃক ১৮৮২ সালে জেনেভা থেকে। ১৮৮৫ সালে একটি নতুন ডেনিশ সংস্করণ পাওয়া গেল কোপেনহেগের Socialdemokratisk Bibliothek ,এ ; প্যারিসে , ১৮৮৬ সালে একটি তরতাজা ফরাসী অনুবাদ Le Socialiste এ। এর পরে, ১৮৮৬ সালে মাদ্রিদে একটি স্প্যানিশ তরজমা প্রস্তুত ও প্রকাশিত হয়েছিল। আমাকে বলা হয়েছিল, কয়েক মাস আগে কনসটানটিনোপল হতে প্রকাশিতব্য একটি আমেরিকান অনুবাদ আলোর মুখ দেখেনি, কারণ, প্রকাশক মার্কসের নামযুক্ত একটি বই বের করতে ভয় পেয়েছিল, যখন অনুবাদক তা নিজের উৎপন্ন বলতে অস্বীকার করেছিল। অধিকন্তু, আমি দেখেনি, তবে শুনেছি আরো অন্যান্য ভাষায় তা অনুবাদ হয়েছে। সুতরাং, ইস্তাহারের ইতিহাস প্রতিফলিত করে আধুনিক শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের ইতিহাস; বর্তমানে, নি:সন্দেহে এটি সর্বাধিক ছড়িয়ে পড়া, সকল সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের সর্বাধিক আন্তর্জাতিক প্রোডাকশন, সাইবেরিয়া থেকে ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত মিলিয়ন মিলিয়ন শ্রমিক কর্তৃক স্বীকৃত সাধারণ মঞ্চ।

Yet, when it was written, we could not have called it a _socialist_ manifesto. By Socialists, in 1847, were understood, on the one hand the adherents of the various Utopian systems: Owenites in England, Fourierists in France, both of them already reduced to the position of mere sects, and gradually dying out; on the other hand, the most multifarious social quacks who, by all manner of tinkering, professed to redress, without any danger to capital and profit, all sorts of social grievances, in both cases men outside the working-class movement, and looking rather to the "educated" classes for support. Whatever portion of the working class had become convinced of the insufficiency of mere political revolutions, and had proclaimed the necessity of total social change, called itself Communist. It was a crude, rough-hewn, purely instinctive sort of communism; still, it touched the cardinal point and was powerful enough amongst the working class to produce the Utopian communism of Cabet in France, and of Weitling in Germany. Thus, in 1847, socialism was a middle-class movement, communism a working-class movement. Socialism was, on the Continent at least, "respectable"; communism was the very opposite. And as our notion, from the very beginning, was that "the emancipation of the workers must be the act of the working class itself," there could be no doubt as to which of the two names we must take. Moreover, we have, ever since, been far from repudiating it.

এখন পর্যন্ত, যখন ইহা লিখিত হয়েছিল, আমরা ইহাকে একটি সমাজতান্ত্রিক ইস্তাহার বলতে পারিনি। ১৮৪৭ এ, সমাজতন্ত্রী দ্বারা বুঝতো, একদিকে বিভিন্ন ইউটোপিয় পদ্ধতির অনুগামী: ইংলন্ডে ওয়েনটিজ, ফ্রান্সে ফ্যুরিয়ারিস্ট, ইতোমধ্যে উভয়টিই নিছক সংকীর্ণ গোষ্ঠীর অবস্থায় নিপতীত হয়েছিল, এবং ক্রমান্বয়ে মুমূর্ষ অবস্থায় পৌঁছেছে; অন্যদিকে অতিশয় বহুবিদ সামাজিক হাতুড়েরা , যারা পুঁজি ও মুনাফার জন্য কোনো বিপদ ছাড়া, সকল প্রকার সামাজিক দু:খ-দুর্দশা সর্বপ্রকারে মেরামতকরণে, নিজেদের স্বঘোষিত ব্রত সংশোধনে- উভয় ক্ষেত্রে শ্রমিক-শ্রেণীর আন্দোলন বহির্ভূত ব্যক্তি এবং বরং " শিক্ষিত" শ্রেণীর সমর্থনের জন্য চেষ্টা করত। শ্রমিক শ্রেণীর যেটুকু অংশ নিছক রাজনৈতিক বিপ্লবের ন্যূনতা উপলব্ধি করেছিল এবং ঘোষণা করত সম্পূর্ণ সমাজিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা, নিজেদেরকে কমিউনিস্ট বলত। ইহা ছিল স্থূল, অমার্জিত , পুরোপুরি সহজাত কমিউনিজমের ধরণ; এখনো ইহা দিকচতুষ্টয় ছোঁয়, এবং যথেষ্টমাত্রায় শক্তিশালী ছিল শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে - ফ্রান্সে ক্যাবেট, ও জার্মানীতে ওয়েলটিংয়ের ইউটোপীয় কমিউনিজম উৎপন্নে। এইভাবে, ১৮৪৭ সালে, স্যোশালিজম ছিল মধ্য শ্রেণীর একটা আন্দোলন, কমিউনিজম - শ্রমিক শ্রেণীর একটা আন্দোলন। এবং শুরু থেকে আমাদের অভিমত ছিল যে " শ্রমিকের মুক্তি অবশ্যই হবে শ্রমিক শ্রেণীর নিজস্ব কাজ", তাই দুই নামের মধ্যে আমার অবশ্যই কোনটি নেব তন্মধ্যে কোনো সংশয় ছিল না। তাছাড়া, আজ পর্যন্ত ইহা আমরা ত্যাগ করা থেকে বহু দূরে আছি।

The Manifesto being our joint production, I consider myself bound to state that the fundamental proposition which forms the nucleus belongs to Marx. That proposition is: That in every historical epoch, th prevailing mode of economic production and exchange, and the social organization necessarily following from it, form the basis upon which it is built up, and from that which alone can be explained the political and intellectual history of that epoch; that consequently the whole history of mankind (since the dissolution of primitive tribal society, holding land in common ownership) has been a history of class struggles, contests between exploiting and exploited, ruling and oppressed classes; That the history of these class struggles forms a series of evolutions in which, nowadays, a stage has been reached where the exploited and oppressed class -- the proletariat -- cannot attain its emancipation from the sway of the exploiting and ruling class -- the bourgeoisie -- without, at the same time, and once and for all, emancipating society at large from all exploitation, oppression, class distinction, and class struggles.

ইস্তাহারখানি আমাদের যৌথ উৎপাদন, আমি বিবেচনা করে আমি নিজে বলতে বাধ্য যে, মৌলিক বিবৃতি যা মূলাধার গঠন করছে তা মার্কসের । ঐ বিবৃতিটি এই: প্রতিটি ঐতিহাসিক যুগে, অর্থনৈতিক উৎপাদন ও বিনিময়ের বিদ্যমান পদ্ধতি এবং সামাজিক সংগঠন অবশ্যম্ভাবীরূপে তদানুসারে গঠিত, যার ভিত্তিতে তা নির্মিত হয়েছে, এবং শুধু একা তদ্বারা ঐ যুগের রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস ব্যাখ্যা করা যেতে পারে; তার ফলশ্রুতিতে মানবজাতির সমগ্র ইতিহাস ( ভূমির সাধারণ মালিকানায়, আদি উপজাতীয় সমাজের অবসান হতে ) হচ্ছে একটা শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস, শোষণকারী ও শোষিত, শাসক ও পীড়িত শ্রেণীগুলোর মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা; এই সব শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস বিবর্তন প্রক্রিয়ার একটা পরম্পরা গঠন করছে, যাতে আজকের দিনে, একটা স্তরে এসে তা পৌঁছেছে, যেখানে শোষিত ও পীড়িত শ্রেণী–প্রলেতারিয়েত, শোষণকারী ও শাসক শ্রেণী– বুর্জোয়ার কবল হতে স্বীয় মুক্তি অর্জন করতে পারবে না, একই সময়ে এবং সর্ব সময়ের জন্য সকল শোষণ, পীড়ন, শ্রেণী বৈষম্য এবং শ্রেণী সংগ্রাম হতে সাধারণভাবে সমাজকে মুক্ত না করে।

This proposition, which, in my opinion, is destined to do for history what Darwin's theory has done for biology, we both of us, had been gradually approaching for some years before 1845. How far I had independently progressed towards it is best shown by my _Conditions of the Working Class in England_. But when I again met Marx at Brussels, in spring 1845, he had it already worked out and put it before me in terms almost as clear as those in which I have stated it here.

এই বিবৃতি, এবং এটাই, আমার মতে, ডারউইনের তত্ত্ব জীববিদ্যার ক্ষেত্রে যা করেছে ইতিহাসের জন্য তা করতে বাধ্য, ১৮৪৫ সালের কিছু বছর পূর্বে আমরা দু'জনেই ক্রমান্বয়ে যার নিকটবর্তী হচ্ছিলাম। স্বাধীনভাবে আমি কতটা ইহার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম– আমার ইংলন্ডে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার দ্বারা তা উৎকৃষ্টভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। কিন্তু আমি যখন ১৮৪৫ সালের বসন্তে ব্রাসেলসে মার্কসের সাথে সাক্ষাত করেছিলাম, ইতোমধ্যে তিনি তা সম্পন্ন করেছেন এবং আমার নিকট উত্থাপন করেছেন ততোটাই পরিষ্কারভাবে যতোটা আমি এখানে বিবৃত করেছি।

From our joint preface to the German edition of 1872, I quote the following:

১৮৭২ এর জার্মান সংস্করণে আমাদের যৌথ মুখবন্ধ হতে , আমি উদ্ধৃত করছি:

"However much that state of things may have altered during the last twenty-five years, the general principles laid down in the Manifesto are, on the whole, as correct today as ever. Here and

there, some detail might be improved. The practical application of the principles will depend, as the Manifesto itself states, everywhere and at all times, on the historical conditions for the time being existing, and, for that reason, no special stress is laid on the revolutionary measures proposed at the end of Section II. That passage would, in many respects, be very differently worded today. In view of the gigantic strides of Modern Industry since 1848, and of the accompanying improved and extended organization of the working class, in view of the practical experience gained, first in the February Revolution, and then, still more, in the Paris Commune, where the proletariat for the first time held political power for two whole months, this programme has in some details been antiquated. One thing especially was proved by the Commune, viz., that "the working class cannot simply lay hold of ready-made state machinery, and wield it for its own purposes." (See _The Civil War in France: Address of the General Council of the International Working Men's Assocation_ 1871, where this point is further developed.) Further, it is self-evident that the criticism of socialist literature is deficient in relation to the present time, because it comes down only to 1847; also that the remarks on the relation of the Communists to the various opposition parties (Section IV), although, in principle still correct, yet in practice are antiquated, because the political situation has been entirely changed, and the progress of history has swept from off the Earth the greater portion of the political parties there enumerated.

"But then, the Manifesto has become a historical document which we have no longer any right to alter."

( উদ্ধৃতাংশটি ইতোপূর্বে বিবৃত হয়েছে, অত:পর, এখানে আর উদ্ধৃতাংশের ভাষান্তর করার আবশ্যক নয় ,তাই তা করা হল না। – অনুবাদক)

The present translation is by Mr Samuel Moore, the translator of the greater portion of Marx's _Capital_. We have revised it in common, and I have added a few notes explanatory of historical allusions.

বর্তমান অনুবাদটি করেছেন মার্কসের পুঁজির বিশালতর অংশের অনুবাদক মি: স্যামুয়েল মুরে। সাধারণভাবে ইহা আমরা পুনর্বিবেচনা করেছি, এবং ঐতিহাসিক পরোক্ষ উল্লেখের ব্যাখ্যা সম্বলিত কতিপয় টিকা আমি যুক্ত করেছি।

FREDERICK ENGELS

January30,1888
London

## PREFACE TO 1890 GERMAN EDITION

Since [the 1883 German edition preface] was written, a new German edition of the Manifesto has again become necessary, and much has also happened to the Manifesto which should be recorded here.

ইস্তাহারের একটি নতুন জার্মান সংস্করণের আবারো প্রয়োজন হয়েছে, যখন [ ১৮৮৩ জার্মান সংস্করণের মুখবন্ধ] লেখা হয়েছিল, এবং ইস্তাহারের ক্ষেত্রে বহু কিছু ঘটেছে যা এখানে লিপিবদ্ধ করা উচিত।

A second Russian translation -- by Vera Zasulich -- appeared in Geneva in 1882; the preface to that edition was written by Marx and myself. Unfortunately, the original German manuscript has gone astray; I must therefore retranslate from the Russian which will in no way improve the text. It reads:

ভেরা জাসুলিস কর্তৃক একটা দ্বিতীয় রুশ অনুবাদ ১৮৮২ সালে জেনেভায় প্রতাশিত হয়েছিল; ঐ সংস্করণের মুখবন্ধ মার্কস ও আমি লিখেছিলাম। দুভাগ্যবশত মূল জার্মান পান্ডুলিপিটি বিপথে গিয়েছে; কাজেই রুশ থেকে তা আমি ফের অনুবাদ করছি যা কোনোভাবেই আদি পাঠকে উন্নত করবে না। ইহা এই:

"The first Russian edition of the Manifesto of the Communist Party, translated by Bakunin, was published early in the 'sixties by the printing office of the Kolokol. Then the West could see in it (the Russian edition of the Manifesto) only a literary curiosity. Such a view would be impossible today.

"What a limited field the proletarian movement occupied at that time (December 1847) is most clearly shown by the last section: the position of the Communists in relation to the various opposition parties in various countries. Precisely Russia and the United States are missing here. It was the time when Russia constituted the last great reserve of all European reaction, when the United States absorbed the surplus proletarian forces of Europe through immigration. Both countries provided Europe with raw materials and were at the same time markets for the sale of its industrial products. Both were, therefore, in one way of another, pillars of the existing European system.

"How very different today. Precisely European immigration fitted North American for a gigantic agricultural production, whose competition is shaking the very foundations of European landed property -- large and small. At the same time, it enabled the United States to exploit its tremendous industrial resources with an energy and on a scale that must shortly break the industrial monopoly of Western Europe, and especially of England, existing up to now. Both circumstances react in a revolutionary manner upon America itself. Step by step, the small and middle land ownership of the farmers, the basis of the whole political constitution, is succumbing to the competition of giant farms; at the same time, a mass industrial proletariat and a fabulous concentration of capital funds are developing for the first time in the industrial regions.

"And now Russia! During the Revolution of 1848-9, not only the European princes, but the European bourgeois as well, found their only salvation from the proletariat just beginning to awaken in Russian intervention. The Tsar was proclaimed the chief of European reaction. Today, he is a prisoner of war of the revolution in Gatchina, and Russia forms the vanguard of revolutionary action in Europe.

"The Communist Manifesto had, as its object, the proclamation of the inevitable impending dissolution of modern bourgeois property. But in Russia we find, face-to-face with the rapidly flowering capitalist swindle and bourgeois property, just beginning to develop, more than half the land owned in common by the peasants. Now the question is: can the Russian obshchina, though greatly undermined, yet a form of primeaval common ownership of land, pass directly to the higher form of Communist common ownership? Or, on the contrary, must it first pass through the same process of dissolution such as constitutes the historical evolution of the West?

"The only answer to that possible today is this: If the Russian Revolution becomes the signal for a proletarian revolution in the West, so that both complement each other, the present Russian common ownership of land may serve as the starting point for a communist development.

"January 21, 1882 London"

( উপরোক্ত অংশ বিশেষ অত্র পুস্তকে ইতোপূর্বে অনুদিত হয়েছে বিধায় তা আর অনুবাদ করার আবশ্যকতা নাই হেতু তা করা হল না। – অনুবাদক )

At about the same date, a new Polish version appeared in Geneva: _Manifest Kommunistyczny_.

একই তারিখে, জেনেভায় প্রকাশিত হয় একটা নতুন পোলিশ তরজমা : _Manifest Kommunistyczny_।

Furthermore, a new Danish translation has appeared in the _Socialdemokratisk Bibliothek_, Copenhagen, 1885. Unfortunately, it is not quite complete; certain essential passages, which seem to have presented difficulties to the translator, have been omitted, and, in addition, there are saigns of carelessness here and there, which are all the more unpleasantly conspicuous since the translation indicates that had the translator taken a little more pains, he would have done an excellent piece of work.

অধিকন্তু, _Socialdemokratisk Bibliothek_, কোপেনহেগেন, থেকে ১৮৮৫ সালে একটি নতুন ডেনীয় অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, ইহা পরিপূর্ণভাবে পূর্ণাংগ নয়; অনুবাদকের নিকট কাঠিন্য প্রতিভাত হওয়ায় প্রয়োজনীয় কিছু অনুচ্ছেদ বাদ দেওয়া হয়েছে, এবং তদুপরি, স্থনে স্থানে অযত্নের চিহ্ন আছে, সেটা আরো বেশী অপ্রীতকরভাবে দৃষ্টিগোচর হয় যখন অনুবাদ ইংগিত করে যে, অনুবাদক আরো একটু বেশী কষ্ট করলে তিনি একটি চমৎকার কাজ করতে পারতেন।

A new French version appeared in 1886, in _Le Socialiste_ of Paris; it is the best published to date.

প্যারিসের _Le Socialiste তে একটি নতুন ফরাসী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে; আজ পর্যন্ত প্রকাশিত এটাই সেরা ।

From this latter, a Spanish version was published the same year in _El Socialista_ of Madrid, and then reissued in pamphlet form: _Manifesto del Partido Communista_ por Carlos Marx y F. Engels, Madrid, Administracion de El Socialista, Hernan Cortes 8.

এটি হতে মাদ্রিদের El Socialista_তে একই বছরে একটা স্প্যানিশ অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, এবং then reissued in pamphlet form: _Manifesto del Partido Communista_ por Carlos Marx y F. Engels, Madrid, Administracion de El Socialista, Hernan Cortes 8.

As a matter of curiosity, I may mention that in 1887 the manuscript of an Armenian translation was offered to a publisher in Constantinople. But the good man did not have the courage to publish something bearing the name of Marx and suggested that

the translator set down his own name as author, which the latter however declined.

ঔৎসুক্যবশত আমি উল্লেখ করতে চাই যে, আর্মেনিয়ান অনুবাদের একটি পাণ্ডুলিপি ১৮৮৭ সালে কন্সট্যান্টিনোপলের এক প্রকাশকের নিকট দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মার্কসের নাম যুক্ত কোনো কিছু প্রকাশ করার সাহস ভালো মানুষটির ছিল না এবং রচয়িতা হিসাবে অনুবাদকের নিজের নাম দেওযার পরামর্শ দিয়েছিলেন, শেষত যা অস্বীকৃত হয়।

After one, and then another, of the more or less inaccurate American translations had been repeatedly reprinted in England, an authentic version at last appeared in 1888. This was my friend Samuel Moore, and we went through it together once more before it went to press. It is entitled: _Manifesto of the Communist_Party_, by Karl Marx and Frederick Engels. Authorized English translation, edited and annotated by Frederick Engels, 1888, London, William Reeves, 185 Fleet Street, E.C. I have added some of the notes of that edition to the present one.

ইংলন্ড থেকে একের পর এবং আরেকটি , কম-বেশ অশুদ্ধ আমেরিকান অনুবাদ বার বার পুন:মুদ্রিত হল, অবশেষে ১৮৮৮ সালে একটি যথার্থ অনুবাদ বেরিয়েছিল। এটি প্রেসে দেওয়ার আগে আমার বন্ধু স্যামুয়েল ও আমরা একত্রে একাধিকবার দেখি। এটির শিরোনাম : Manifesto of the Communist_Party_, by Karl Marx and Frederick Engels. Authorized English translation, edited and annotated by Frederick Engels, 1888, London, William Reeves, 185 Fleet Street, E.C. ঐ সংস্করণের কতিপয় টিকা আমি বর্তমানটিতে যোগ করেছি।

The Manifesto has had a history of its own. Greeted with enthusiasm, at the time of its appearance, by the not at all numerous vanguard of scientific socialism (as is proved by the translations mentioned in the first place), it was soon forced into the background by the reaction that began with the defeat of the Paris workers in June 1848, and was finally excommunicated "by law" in the conviction of the Cologne Communists in November 1852. With the disappearance from the public scene of the workers' movement that had begun with the February Revolution, the Manifesto too passed into the background.

ইস্তাহারখানির নিজস্ব একটি ইতিহাস আছে। মোটেও অনেক নয়, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের অগ্রণী দ্বারা ইহার দৃশ্যমানতারকালে বিপুলভাবে সম্ভাষিত হয়েছিল, (প্রথম স্থানে উল্লেখিত অনুবাদগুলিই দ্বারা তা প্রমাণিত), খুব শীঘ্র ইহা পশ্চাদপসরণে বাধ্য হল প্যারিস শ্রমিকদের জুন ১৮৪৮এর পরাজয়ের মাধ্যমে শুরু হওয়া প্রতিক্রিয়ায়, এবং ১৮৫২ সালের নভেম্বরে কমিউনিস্টদের কলোন দন্ডাজ্ঞায় সবশেষে ইহাকে আইন দ্বারা বেআইনী করা হল। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের সাথে শুরু হয়ে শ্রমিক আন্দোলন জনসমক্ষ হতে অদৃশ্যমান হওয়ায় ইস্তাহারখানিও পশ্চাদপসরণে চলে যায়।

When the European workers had again gathered sufficient strength for a new onslaught upon the power of the ruling classes, the International Working Men's Association came into being. Its aim was to weld together into _one_ huge army the whole militant working class of Europe and America. Therefore it could not _set out_ from the principles laid down in the Manifesto. It was bound to have a programme which would not shut the door on the English trade unions, the French, Belgian, Italian, and Spanish Proudhonists, and the German Lassalleans. This programme -- the considerations underlying the Statutes of the International -- was drawn up by Marx with a master hand acknowledged even by the Bakunin and the anarchists. For the ultimate final triumph of the ideas set forth in the Manifesto, Marx relied solely upon the intellectual development of the working class, as it necessarily has to ensue from united action and discussion. The events and vicissitudes in the struggle against capital, the defeats even more than the successes, could not but demonstrate to the fighters the inadequacy of their former universal panaceas, and make their minds more receptive to a thorough understanding of the true conditions for working-class emancipation. And Marx was right. The working class of 1874, at the dissolution of the International, was altogether different from that of 1864, at its foundation. Proudhonism in the Latin countries, and the specific Lassalleanism in Germany, were dying out; and even the ten arch-conservative English trade unions were gradually approaching the point where, in 1887, the chairman of their Swansea Congress could say in their name: "Continental socialism has lost its terror for us." Yet by 1887 continental socialism was almost exclusively the theory heralded in the Manifesto. Thus, to a certain extent, the history of the Manifesto reflects the history of the modern working-class movement since 1848. At present, it is doubtless the most widely circulated, the most international product of all socialist literature, the common programme of many millions of workers of all countries from Siberia to California.

শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে একটা নতুন প্রচন্ড আক্রমণ করার মতো যথেষ্ট শক্তি যখন ইউরোপের শ্রমিকরা আবার অর্জন করলো, the International Working Men's Association আভির্ভূত হল। ইহার লক্ষ্য ছিল ইউরোপ এবং আমেরিকার সমগ্র যুদ্ধংদেহী শ্রমিক শ্রেণীকে একটা বিশাল বাহিনীতে একত্রে সুগ্রথিত করা। অত:পর, ইস্তাহারে বিবৃত নীতিমালাগুলো হতে তা শুরু হতে পারে না। এমন কর্মসূচি নিতে ইহা বাধ্য হয়, যা ইংলিশ ট্রেড ইউনিয়ন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইটালীয়ান, এবং স্পেনিশ প্রুধোঁপন্থী এবং জার্মান লাসালিয়ানদের জন্য দরজা বন্ধ করতে পারে না। আন্তর্জাতিকের সংবিধি বিবেচনায় এই কর্মসূচি এমন নিপুনভাবে মার্কস কর্তৃক রচিত হল এমন কি বাকুনিন ও নৈরাজ্যপন্থীরা স্বীকার করে নিল। ইস্তাহারে বিবৃত ধারণাগুলি শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য মার্কস এককভাবে নির্ভর করেছিলেন শ্রমিক শ্রেণীর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের উপর, ঐক্যবদ্ধ ক্রিয়া ও আলোচনা হতে তা আবশ্যকীয়ভাবে নিশ্চিত হবে। পুঁজি বিরোধী সংগ্রামে ঘটনাবলী ও উত্থান-পতন, এমনকি বিজয়ের চেয়ে পরাজয়ের আধিক্য, তাদের পূর্বেকার সর্বজনীন সর্বরোগহরকারী দাওয়াইয়ের অপর্যাপ্ততা, হাতে কলমে না দেখিয়ে পারেনি,এবং তৈরী করেছে তাদের মস্তিষ্ক আরো গ্রহণোন্মুখ হয়ে শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্য প্রকৃত অবস্থাবলী পুংখানুপংখভাবে বুঝতে। এবং মার্কস সঠিক ছিলেন। ১৮৬৪ সালে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠাকালের চেয়ে ইহার অবলুপ্তির কালে, ১৮৭৪ সালের শ্রমিক শ্রেণী ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। ল্যাটিন দেশগুলিতে প্রুঁধোবাদ, এবং জার্মানীতে নির্দিষ্ট লাসালবাদ , ছিল মরণোন্মুখ; এমন কি চরম রক্ষণশীল ইংলিশ ট্রেড ইউনিয়নগুলি ক্রমান্বয়ে একটা পর্যায়ে নিকটবর্তী হয়েছিল, যখন, ১৮৮৭ সালে তাদের সোয়ারসি কংগ্রেসের চেয়ারম্যান তাদের তরফে বলতে পারলেন: " আমাদের জন্য মহাদেশীয় সমাজতন্ত্র তার আতংক হারিয়েছিল।" অথচ, ১৮৮৭ সালে মহাদেশীয় সমাজতন্ত্র ছিল প্রায় পুরোপুরি ইস্তাহারে ঘোষিত তত্ত্ব । সুতরাং, কিছুটা মাত্রায়, ইস্তাহারের ইতিহাস প্রতিফলন করছে ১৮৪৮ সাল হতে আধুনিক শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের ইতিহাস। বর্তমানে সন্দেহাতীতভাবে এটি খুবই ব্যাপকভাবে প্রচারিত, সকল সমাজতন্ত্রী সাহিত্যের মধ্যে শ্রেষ্ট আন্তর্জাতিক প্রোডাক্ট, সাইবেরীয়া হতে ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত সকল দেশের বহু মিলিয়ন শ্রমিকের এক সাধারণ কর্মসূচি।

Nevertheless, when it appeared, we could not have called it a _socialist_ manifesto. In 1847, two kinds of people were considered socialists. On the one hand were the adherents of the various utopian systems, notably the Owenites in England and the Fourierists in France, both of whom, at that date, had already dwindled to mere sects gradually dying out. On the other, the manifold types of social quacks who wanted to eliminate social abuses through their various universal panaceas and all kinds of patch-work, without hurting capital and profit in the least. In both cases, people who stood outside the labor movement and who looked for support rather to the "educated" classes. The section of the working class, however, which demanded a radical reconstruction of society, convinced that mere political revolutions were not enough, then called itself _Communist_. It was still a rough-hewn, only instinctive and frequently somewhat crude communism. Yet, it was powerful enough to bring into being two

systems of utopian communism -- in France, the "Icarian" communists of Cabet, and in Germany that of Weitling. Socialism in 1847 signified a bourgeois movement, communism a working-class movement. Socialism was, on the Continent at least, quite respectable, whereas communism was the very opposite. And since we were very decidely of the opinion as early as then that "the emancipation of the workers must be the task of the working class itself," we could have no hesitation as to which of the two names we should choose. Nor has it ever occured to us to repudiate it.

তবুও, যখন এটি প্রকাশিত হয়, আমরা ইহাকে একটি সমাজতন্ত্রী ইস্তাহার বলতে পারতাম না। ১৮৪৭ সালে, দুই ধরণের লোক সমাজতন্ত্রী হিসাবে বিবেচিত হত। একদিকে ছিল নানান কাল্পনিক পদ্ধতির অনুগামীরা, লক্ষণীয়ভাবে, ইংলন্ডে ওয়েনপন্থী ও ফ্রান্সে ফুরিয়েপন্থীরা, সেই সময়ে উভয়েই অবশ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে নিছক গোষ্ঠিতে পরিণত হয়ে ক্রমান্বয়ে বিলুপ্ত হচ্ছিল। অন্যদিকে, বহুমুখি ধরণের সামাজিক হাতুড়ে , যারা পুঁজি ও মুনাফার ন্যূনতম ক্ষতি না করে, সামাজিক প্রবঞ্চনা উচ্ছেদ করতে চাইতো, তাদের নানাবিদ সর্বজনীন সর্বরোগহর বটিকা ও সকল ধরণের জোড়াতালি দেওয়া ক্রিয়াদির মাধ্যমে। উভয় ক্ষেত্রেই, এরা ছিল শ্রমিক আন্দোলনের বাহিরের লোক এবং যারা সমর্থনের জন্য তাকিয়ে থাকত বরং " শিক্ষিত" শ্রেণীর দিকে। বুঝে-শুনেই নিছক রাজনৈতিক বিপ্লব যথেষ্ট নয়, সমাজের আমূল পুনর্গঠনের দাবী করেছিল শ্রমিক শ্রেণীর যে অংশ তখন তারা নিজেকে কমিউনিস্ট বলত। তখন পর্যন্ত ইহা ছিল একটি অমার্জিত, কেবলমাত্র সহজাত এবং প্রায়ই অনেকটা স্থূল কমিউনিজম। তবু, ইহা ফ্রান্সে the "Icarian" communists of Cabet, and জার্মানীতে Weitling মতো দুটি পদ্ধতির ইউটোপীয় কমিউনিজমের দুটি পদ্ধতি জন্ম দিবার মতো ক্ষমতাবান ছিল। ১৮৪৭ সালে স্যোশালিজম বলতে বোঝাত একটা বুর্জোয়া আন্দোলন, কমিউনিজম শ্রমিক-শ্রেণীর আন্দোলন। অন্তত মহাদেশে সমাজতন্ত্র ছিল পরিপূর্ণভাবে ভদ্রজনোচিত, পক্ষান্তরে কমিউনিজম ছিল ঠিক বিপরীত। এবং " শ্রমিকদের মুক্তি অবশ্যই হবে শ্রমিক শ্রেণীর নিজস্ব কাজ, " যখন হতে আমরা খুবই স্থিরকৃতভাবে এই মতামতে উপনীত হলাম তখন হতে খুবদ্রুত আমাদের কোনো দ্বিধা ছিল না এই দুটোর মধ্যে আমরা কোনটা পছন্দ করব। এর পরেও ইহা পরিত্যাগ করার কথা কখনো আমাদের মনে হয়নি ।

"Working men of all countries, unite!" But few voices responded when we proclaimed these words to the world 42 years ago, on the eve of the first Paris Revolution in which the proletariat came out with the demands of its own. On September 28, 1864, however, the proletarians of most of the Western European countries joined hands in the International Working Men's Association of glorious memory. True, the International itself lived only nine years. But that the eternal union of the proletarians of all countries created by it is still alive and lives stronger than ever, there is no better witness than this day. Because today, as I write these lines, the European and American proletariat is reviewing its fighting

forces, mobilized for the first time, mobilized as _one_ army, under _one_ flag, for _one_ immediate aim: the standard eight-hour working day to be established by legal enactment, as proclaimed by the Geneva Congress of the International in 1866, and again by the Paris Workers' Congress of 1889. And today's spectacle will open the eyes of the capitalists and landlords of all countries to the fact that today the proletarians of all countries are united indeed.

" দুনিয়ার সকল দেশের শ্রমজীবী মানুষ- এক হও!" প্রথম প্যারিস বিপ্লব , যে বিপ্লবে প্রলেতারিয়েত তার নিজস্ব দাবী নিয়ে হাজির হয়েছিল তার প্রাক্কালে ৪২ বছর আগে আমরা যখন পৃথিবীর সামনে এই শব্দগুলো ঘোষণা করেছিলাম, তখন কিন্তু অতি অল্প কণ্ঠেই তা প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। ২৮ সেপ্টম্বর, ১৮৬৪ সালে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোর অধিকাংশ শ্রমিক কিন্তু গৌরবোজ্জল স্মৃতির আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী মানুষের সমিতিতে হাত মিলায়। সত্য, আন্তজার্তিক নিজে বেঁচেছিল মাত্র নয় বছর। কিন্তু এর দ্বারা সৃষ্ট সকল দেশের প্রলেতারীয়দের মধ্যেকার চিরন্তন মিলন এখনো জীবন্ত এবং পূর্বেকার তুলনায় বেশী শক্তিশালী হয়ে বেঁচে আছে, এই কালের তুলনায় আর কোন উৎকৃষ্ট সাক্ষ্য নাই। কেননা আজ আমি যেমন এই লাইনগুলো লিখছি, ইউরোপীয় ও আমেরিকান প্রলেতারিয়েত ইহার যুদ্ধ করার জোর পর্যালোচনা করছে, এক আশু লক্ষ্যে, এক পতাকার নীচে প্রথমবাবের মতো সমবেত হয়েছে, এক বাহিনীর মতো সমবেত হয়েছে: আট ঘন্টা কর্মদিবসের মানদন্ড আইনানুগভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে , যেমনটা ঘোষিত হয়েছিল ১৮৬৬ সালের জেনেভা কংগ্রেস এবং আবার ১৮৮৯ সালের প্যারিস ওয়ার্কার্স কংগ্রেসে। আজকের দিনের জাকজমকপূর্ণ প্রদর্শনী সকল দেশের পুঁজিপতি ও ভূমিপতির চোখ খোলে দিবে যে, আজকের এই ঘটনায় যে সকল দেশের প্রলেতারিয়েত বস্তুতই আজ ঐক্যবদ্ধ।

If only Marx were still by my side to see this with his own eyes!

তার নিজের চোখে তা দেখার জন্য মার্কস যদি এখনো আমার পাশে থাকতেন!

FREDERICK ENGELS. May,1890, London

http://www.anu.edu.au/polsci/marx/classics/manifesto.html.

# কমিউনিস্ট লীগের নিয়মাবলী

**সকল দেশের শ্রমজীবী মানুষ, এক হও!**

**সেকসন –১ . লীগ**

অনু.১। লীগের লক্ষ্য হচ্ছে বুর্জোয়াদের উৎখাত করা, প্রলেতারিয়েতের শাসন, শ্রেণীগুলোর সক্রিয় বৈরীতার উপর নির্ভরশীল এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তিহীন ও শ্রেণীহীন একটি নতুন সমাজের ভিত্তি পুরোনো বুর্জোয়া সমাজের বিলোপ সাধন।

অনু. ২। সভ্যপদের শর্তাবলী :

এ) এই লক্ষ্যের সহিত সংগতিপূর্ণ জীবনাচরণ ও কার্যকলাপ;

বি) প্রচারণায় বৈপ্লবিক কর্মশক্তি ও উদ্দীপনা;

সি) কমিউনিজমের স্বীকৃতি; .

ডি) যে কোনো কমিউনিস্ট বিরোধী রাজনৈতিক অথবা জাতীয় সমিতিতে অংশগ্রহণ হতে বিরত থাকা এবং যে কোনো ধরণের অংশগ্রহণ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের গোচরীভূতকরণ;

ই) লীগের সিদ্ধান্তের প্রতি অধীনতা;

এফ) লীগের বিদ্যমান সকল সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে গোপনীয়তা পালন;

জি) একটা সমাজে ভর্তি হবে সর্বসম্মত।

এই সকল শর্তাবলী যে কেউ মান্য না করলে বহিস্কৃত হবে ( সেকসেন–৮ দেখুন) । .

অনু. ৩। সকল সভ্য সমান এবং ভাই এবং প্রত্যেক পরিস্থিতিতে যেমন একে অপরের সহায়তা লাভে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ।

অনু.৪। সভ্যেরা লীগের নাম ধারণ করে।

অনু.৫। কমিউনিটি, সার্কেল, মুখ্য সার্কেল, কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ এবং কংগ্রেস নিয়ে লীগ সংগঠিত।

**সেকসন ২. কমিউনিটি**

অনু.৬। অন্যূন তিন এবং সর্বাধিক কুড়িজন সভ্য নিয়ে কমিউনিটি গঠিত।

অনু.৭। প্রত্যেক কমিউনিটি একজন চেয়ারম্যান ও স্থলবর্তী চেয়ারম্যান নির্বাচন করে। চেয়ারম্যান সভায় সভাপতিত্ব করে, অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যানকে প্রতিনিধিত্ব ও তহবিল ধারণ করে স্থলবর্তী চেয়ারম্যান।

অসু.৮। পূর্ব চুক্তি দ্বারা কমিউনিটির প্রস্তাবিত সদস্য এবং নতুন সদস্যের অন্তর্ভুক্তি কার্যকৃত হয় চেয়ারম্যান কর্তৃক।

অনু. ৯। বিভিন্ন ধরণের কমিটি একে অপরকে চিনে না, এবং একে অপরের সহিত কোনো চিঠিপত্রের আদান –প্রদান করে না।

অনু.১০। কমিউনিটিগুলো স্বাতন্ত্র্যসূচক নাম ধারণ করে।

অনু. ১১। বসবাসের স্থান পরিবর্তনকারী প্রত্যেক সদস্য তার চেয়ারম্যানকে অবশ্যই প্রথম অবহিত করে।

সেকসন ৩. সার্কেল।

অনু.১২। অন্যূন দুই এবং সর্বোচ্চ দশটি কমিউনিটি নিয়ে সার্কেল গঠিত।

অনু.১৩। কমিউনিটির চেয়ারম্যান ও ডেপুটি চেয়ারম্যান নিয়ে সার্কেল কর্তৃপক্ষ গঠিত। পরবর্তীতে এদের মধ্য হতে একজন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবে। মুর্খ সার্কেল ও কমিউনিটিগুলোর সহিত যোগাযোগের মাধ্যমে এটা করা।

অনু.১৪। সার্কেলের সকল কমিউনিটির নির্বাহী অংগ হচ্ছে সার্কেল কর্তৃপক্ষ।

অনু.১৫। বিচ্ছিন্ন কমিউনিটিগুলো অবশ্যই হয়তো ইতোমধ্যে বিদ্যমান সার্কেলে যোগদান অথবা, অন্যান্য বিচ্ছিন্ন কমিউনিটিগুলো নিয়ে একটা নতুন সার্কেল গঠন করবে।

সেকসন ৪. মুখ্য সার্কেল

অনু. ১৬। একটি দেশের বা প্রদেশের বিভিন্ন সার্কেল একটি মুখ্য সার্কেলের অধীনে।

অনু.১৭। লীগের সার্কেলগুলোর প্রদেশগুলোতে বিভাজন এবং কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের প্রস্তাব অনুযায়ী, মুখ্য সার্কেলের নিয়োগ কার্যকরী হবে।

অনু.১৮। প্রদেশের সকল সার্কেলের নির্বাহী কর্তৃপক্ষ হচ্ছে মুখ্য সার্কেল। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের সহিত এই সব সার্কেলগুলোর যোগাযোগের মাধ্যমে এটা হবে।

অন.১৯। নতুন গঠিত সার্কেলগুলি নিকটবর্তী মুখ্য সার্কেলে যোগদান করবে।

অনু.২০। মুখ্য সার্কেলগুলি সাময়িকভাবে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নিকট দায়ী এবং চুড়ান্তভাবে কংগ্রেসের নিকট।

**সেকসন ৫. কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ**

অনু.২১। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ হচ্ছে সমগ্র লীগের নির্বাহী অংগ এবং যেমন কংগ্রেসের নিকট দায়ী।

অনু.২২। অন্যূন ৫ জন সদস্য নিয়ে ইহা গঠিত এবং যেখানে কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় সেখানে সার্কেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইহা নির্বাচিত হয়।

অনু. ২৩। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ মুখ্য সার্কেলগুলোর সহিত যোগাযোগ রাখে। তিন মাসে একবার সমগ্র লীগের অবস্থা সম্বলিত বিবরণ ইহা প্রদান করে।

**সেকসন ৬ . সাধারণ নিয়মাবলী**

অনু.২৪। কমিউনিটিগুলো, এবং সার্কেল কর্তৃপক্ষগুলো এবং এমনকি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ ন্যূনপক্ষে প্রত্যেক পক্ষে একবার মিলিত হবে।

অনু.২৫। সার্কেল কর্তৃপক্ষ এবং কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের সদস্যগণ এক বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন, পুনঃ নির্বাচিত হতে পারবেন এবং যেকোনো সময়ে নির্বাচকগণ কর্তৃক প্রত্যাহৃত হবেন।

অনু.২৬। সেপ্টেম্বর মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

অনু. ২৭। লীগের অভীষ্ট লক্ষ্য অনুযায়ী সার্কেল কর্তৃপক্ষ কমিউনিটিগুলোর আলোচনার নির্দেশিকা দিবেন। সাধারণ এবং আশু স্বার্থের নিশ্চিত প্রশ্নাবলী আলোচনা হতে পারে বলে যদি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ মনে করে, ইহা অবশ্যই সমগ্র লীগে আহবান করবে তাদেরকে আলোচনা করতে।

অনু.২৮। লীগের ব্যক্তিক সদস্য অবশ্যই অন্যূন তিন মাসে একবার তাদের সার্কেল কর্তৃপক্ষের সহিত যোগাযোগ করবে। প্রত্যেক সার্কেল অবশ্যই প্রত্যেক দুইমাসে অন্যূন একবার ইহার জেলা মুখ্য

সার্কেলের নিকট রির্পোট দিবেন, প্রত্যেক মুখ্য সার্কেল অন্যূন প্রত্যেক তিন মাসে একবার কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নিকট দিবে।

অনু.২৯। নিরাপত্তা ও দক্ষ কাজের জন্য প্রত্যেক লীগ কর্তৃপক্ষ বিধিমতো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য, এবং এই সব ব্যবস্থাবলী বিষয়ে তড়িৎ উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবে।

**সেকসন ৭ . কংগ্রেস**

অনু. ৩০। কংগ্রেস হচ্ছে পুরো লীগের আইন প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ। নিয়মাবলী পরিবর্তনের জন্য সকল প্রস্তাব মুখ্য সার্কেলের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাতে হবে, এবং ইহা কর্তৃক কংগ্রেসে উপস্থাপিত হবে।

অনু.৩১। প্রত্যেক সার্কেল একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করবে।

অনু,৩২। প্রত্যেক স্বতন্ত্র সার্কেল ৩০ জনের কম সভ্যের জন্য একজন প্রতিনিধি, ৬০ জনের কমে দুই, ৯০ জনের কমে তিন, ইত্যাদি প্রেরণ করবে। সার্কেল তাদেরকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে লীগের সদস্যদের দ্বারা যে তাদের এলাকায় থাকে না । তবে, এই ক্ষেত্রে, তারা অবশ্যই বিস্তারিত ক্ষমতা দিয়ে তাদের প্রতিনিধি পাঠাবেন।

অনু.৩৩। প্রত্যেক বছরের আগষ্ট মাসে কংগ্রেস মিলিত হবে। জরুরী ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ একটি অতিরিক্ত কংগ্রেস আহবান করবে।

অনু.৩৫। আসন্ন বছরে কোথায় কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ বসবে তার প্রত্যেক স্থান ও সময় এবং পরবর্তী কংগ্রেস কোথায় মিলিত হবে তা কংগ্রেস ঠিক করবে।

অনু. ৩৫। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ কংগ্রেসে বসবে, কিন্তু নিস্পত্তিকারী ভোট নাই।

অনু.৩৬। প্রত্যেক অধিবেশনের পর ইহার পরিপত্রের অতিরিক্ত একটি ইস্তাহার পার্টির নামে ইস্যু করবে।

**সেকসন ৮. লীগের বিরুদ্ধে অপরাধ**

অনু.৩৭। যে কেউ সভ্যপদের শর্তাবলী ( অনু-২) ভংগ করলে পারিপার্শ্বিকতা অনুযায়ী লীগ হতে অপসারিত বা বহিস্কৃত হবে। বহিস্কার পুন:ভর্তি নিবারিত করে।

অনু.৩৮।বহিস্কারের বিষয়ে কেবলমাত্র কংগ্রেস মিমাংসা করে।

অনু.৩৯। উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে আশু অবহিতকরণ সহ সার্কেল বা বিচ্ছিন্ন কমিউনিটি কর্তৃক ব্যক্তিক সদস্য অপসারিত হতে পারবে। এখানে অবশ্য, শেষ দৃষ্টান্ত নিস্পন্ন করে কংগ্রেস।

অনৃ.৪০। সার্কেলের প্রস্তাব মতো কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অপসারিত সদস্যের পুন:ভর্তি কার্যকৃত হয়।

অনু.৪১। লীগের বিরুদ্ধে অপরাধ বিষয়ে সার্কেল কর্তৃপক্ষ জাজমেন্ট দেয় এবং অবশ্য রায়ের কার্যকারীতা দেখে।

অনু.৪২। লীগের স্বর্থে অপসারিত ও বহিস্কৃত সভ্য , সাধারণত সন্দেহভাজন ব্যক্তির মতো নজরে থাকবে, এবং ক্ষতি করা হতে নিবারিতকৃত। এই ধরণের ব্যক্তিবর্গের ষড়যন্ত্র সংশ্লিষ্ট কমিউনিটিতে তড়িৎ রিপোর্ট করতে হবে।

**সেকসন ৯ . লীগ তহবিল**

অনু.৪৩। প্রত্যেক সভ্য কর্তৃক পরিশোধিত প্রত্যেক দেশের জন্য ন্যূনতম বাধ্যতামূলক চাঁদা নির্ধারণ করে কংগ্রেস।

অনু.৪৪। এই চাঁদা অর্ধেক কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নিকট যাবে, অন্য অর্ধেক সার্কেল বা কমিউনিটির তহবিলে থাকবে।

অনু.৪৫। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের তহবিল ব্যবহৃত হয়:

(১) চিঠি পত্রের আদান-প্রদান ও প্রশাসনিক খরচাদি মিটাতে;

(২) প্রচারমূলক প্রচারপত্র মুদ্রণ ও বিতরণে;

(৩) বিশিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের দূত পাঠাতে।

অনু.৪৬। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের তহবিল ব্যবহৃত হয় :

(১) যোগাযোগের খরচাদি মিটাতে;

(২)প্রচারমূলক প্রচারপত্র মুদ্রণ ও বিতরণে;

(৩)মাঝে মধ্যে দূত প্রেরণে।

অনু.৪৭। কমিউনিটি ও সার্কেলের যেটি ছয় মাস পর্যন্ত তাদের বাধ্যতামূলক চাঁদা পরিশোধ করেনি, লীগ হতে তাদের অপসারণের জন্য কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তারা অবহিত হবে।

অনু.৪৮। ন্যূনপক্ষে প্রত্যেক তিন মাসে একবার সার্কেল কর্তৃপক্ষ তাদের কমিউনিটির নিকট তাদের আয়-ব্যয়ের হিসাবে দিবে। লীগের আর্থিক অবস্থা ও লীগের তহবিল পরিচালনা বিষয়ে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ কংগ্রেসে হিসাব দিবে। লীগের তহবিলোলের কোনো ধরণের আত্মসাৎ কঠোর শাস্তিযোগ্য।

অনু.৪৯। অতিরিক্ত ও কংগ্রেসের খরচাদি অতিরিক্ত বাধ্যতামূলক চাঁদা হতে মিটানো হয়।

**সেকসন ১০. ভর্তি**

অনু.৫০। কমিউনিটির চেয়ারম্যান আবেদনকারীর নিকট অনুচ্ছেদ, ১ হতে ৪৯, পড়বেন, এগুলি ব্যাখ্যা করবেন, বাধ্যবাধকতার উপর বিশেষভাবে জোর দিয়ে একটা ছোট বক্তৃতা দিবেন যাতে নতুন সভ্য ধারণ করতে পারে, এবং তখন তার নিকট প্রশ্নটি রাখা : " তুমি কি এখন এই লীগে যোগদান করতে ইচ্ছুক"? যদি সে " হ্যাঁ" সূচক উত্তর দেয়. চেয়ারম্যান তার প্রতিশ্রুতিকে বিবেচনায় নিবেন ফলশ্রুতিতে তিনি লীগের বাধ্যবাধকতা পরিপূরণ করবেন, তাকে লীগের একজন সভ্য ঘোষণা দিবেন, এবং কমিউনিটির পরবর্তী সভায় তাকে পরিচয় করিয়ে দিবেন।

লন্ডন, ডিসেম্বর ৮, ১৮৪৭। ১৯৪৮ সালের শরৎকালের দ্বিতীয় কংগ্রেসের নামে

সম্পাদক প্রেসিডেন্ট

এ্যংগেলস কার্ল শাক্সাপের

# আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী মানুষের সমিতি –১৮৬৪

## সাধারণ নিয়মাবলী, অক্টোবর–১৮৬৪

যেহেতু,

শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি অবশ্যই অর্জিত হবে শ্রমিক শ্রেণীর নিজেদের কর্তৃক; শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্য সংগ্রাম যার অর্থ শ্রেণী সুবিধা ও একচেটিয়ার জন্য একটি সংগ্রাম নয়, তবে, সমান অধিকার ও দায়িত্বের জন্য, এবং সকল শ্রেণী শাসনের বিলোপ সাধন;

শ্রমের উপায়ের একচেটিয়াকারীদের নিকট শ্রমের মানুষের অর্থনৈতিক অধীনতা, অর্থাৎ জীবনের উৎস, দাসত্বের সকল রূপের তলদেশে অবস্থান করে, সকল সামাজিক দুর্দশা, মানসিক অপকৃষ্টতা, এবং রাজনৈতিক নির্ভরশীলতা;

অত:পর শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক মুক্তি হচ্ছে মস্ত সমাপ্তি যাতে উপায় হিসাবে প্রতিটি রাজনৈতিক আন্দোলন অধস্তন হবে।

প্রত্যেক দেশে বহুমুখি শ্রম বিভাজনের মধ্যে সংহতির অভাব, এবং বিভিন্ন দেশের শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেকার একটা ভ্রাতৃীয় বন্ধনের একীভবনের অনুপস্থিতে মস্ত সমাপ্তির উদ্দেশ্যে এযাবৎ কালের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে;

শ্রমিকের মুক্তি স্থানীয়ও নয় জাতীয়ও নয়, তবে একটা সামাজিক সমস্যা, সকল দেশের অন্তর্ভুক্ত যাতে আধুনিক সমাজ বিদ্যমান, এবং ইহার সামাধানের জন্য নির্ভরতা হচ্ছে খুবই প্রাগ্রসরমান দেশগুলির তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক ঐক্যমত।

ইউরোপের সর্বাধিক কর্মোদ্যোগী দেশগুলোতে শ্রমিক শ্রেণীর বর্তমান পুনরুভ্যুদয়, যখন একটা নতুন আশার জাগ্রত করছে, পুরোনো ভুলের মধ্যে পুনরায় পতিত হওয়ার বিষয়ে গম্ভীরভাবে সতর্ক করছে, এবং এখনো বিচ্ছিন্ন আন্দোলনগুলোর আশু সংযুক্তির আহবান জানাচ্ছে;

সেহেতু –

আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী মানুষের সমিতি প্রতিষ্ঠিত হল.

ইহা ঘোষণা করছে:

ইহার সাথে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকা সকল সোসাইটি ও ব্যক্তিবর্গ স্বীকার করবে– বর্ণ, ধর্ম, অথবা জাতীয়তা বিবেচনা না করে একে অন্যের প্রতি এবং সকল মানুষের প্রতি, তাদের আচরণের ভিত্তি হবে সত্য, ন্যায়পরায়নতা, ও নৈতিকতা;

ইহা স্বীকার করছে কর্তব্য ব্যতীত অধিকার নয়, অধিকার ব্যতীত কর্তব্য নয়;

এবং এই নৈতিকতায়, নিম্নের নিয়মাবলী প্রণীত হল।

১। একই সমাপ্তির উদ্দেশ্যে; অর্থাৎ সংরক্ষণ, উন্নতিবিধান, এবং শ্রমিক শ্রেণীর সম্পূর্ণ মুক্তি, এবং বিভিন্ন দেশের বিদ্যমান সোসাইটিগুলোর মধ্যে সহযোগিতা ও যোগাযোগের একটি কেন্দ্রীয় মাধ্যম যোগান দিতে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

২। এই সোসাইটির নাম হবে " আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী মানুষের সমিতি।"

৩। সমিতির শাখাসমূহের প্রতিনিধি সমন্বয়ে, বছরে একবার একটি সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবে। কংগ্রেস শ্রমিক শ্রেণীর সাধারণ আকাংখা ঘোষণা করবে, আন্তর্জাতিক সমিতির সফল কার্যের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, এবং সোসাইটির জন্য সাধারণ পরিষদ নিয়োগ করবে।

৪। প্রত্যেক কংগ্রেস পরবর্তী কংগ্রেস অনুষ্ঠানের সময় ও স্থান নির্ধারণ করবে। বিশেষ কোনো আমন্ত্রণ ছাড়াই নির্ধারিত স্থানে ও সময়ে প্রতিনিধিগণ সমবেত হবে। সাধারণ পরিষদ প্রয়োজন হলে স্থান পরিবর্তন করতে পারবে, কিন্তু বার্ষিক সাধারণ পরিষদের সময় স্থগিত করার কোনো অধিকার নাই। প্রতি বছর, সাধারণ পরিষদের আসন নির্ধারণ ও সদস্য নির্বাচন করবে-কংগ্রেস। এইভাবে নির্বাচিত সাধারণ পরিষদের ক্ষমতা আছে ইহার সভ্য সংখ্যা যোগ করার। ইহার সাধারণ সভায়, সাধারণ পরিষদের বার্ষিক লেন-দেনের সর্বজনিক হিসাবে গ্রহণ করবে কংগ্রেস। পরবর্তীতে , জরুরী প্রয়োজনে, নিয়মিত বার্ষিক মেয়াদের পূর্বেই সাধারণ কংগ্রেস আহবান করা যাবে।

৫। বিভিন্ন দেশের শ্রমজীবীমানুষ নিয়ে গঠিত সাধারণ পরিষদ আন্তর্জাতিক সমিতিকে প্রতিনিধিত্ব করবে। কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ইহার নিজের সদস্যদের মধ্য হতে প্রয়োজনীয় আধিকারিক, যেমন একজন কোষাধ্যাক্ষ, একজন সাধারণ সম্পাদক, বিভিন্ন দেশে যোগাযোগের জন্য সম্পাদকবৃন্দ, ইত্যাদি নির্বাচন করবে।

৬। সমিতির বিভিন্ন এবং স্থানীয় গ্রুপগুলোর মধ্যে সাধারণ পরিষদ একটি আন্তর্জাতিক এজেন্সী গঠন করবে, যাতে এক দেশের শ্রমজীবীমানুষ পূর্বাপর একইরকমভাবে অপরাপর প্রত্যেক দেশে তাদের শ্রেণী আন্দোলন অবহিত হবে; এবং একটি সাধারণ নির্দেশনা অনুযায়ী ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সামাজিক অবস্থার আভিমুখ্যে যুগপৎভাবে একটা অনুসন্ধান করবে; যা, এক সোসাইটিতে সাধারণ স্বার্থের বিতর্কিত প্রশ্নগুলো সকল সোসাইটি দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রচার ও আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়; এবং যখন আশু বাস্তব পদক্ষেপ প্রয়োজনীয় হবে- উদাহরণ স্বরূপ, আন্তর্জাতিক বিবাদের ক্ষেত্রে, সমিতিভুক্ত সোসাইটিগুলোর যুগপৎ এবং সমরূপ ক্রিয়া হবে। যখন ইহা সুবিধাজনক বলে প্রতিভাত হবে, বিভিন্ন জাতীয় অথবা স্থানীয় সোসাইটিগুলোর সামনে প্রস্তাবাবলী উপস্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করবে সাধারণ পরিষদ।যোগাযোগ সহজতর করতে সাধারণ পরিষদ পর্যাবৃত্তিক বিবরণী প্রকাশ করবে।

৭।যখন কেবল মিলন ও একীভবনের ক্ষমতা প্রাপ্তি ছাড়া, প্রত্যেক দেশে শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের সাফল্য নিশ্চিত হবে না,যখন, অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক সাধারণ পরিষদের উপকারিতা

অবশ্যই পারিপার্শ্বিকতার উপর বিশালভাবে নির্ভর করে, হয়তোবা ইহা শ্রমজীবী মানুষের কতিপয় জাতীয় কেন্দ্রের সহিত ডিল করে, অথবা বিশাল সংখ্যক ছোট বা বিচ্ছিন্ন স্থানীয় সোসাইটিগুলোর সহিত- আন্তর্জাতিক সমিতির সদস্যগণ তাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে, তাদের যার যার দেশের বিচ্ছিন্ন শ্রমজীবীমানুষের সোসাইটিগুলোকে, কেন্দ্রীয় জাতীয় সংগঠনের দ্বারা প্রতিনিধিত্বকারী জাতীয় সংস্থায় সংযুক্ত করতে। অবশ্য, ইহা স্বয়ং-বোধগম্য, যে প্রত্যেক দেশের বিচিত্র আইনের উপর নির্ভর করবে এই নিয়মের ব্যবহার, এবং আইনগত বাঁধা না থাকলে, কোনো স্বতন্ত্র স্থানীয় সোসাইটি সাধারণ পরিষদের সহিত সরাসরি চিঠিপত্র আদান-প্রদানে বারিত হইবে না।

৮। সাধারণ পরিষদের সহিত সরাসরি চিঠিপত্র আদান-প্রদান করে নিজস্ব সম্পাদক নিয়োগ করার অধিকার আছে প্রত্যেক সেকসনের।

৯। আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী মানুষের সমিতির নীতিমালা যিনি স্বীকার ও রক্ষা করবেন, প্রত্যেকব্যক্তি সদস্য হতে যোগ্য । প্রত্যেক শাখা ইহার ভর্তি করা সদস্যগণের অখন্ডতার জন্য দায়ী ।

১০। আন্তর্জাতিক সমিতির প্রত্যেক সভ্য, এক দেশ হতে অন্যদেশে তার বসতি সরিয়ে নিলে, সমিতিবদ্ধ শ্রমজীবী মানুষের ভ্রাতৃত্বমূলক সমর্থন লাভ করবেন।

১১। আন্তর্জাতিক সমিতিতে যোগদান করে ভ্রাতৃত্বমূলক সহযোগিতার অনন্ত বন্ধনে যখন একত্রীকৃত, শ্রমজীবী মানুষের সমিতিগুলো তাদের বিদ্যমান সংগঠনগুলো সংরক্ষণ করবে।

১২। উপস্থিত দুই তৃতীয়াংশ প্রতিনিধি এমন সংশোধনের পক্ষে, এই শর্তে প্রত্যেক কংগ্রেস কর্তৃক বর্তমান নিয়মাবলী সংশোধিত হতে পারবে।

১৩। প্রত্যেক কংগ্রেসের সংশোধনী সাপেক্ষ, বর্তমান নিয়মাবলীতে প্রত্যেক বিষয় সংস্থান করা না গেলে বিশেষ প্রবিধান দ্বারা তা করা যাবে।

# প্রথম আন্তর্জাতিকের প্রশাসনিক প্রবিধানাবলী –১৮৬৭

১। কংগ্রেসের প্রস্তাবাবলী কার্যকারণে সাধারণ পরিষদ ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

(এ) এই অভিষ্ট সাধনে বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক প্রেরিত সকল দলিল ইহা সংগ্রহ করবে, এবং যেমনটা ইহা অন্য উপায়েও সংগ্রহ করতে পারবে।

( বি) কংগ্রেসের সংগঠনের দ্বারা ইহা অভিযুক্ত, এবং কেন্দ্রীয় কমিটির মাধ্যমে কংগ্রেসের কর্মসূচি সকল শাখার অবগতিতে আনা।

২। আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী মানুষের সমিতির স্বার্থে লাগতে পারে এমন প্রত্যেক ব্যাপার অন্তর্ভুক্ত করে, সাধারণ পরিষদ ইহার উপায়ের অনুমোদন সাপেক্ষ প্রায়ই একটি রিপোর্ট প্রকাশ করবে, সর্বোপরি বিভিন্ন স্থানে শ্রমিকের চাহিদা ও যোগান আমলে নেওয়া,সহযোগিতামূলক সমিতি, এবং প্রত্যেক দেশের শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা।

৩। এই রিপোর্ট বহু ভাষায় প্রকাশিত হবে, এবং বিক্রির জন্য সংশ্লিষ্ট সকল অফিসে পাঠাতে হবে। ব্যয় সাশ্রয়ে সংশ্লিষ্ট সম্পাদকগণ তাদের নিজ নিজ স্থানে বিক্রি হতে পারে এমন কপির সাম্ভাব্য সংখ্য অবশ্যই পূবাহ্নেই সাধারণ পরিষদে অবহিত করবে।

৪। এই দায়িত্বসমূহ নিস্পন্নকরণে সাধারণ পরিষদকে সক্ষম করতে, সাধারণ পরিষদের ব্যবহারের জন্য অধিভুক্ত সোসাইটির প্রত্যেক সদস্য ত্রৈমাসিক কিস্তিতে বার্ষিক এক পেনি বাধ্যতামূলক চাঁদা পরিশোধযোগ্য। এই চাঁদা সাধারণ পরিষদের পূর্বনির্ধারিত ব্যয় , যেমন সাধারণ সম্পাদকের পারিতোষিক, ডাক মাশুল, মুদ্রণ ইত্যাদি নির্বাহে।

৫। শাখাগুলোর গ্রুপগুলো প্রতিনিধিত্বকারী কেন্দ্রীয় কমিটিগুলো প্রতিষ্ঠা করবে একই ভাষা ব্যবহার যখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা পারমিট করে। এই কমিটিগুলোর কার্যনির্বাহকগণ নিজ নিজ সেকসন কর্তৃক নির্বাচিত হয়, তবে, তাদের অফিস হতে যেকোনো সময় প্রত্যাহৃত হতে পারবে। নুন্যপক্ষে মাসে একবার তারা তাদের রিপোর্ট পাঠাবে, যদি প্রয়োজন হলে প্রায়ই।

৬। কেন্দ্রীয় কমিটির ব্যয় নির্বাহ করবে তাদের নিজ নিজ সেকসন। প্রত্যেক শাখা, ইহার সদস্য সংখ্যা যাহাই হোক, কংগ্রেসে একজন প্রতিনিধি পাঠাতে পারবে।

৭। একজন প্রতিনিধি প্রেরণে সক্ষম নয় এমন শাখাগুলো তাদেরকে প্রতিনিধিত্বে অন্য শাখাগুলোর সহিত ঐক্যবদ্ধ হয়ে একজন প্রতিনিধি প্রেরণে একটি গ্রুপ গঠন করতে পারবে।

৮। ৫০০ এর বেশী সদস্য নিয়ে গঠিত প্রতিটি শাখা বা গ্রুপ , প্রত্যেক অতিরিক্ত পূর্ণ ৫০০ সদস্যের জন্য একজন করে প্রতিনিধি পাঠাতে পারবে। শাখা ও সেকসেনগুলোর কেবলমাত্র সেই প্রতিনিধি কংগ্রেসের কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করতে পারবে, যিনি সাধারণ পরিষদের নিকট তাদের বাধ্যতামূলক চাঁদা পরিশোধ করেছে।

৯। প্রতিনিধিদের ব্যয় বহন করবে তাদের নিয়োগকারী শাখা ও সেকসনগুলো।

১০। আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী মানুষের সমিতির প্রত্যেক সভ্য যোগ্য।

১১। কংগ্রেসে প্রত্যেক প্রতিনিধির কেবল এক ভোট।

১২। প্রত্যেক সেকসন তার স্থানীয় প্রশাসনের জন্য বিভিন্ন দেশের বিচিত্র অবস্থাতে মানানসই, নিয়ম ও উপবিধি তৈরীতে মুক্ত। কিন্তু সাধারণ নিয়ম ও প্রবিধানাবলীর সহিত সাংঘর্ষিক কোনো বিষয় এই সকল উপবিধিতে অবশ্যই থাকতে পারবে না।

১৩। বর্তমান নিয়মাবলী ও প্রবিধানাবলী প্রত্যেক কংগ্রেসে সংশোধিত হতে পারবে, এই শর্তে যে উপস্থিত প্রতিনিধিগণের দুই তৃতীয়াংশ এমন সংশোধনীর পক্ষে।

# ইনফরমেশন সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স ফ্রিডম

(স্থাপিত- ২৩ অক্টোবর,২০০৯)

**সমাজতন্ত্র হচ্ছে বিজ্ঞান, লেনিনবাদ হচ্ছে সমাজতন্ত্রের করাপ্শন।**

**সুতরাং, মার্কস-এ্যাংগেলসের নিকট ফিরো।**

## মৌলিক ধারণা ও নিয়মাবলী

## প্রস্তাবনা

সৌরজগত (পৃথিবীসহ) গঠিত হয়েছে তারকামন্ডলান্তর্গত ধূলিকনা ও গ্যাসের এক বিশাল ও ঘূর্ণায়মান মেঘ হতে যাকে পরিকীর্ণ বাস্পীয় পদার্থ বা নীহারিকা বলা হয়। সূর্য গঠনের উপজাত-নিস্প্রাণ পদার্থ হতে পৃথিবীর পানি ও জীবনের উদ্ভব হয়েছে। সৃষ্টির একটা নিয়ম আছে এবং সেই নিয়মটি হচেছ বিজ্ঞান; প্রতিটি পরিবর্তন ও ক্রিয়ার কার্যকারণে একটা নিয়ম আছে, কাজেই প্রকৃতি, জীবনের নিয়মের মতোই সমাজেরও নিয়ম হচ্ছে বিজ্ঞান। কিন্তু শোষকরা শুধুমাত্র সম্পদ, পুঁজি ও ক্ষমতা অর্জনের হাতিয়ার হিসাবে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করছে। তারা বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের নিয়মকে তোয়াক্কা করে না উপরন্ড় তারা তাদের সংকীর্ণ স্বার্থ হাসিলের অসৎ উদ্দেশ্যে ও দুরভিসন্ধিতে অবৈজ্ঞানিক সমাজ-রাজনীতিক মতবাদগুলো ব্যবহার করে আসছে। এমনকি, অবৈজ্ঞানিক মতাদর্শ এবং ব্যক্তিমালিকানার মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ ও নিয়ন্ত্রণে তারা আজো সাফল্য লাভ করছে, যদিও শ্রমিকরা সকল মূল্য সৃষ্টি করে বলেই তারাই সকল সম্পওির মালিক। অথচ ব্যক্তিমালিকানা অর্থাৎ পুঁজিবাদী সমাজ যা শ্রমিকশ্রেণীর সকল সামাজিক দুর্দশা ও মানসিক অমর্যাদার কারণ সেই স্ববিরোধী ও চিরকালীন অনিশ্চয়তার সমাজের ব্যক্তিমালিকানার হেতুবাদেই শ্রম শক্তি বিক্রি করা ব্যতীত শ্রমিকশ্রেণীর কোন সম্পত্তি নাই।

পুঁজিপতিশ্রেণী কর্তৃক বিজ্ঞান শৃংখলিত, শ্রমিকশ্রেণী মজুরি দাস। কিন্তু বৈজ্ঞানিক উপকরণাদির উন্নয়ন তথা আবিস্কার, সৃষ্টি এবং উৎপাদনের নতুন নতুন উপায় উৎপন্ন করা পুজিবাদের একটি চলমান প্রক্রিয়া। সুতরাং বিজ্ঞান ও পুঁজিবাদের মতোই পুজিপতি শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বৈরীতামূলক সম্পর্ক বিদ্যমান। পুজিবাদের চেয়ে অধিকতর ক্ষমতাবান হচ্ছে বিজ্ঞান এবং শ্রমিকশ্রেণীহীন পুজিপতি শুন্য। অথচ, পুজিপতি শ্রেণী ছাড়াই উৎপাদন সম্পন্নকরণে ও নিজেদেরকে অক্ষুন্ন রাখতে শ্রমিকশ্রেণী যথেষ্ঠ মাত্রায় সক্ষম। অত:পর, উন্নয়ন ও মুক্তির জন্য বিজ্ঞান ও শ্রমিক শ্রেণী মিত্রোচিত শক্তি। এবং সমাজের জন্য পুঁজিপতি অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর উপাদান। সুতরাং, পুঁজিবাদ উন্নয়ন, বিজ্ঞান এবং শ্রমিক শ্রেণীর শত্রু ।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপে অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের সুযোগ পরিত্যাগ ও বাতিল করার জন্য শ্রমিক শ্রেণী এবং বিজ্ঞানের ঐক্য একান্ত অপরিহার্য। উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন করে শ্রমিকশ্রেণী অথচ তা আত্মসাৎ করে পুঁজিপতিশ্রেণী, কাজেই পুঁজি হচ্ছে উৎপাদিত পণ্যের অপরিশোধিত অংশ বা অদেয় মজুরি। অত:পর, পুঁজিপতি হচেছ শোষক, প্রতারক, দুর্নীতিবাজ এবং সর্বোপরি অবৈজ্ঞানিক। সুতরাং,

পুঁজিবাদী সমাজ হচ্ছে অবৈজ্ঞানিক, অন্যায্য, অপরাধ স্রষ্টা, অপরাধ নির্ভর, অপরাধ রক্ষক, জঘন্য, ভয়ংকর ও অনিশ্চিত, যুদ্ধ প্রবন এবং শ্রম, সৃষ্টি, অগ্রগতি, আধুনিকতা, সমতা, শান্তি, মুক্তি এবং বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক সমাজের বিরোধী। অত:পর, বিজ্ঞান, সমাজ, শ্রমিক শ্রেণী এবং মানুষেরও মুক্তি নিশ্চিতিতে পুজিবাদের বিনাশ আবশ্যকীয়। সুতরাং, ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদের মাধ্যমে অর্থাৎ পুঁজি পুঞ্জিভূত করার প্রক্রিয়াকে ধ্বংস এবং শ্রেণী ও রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র রক্ষক বা রাষ্ট্র সম্পর্কিত বা রাষ্ট্র রক্ষায় নিয়োজিত সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিলুপ্ত করে অসভ্য, অবৈজ্ঞানিক, এবং অমানবিক পুঁজিবাদকে বিলীন করা জরুরী। অনুরূপ বিলুপ্তিকরণ ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকভাবে যুক্তিযুক্ত, যথার্থ ও ন্যায়সংগত, কারণ-

(১) ১৩.৭৩ বিলিয়ন বৎসর বয়সী মহা বিশ্বের আধার হচ্ছে কমপক্ষে ৯৩ বিলিয়ন আলোক বর্ষ। ২০০৮ সালে মহা বিশ্ব হচ্ছে: ডার্ক এনার্জি-৭২%, ডার্ক ম্যাটার-২৩%, রেগুলার ম্যাটার-৪.৬% এবং নিউট্রিয়নস ১% এর নীচে। প্রতিটি গ্যালাক্সিতে ১০মিলিয়ন হতে ১ ট্রিলিয়ন ষ্টার আছে এবং দৃশ্যমান মহা বিশ্বে ১০০ বিলিয়নেরও বেশী গ্যালাক্সী আছে। বেশীর ভাগ তারার বয়স ১ বিলিয়ন থেকে ১০ বিলিয়ন বছর এবং সৌরজগতের প্রতিবেশী পরিচিত সকল তারার ৬% সাদা ক্ষুদ্রাকৃতির যা কালো ক্ষুদ্রাকৃতিতে পরিণত হয়ে খুবই ঠান্ডা হওয়ায় অর্থপূর্ণ তাপ ও আলো নির্গত করতে পারছে না। এবং ৪.৫৭ বিলিয়ন বছর বয়সী তারা অর্থাৎ সূর্য যা পৃথীবির প্রায় সকল শক্তির উৎস সেটিরও ৫.৩৩ বিলিয়ন বছর পরে অস্থিত্ব থাকবে না;

(২) এটমে আছে ঋণাত্মক শক্তির ইলেক্ট্রনিকস ও ধনাত্মক শক্তির প্রোটনস এবং ইলেক্ট্রিক নিউট্রনস। সেজন্য সেখানে ইলেক্ট্রোম্যাগনিটিজম বিদ্যমান বলেই এটমের অভ্যান্ড়রীন সম্পর্ক হচ্ছে বৈপরীত্যের ঐক্য অর্থাৎ দ্বান্দিক। সে কারণেই প্রতিটি বস্তু গতিশীল, পরিবর্তনশীল এবং রূপান্তরশীল;

(৩) পুঁজিবাদী সমাজের বৈরীতামূলক সম্পর্ক দ্বান্দিক নিয়মের অধীন; এবং

(৪) রাজনীতি ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব, শ্রেণী এবং রাষ্ট্রের ইতিহাস হচ্ছে মাত্র প্রায় ৫৫০০ বছরের কিন্তু মানুষের ইতিহাস হচ্ছে প্রায় ২০০,০০০ বছরের, কাজেই রাজনীতি, শ্রেণী এবং রাষ্ট্র এক সময়ে ছিল না; এখন রাষ্ট্র মৃতবৎ এবং পুঁজিবাদের সাথে সমাধিপাড়ে উপনীত। অতএব, রাষ্ট্র এবং পুজিবাদ উভয়ই উন্নয়ন ও সমাজের জঞ্জাল ও বোঝা, এবং মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক।

কেবলমাত্র রাষ্ট্রহীন-শ্রেণীহীন সমাজ হচ্ছে বৈজ্ঞানিক সমাজ। বৈজ্ঞানিক সমাজে সকল প্রকার অবৈজ্ঞানিক মতবাদ, দৃষ্টিভংগি এবং চিন্তা তিরোহীত হবে, এমনকি পুঁজিবাদী ধারণা অর্থাৎ ভুয়ামি, বানোয়াটি, ভন্ডামি, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, মিথ্যা ইত্যকার বিষয়াদি অতিতের অংশে পরিণত হবে এবং অস্ত্রাগার ও সামরিক অস্ত্র-শস্ত্র ঠাঁই নিবে ঐতিহাসিক যাদুঘরে, অতএব, ঐটি হচ্ছে প্রাচুর্য সমেত চিরন্তর শান্তির শান্তিপূর্ণ সমাজ যার মৌলিক নীতিমালা হচ্ছে প্রকৃতিকে জয় করতে প্রত্যেকের সর্বোচ্চ সামর্থ ও ক্ষমতা ব্যবহারে প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেক্যের সহযোগিতা।সুতরাং বিজ্ঞানের সহযোগিতায় শ্রমিক শ্রেণী এবং যথার্থভাবে মানব সমাজও মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জন করবে এবং হবে প্রকৃতির প্রভু । অনুরূপ বৈজ্ঞানিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় বিজ্ঞান ও শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য ও সংহতি একান্ত আবশ্যক। অতএব, বিজ্ঞান ও শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠায় একটি "বিশ্ব তথ্য সংগঠন" অতীব গুরত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য।

এই লক্ষ্যে ২৩ অক্টোবর, ২০০৯ তারিখে Information Centre for Workers Freedom প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বস্তুতপক্ষে ইহা ১৯৮১ সালে জগতপুরে প্রতিষ্ঠিত গণ উন্নয়ন পাঠাগারের রূপান্তর।

অতএব ICWF এর মটো হচ্ছে বিজ্ঞান জানা, বিজ্ঞান অনুশীলন করা এবং বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক সমাজের জন্য কাজ করা।

সুতরাং, ICWF এর মূল শ্লোগান হচেছ–মুক্তির জন্য বিজ্ঞান, বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান।

**১.উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য:**

একটি বৈজ্ঞানিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা ও সহায়তা করা।

**২.ঘোষণা এবং পক্ষপাতিত্ব :**

(ক) কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এ্যাংগেলস কর্তৃক উদ্ঘাটিত–সূত্রায়িত ও ব্যাখ্যাত সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান।

(খ) লেনিনবাদ হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক বিজ্ঞানের অপব্যাখ্যা, বিচ্যুতি, বিকৃতি ও দূষণ।

(গ) পীড়িত বুর্জোয়াদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও সমর্থনে এবং তথাকথিত জাতীয় বুর্জোয়াদের মুক্তি সাধনে এক দেশে তথাকথিত গণতান্ত্রিক ও ভুয়া সমাজতান্ত্রিক বিপ-ব সম্পন্ন করা যার ভিত্তি হচ্ছে দ্বিতীয় আন্ড়র্জাতিকের আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকারের ভুয়া–বানোয়াটী সূত্র তা কার্যকরণে নিয়োজিত ছিল লেনিনের পার্টি। যদিচ, কমিউনিষ্ট ইস্তাহার অনুযায়ী–

"কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ যে, তারা জাতীয়তা ও দেশগুলি তুলে দিতে চায়। মেহনতি মানুষদের কোন দেশ নেই। তাদের যা নেই তা আমরা তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারি না। প্রলেতারিয়েতকে যেহেতু সর্বাগ্রে রাজনৈতিক আধিপত্য অর্জন করতে হবে, দেশের পরিচালক শ্রেণীর পদে উন্নীত হতে হবে, নিজকেই জাতি হয়ে উঠতে হবে, তাই সেদিক থেকে বলতে গেলে প্রলেতারিয়েত নিজেই জাতীয়, যদিও কথাটার বুর্জোয়া অর্থে নয়। " এবং"এই অর্থে কমিউনিষ্টদের তত্ত্বকে এক কথায় প্রকাশ করা চলে: ব্যক্তিগত মালিকানার উচেছদ।" এবং "বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের লড়াইটা মর্মবস্তুতে না হলেও আকারের দিক থেকে হল প্রথমত জাতীয় সংগ্রাম। প্রত্যেক দেশের প্রলেতারিয়েতকে অবশ্যই সর্বাগ্রে হিসাব মেটাতে হবে নিজেদের বুর্জোয়া শ্রেণীর সংগে।"

কিন্তু লেনিন ও লেনিনবাদীরা জাতীয় বুর্জোয়াদের পক্ষে এবং সে কারণেই তারা জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রেম এবং চূড়ান্তভাবে রাষ্ট্রিয় পুঁজিবাদের পক্ষে। যদিও শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদের সহিত বৈরী সম্পর্কাধীন জাতীয়তাবাদ হচ্ছে একটি মেকি বুর্জোয়া ধারণা, ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রেম হচ্ছে দেশপ্রেম যা শোষকদের অসৎ উদ্দেশ্যজাত রাজনৈতিক স্বার্থে এক বানোয়াটি কৃত্রিম আবেগ এবং নি:সন্দেহে রাষ্ট্রিয় পুঁজিবাদ হচ্ছে পুঁজিবাদই।

লেনিনবাদী পার্টি ও লেনিনীয় রাষ্ট্রের ঘোষণামতে লর্ড লেনিন এবং লেনিনীয় লর্ডরা কল্পকথার বীরদের মতো 'মেধাবী ও প্রতিভাবান', 'মহান শিক্ষক', 'মহান নেতা', 'মহান মুক্তিদাতা', 'জাতির রক্ষক', এবং ' চিরঞ্জীত'। লেনিন ও লেনিনীয় কিংরা কিছুটামাত্রায় মিশরের ফারাও ডাইনেষ্টীর

সম্রাটের অনুসারী এবং লেনিনের গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার তাত্ত্বিক ধারণার দার্শনগত ভিত্তি হচ্ছে বুক অব পিরামিড। এবং কিং ফারাও ও কিং রোমেলাসের মতোই লেনিন ও অন্যান্য লেনিনবাদীরা তাদের নিজস্ব পার্সোনাল কাল্ট সৃষ্টি ও পরিপোষণ করেছে। লেনিনবাদী ও লেনিনের রাজত্ব হচ্ছে উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতে উৎপাদনী উপকরণের একচেটিয়াকরণের পুঁজিবাদী রাষ্ট্র।

উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাৎকরণে রাষ্ট্রিয় পুঁজিবাদের একটি রাষ্ট-যে রাষ্ট্রটি পার্সোনাল কাল্ট সংরক্ষক সেনা শক্তি তথা পুলিশ, বিশেষ পুলিশ ও সেনাবাহিনীর আধিপত্যে এবং রাজনৈতিক এলিট সমেত লেনিন বা লেনিনবাদী লর্ড কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত সেই রাষ্ট্র হচ্ছে সমাজতন্ত্র: তথাকথিত সমাজতন্ত্রের এমন বানোয়াটি সূত্র স্বয়ং লেনিন সূত্রায়িত করেছেন। এমনকি, এমন একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিনির্মিত ও টিকে থাকবে যদি তা প্রতিবেশী পুজিবাদী রাষ্ট্র দ্বারা আক্রান্ত না হয় বা বিদেশী সাহায্য ও পুঁজি পায় এবং উচ্চতর বেতন ও ঘুষের বিনিময়ে সাবেক আমলাদের সহযোগিতায় । সুতরাং কার্ল মার্কস ও শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির মতানুযায়ী লেনিন এবং লেনিনবাদী ট্রটস্কী, ষ্টালিন, মাও, হো-চিমিন, হোক্সা, চসেস্কো, টিটো, কিম, ক্রুচেভ, গর্বাচেভ এবং অন্যান্য লেনিনবাদী-মাওবাদী রাষ্ট্রীক নির্বাহী ও পার্টি লর্ডরা হচ্ছে অপরাধী চক্র; এবং তাঁদের অুনসারী অথচ সুবিধাভোগী নয় এমনরা হচ্ছে বেকুফ ।

(ঘ) লেনিন, ট্রটস্কি, ষ্ট্যালিন, মাও এবং অন্যান্য সকল লেনিনবাদী-মাওবাদী কোম্পানীগুলো হচেছ মৃত্যু শয্যায় শায়িত ও কবরপাড়ে উপনীত পুরনো বুর্জোয়া সমাজের বন্ধু এবং রক্ষক ।

(ঙ) সমাজতন্ত্র রাজনীতির প্রশ্ন বিষয় নয়, কিন্তু ইহা একটা সামাজিক প্রসংগ। সুতরাং সমাজতন্ত্রী হচেছ সমাজ কর্মী।

(চ) সাম্যতন্ত্রের ভিত্তি হচ্ছে পুঁজিতন্ত্র । তাই পুঁজিতন্ত্রের বিলুপ্তিতে প্রতিষ্ঠিত সাম্যতন্ত্র হচ্ছে একটি নতুন সমাজ। যেখানে ব্যক্তিমালিকানা নাই, বেচা-কেনা নাই, উদ্বৃত্ত-মূল্য নাই, পুঁজি নাই, শোষণ নাই, কাজেই শ্রেণী নাই; অত:পর, শ্রেণী স্বার্থের জন্য কোনো রাষ্ট্র নাই। সুতরাং, সমাজতন্ত্র হচেছ রাষ্ট্রহীন-শ্রেণীহীন সমাজ।

(ছ) সমাজতন্ত্রের প্রাথমিক কাজ হচেছ ব্যক্তিগত সম্পত্তি সমেত সকল প্রকার উত্তরাধিকার বিলোপ এবং সম্পদের সামাজিকীকরণের মাধ্যমে যে কারো উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের সুযোগ বিলুপ্তি এবং সাধারণ সম্পত্তি হবে পরিকল্পিত ও যথোচিত উৎপাদন ও বন্টন সমেত বিশ্বের নিরাপদ অঞ্চলে জনবসতির পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে প্রত্যেকের সুস্বাস্থ্য ও বৈজ্ঞানিক জীবন ব্যবস্থার নিমিত্তে বাসস্থান, খাদ্য, পরিধেয় এবং অন্যান্য মৌলিক উপকরণাদি ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বিহীতাদি এবং মানব দেহ গঠন সংক্রান্ত বিজ্ঞান দ্বারা সমর্থিত নয় অথচ পরজীবীতার হীন স্বার্থে দৈহিক আকৃতি-প্রকৃতির তারতম্য প্রকাশক অংগ বিশেষকে মূল্য উৎপন্ন সমেত কর্মক্ষমতার তারতম্য নির্ধারক গণ্যে কেবলই অংগ বিশেষের হেতুবাদে অধিকতর কর্মক্ষমতাবান ও কম কর্মক্ষমতাবান ব্যক্তিতে ভাগ-বিভাজনের মাধ্যমে মানুষে মানুষে বৈষম্য-বৈরীতা সৃষ্টি করে কেবলমাত্র অংগ বিশেষের পরিচয়ে পরিচিতকরণের জেন্ডারের ঘৃণ্য ও বর্বর ধারণার বিলোপ এবং বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন ও বৈজ্ঞানিক বৈবর্তনিক প্রক্রিয়ায় একটি সহজ ও একক ভাষা উদ্ভাবন এবং কল্পকথা ও অবৈজ্ঞানিক শব্দ বা দাস-প্রভু সম্পর্ক বোধক বা তদার্থের শব্দরাজি অথবা আধিপত্য, অধীনতা ও মানুষকে বিভাজিত করার জন্য ব্যবহৃত শব্দ বিনাশ,বিলোপ ও পরিত্যাগ এবং বস্তুবিশেষ শনাক্তরণ অর্থাৎ বস্তুর যথাযথ, উপযুক্ত ও যথোচিত বর্ণনা

ও কার্যাবলী তথা সংজ্ঞা অথবা প্রকৃত ও নির্ভুল গতি অথবা সুনির্দিষ্ট অস্থিত্ব বা যেকোন ঘটনা ও সংখ্যার যথোচিত শব্দরাজি উদ্ভাবন ও উদ্ঘাটন এবং বৈষম্য ও বৈরীতামুক্ত মানবিক সম্পর্কের উপযুক্ত ও যথার্থ নতুন শব্দরাজি পরিগ্রহণ করার জন্য ব্যাকরণের পরিবর্তন ও হালনাগাদিকরণ এবং পার্সোনাল কাল্ট বা অবৈজ্ঞানিক ঘটনার প্রতিনিধিত্বকারী স্থানসমূহের পুন:নামাকরণ এবং গ্যালাক্সি বা মিল্কিওয়ে এবং গ্রহের মতোই কল্প কথার নামযুক্ত মাস ও দিনের নাম বিলোপ সাধনের মাধ্যমে বর্ষপুঞ্জির সংস্কার সাধন করা হচ্ছে সমাজতন্ত্রের আশু লক্ষ্য।

(জ) সমাজতন্ত্র রাষ্ট্র নয়,বরং রাষ্ট্রীয় সীমানাহীন বৈশ্বিক সমাজ; যা পরিচালিত হবে একটি বিশ্ব জনসমিতি দ্বারা।

(ঝ) সমাজতন্ত্র অর্থাৎ শ্রমিকের মুক্তি, স্থানীয় বা জাতীয় কোন বিষয় নয়, বরং এটি একটি সামাজিক সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানে নির্ভর করতে হবে আধুনিক সমাজের অগ্রগামী দেশগুলোর তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক ঐকমত্যের উপর।

(ঞ) কোন জাতীয় সংগঠন কিংবা কোন রাজনৈতিক দল নয় বরং শ্রেণীহীন সমাজের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর একটি বিশ্ব সমিতি আবশ্যক যা সমাজতন্ত্রের মৌলিক হাতিয়ার, অগ্রদূত ও সাংগঠনিক শর্ত।

(ট) এফ.ডি. রোজভেল্ট, ডবিউ.চার্চিল এবং জে. ষ্টালিন কর্তৃক সৃষ্ট বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফ হচেছ বিশ্ব প্রভু, রক্ষক, সংরক্ষক এবং পুঁজিবাদের মতো রাষ্ট্রেরও শাসক। সুতরাং, ব্যক্তিমালিকানার পক্ষীয় সকল প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলো সমেত বিশ্বব্যাংক-আই.এম.এফের ধ্বংস, বিনাশ, বর্জন ও বিলোপসাধন করা সমাজতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য।

(ঠ) পুঁজি যৌথ উৎপন্ন সুতরাং পুঁজি কেবলমাত্র ব্যক্তিগত নয় সামাজিক কিন্ত পুঁজি ও মজুরি শ্রমের বৈরীতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পুঁজিবাদে পুজির মালিকানা হচেছ ব্যক্তিগত । সুতরাং পুঁজিবাদী সম্পর্ক হচ্ছে বৈষম্যমূলক, সাংঘর্ষিক ও বৈরীতামূলক। উপরন্ত, পুঁজিবাদী উৎপাদনের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে পুঁজির পুঞ্জিভূবন। অতএব, অনিবার্যভাবে অতিরিক্ত বা বেশী উৎপাদন পুঁজিবাদের প্রকৃতি এবং এটি হচ্ছে পুঁজিবাদী সম্পর্কের বিরুদ্ধে উৎপাদন উপকরণের বিদ্রোহ যাকে বলা হয় পুঁজিবাদের সংকট। সংকট শ্রমিক শ্রেণীকে মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত করে এবং অতি দ্রুত অনেক পুঁজিপতিকে শ্রেণীচ্যুত করে। পুঁজিবাদী সংকটের পুনরাবৃত্তি অনিবার্য এবং এটি পুঁজিবাদী সমাজের নিরাময় অযোগ্য জন্মগত ব্যাধী বলেই পুঁজিবাদের সংকট সমাধান অসম্ভব। সুতরাং বুর্জোয়া সমাজ উৎপন্ন করে অধিক হতে অধিকতর ধ্বংসাত্মক শক্তি যেমন পুঁজিবাদের নতুন নতুন উৎপাদন উপকরণ এবং শ্রমিকশ্রেণী। সুতরাং, মিত্রোচিত উভয় শক্তির সাধারণ স্বার্থ হচ্ছে পুঁজিপতিশ্রেণীকে কবরস্তকরণে চিরতরের জন্য উচ্ছেদ করা। অত:পর, সাফল্যের সহিত পুঁজিবাদের সংকট উত্তরণে বৈজ্ঞানিক উপকরণ ও যৌথ উৎপাদনের জন্য মানানসই ও যথার্থ একটি নতুন সমাজ যা বৈজ্ঞানিক অর্থাৎ শ্রেণীহীন সমাজের ভিত্তির জন্য বিদ্রোহী উৎপাদন উপকরণের সহিত উপযুক্ত, যথার্থ ও ধারাবাহিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া শ্রমিকশ্রেণী অবৈজ্ঞানিক পুঁজিবাদী সমাজ বিলুপ্ত ও বিলীন করবে এবং সে কারণেই পুরনো পুঁজিবাদী সমাজ টিকবে না।

(ড) সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে পুঁজিবাদের স্থলাভিষিক্তিকরণে অবশ্যই শ্রমিকশ্রেণীকে বিজয় অর্জন করতে হবে ; এবং শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির কাজ শ্রমিক শ্রেণীর নিজেরই ; এবং

(ঢ) শ্রমিকদের মুক্তির মৌলিক প্রয়োজন ও মৌল শর্ত হচ্ছে বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য-সংহতি এবং প্রণালীবদ্ধ ঐক্য।

সুতরাং, শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্ব সমিতি গঠনে উদ্যোগ নিতে ও সহযোগিতা করতে Information Centre for Workers Freedom প্রাসংগিক তথ্য অনুসন্ধান, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিতরণ এবং সমগ্র দুনিয়ায় আদান-প্রদান করবে।

৩। **সাংগঠনিক নীতিমালা:**

(ক) কেবলমাত্র সাম্যতন্ত্র ও সাম্যতন্ত্রী সম্পর্ক:

(খ) সকল সদস্য সমান;

(গ) প্রত্যেক সদস্যেরই অধিকার আছে জানা, কাজ করা,প্রত্যাহার সাপেক্ষ যে কোন পদে নির্বাচন এবং ভোট প্রদান করার এবং নিজস্ব সাংগঠনিক স্তরে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় মুক্তমনে ও খোলাখুলিভাবে মতামত প্রদান এবং পদত্যাগের অধিকার সহ একটি বা বিভিন্ন ইউনিটে একাধিক পদ ধারণে কেউ বারিত হইবেন না;

(ঘ) প্রাক সভ্য ICWF এর সদস্য নন এবং প্রাক সভ্য ফোরাম সাংগঠনিক অংশ নয় এবং কোন প্রাক সভ্য ICWF- এর কোন পদে নির্বাচিত ও ভোট প্রদানে যোগ্য নন। কিন্তু তারা তাঁদের নিজস্ব ফোরামে যে কোন পদে ভোট প্রদান এবং নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য।

৪। **সদস্যপদের শর্তাবলী:**

(ক) উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তথা সেকশন ১ ও ২ এর প্রতি স্বীকৃতি ;

(খ) ICWF এর জন্য কাজ ও সর্বোত্তম সার্ভিস প্রদান করা ;

(গ) নিয়মিত চাঁদা প্রদান এবং তহবিল ও সামগ্রী সংগ্রহ করা ;

(ঘ) ICWF-এর নিয়মাবলী এবং ICWF ও তাঁদের নিজস্ব কমিটির সিদ্ধান্তবলী অনুসরণ ও মান্য করা।

**৫। প্রাক সভ্যপদের শর্তাবলী:**

(ক) বিজ্ঞান, বিশেষত সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান জানতে আগ্রহী;

(খ) শোষণ হতে অর্থনৈতিক মুক্তির আকাংখা;

(গ) মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য বুভুক্ষা ও আকর্ষণ;

(ঘ) ICWF এর জন্য কাজ ও সর্বোত্তম সার্ভিস প্রদান করা ;

(ঙ) নিয়মিত চাঁদা প্রদান এবং তহবিল ও সামগ্রী সংগ্রহ করা ; এবং

(চ) ICWF-এর নিয়মাবলি এবং ICWF ও তাদের নিজস্ব কমিটির সিদ্ধান্তবলী অনুসরণ ও মান্য করা।

৬। **সাংগঠনিক কাঠামো**

কাউন্সিল, কমিটি এবং বিভিন্ন প্রকারের ইউনিট:

(১)কাউন্সিল সকল প্রকার রির্পোটে সম্মতি বা অসম্মতি প্রদান করবে, সকল স্তরের কমিটি নির্বাচন করবে এবং কেন্দ্রীয় কাউন্সিল হচ্ছে সর্বোচ্চ অংগ এবং ইউনিট কমিটি হচ্ছে সর্বনিম্ন অংগ। আবশ্যকতা দেখা দিলে মৌলিক ধারণা ও নিয়মাবলী'র সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ সংশোধনী কাউন্সিল গ্রহণ করবে। তবে সেক্ষেত্রে কাউন্সিলে উপস্থিত প্রতিনিধিগণের ৮০% হ্যাঁ সূচক মতামত সাপেক্ষ ।

(২) প্রত্যেক বছর নিয়মিত কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হবে, কিন্তু যে কোন কারণে সংশিস্ট অর্গানের সিদ্ধান্ত মতো নির্দিস্ট তারিখের আগে-পরে তা অনুষ্ঠান করা যাবে।

৭।**কমিটি কাঠামো:**

(ক) ইউনিট:

(১) কাউন্সিল-সর্বনিম্ন ৩ এবং সর্বোচ্চ ৩০ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে;

(২) কমিটি- ১ জন সমন্বয়ক, ১ জন সহ সমন্বয়ক এবং সর্বনিম্ন ১ এবং সর্বোচ্চ ৭ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে।

(খ) কেন্দ্রীয়:

(১) কাউন্সিল- কেন্দ্রীয় কাউন্সিল কর্তৃক সিদ্ধান্তকৃত প্রতিনিধির সংখ্যা বা হিস্যামতো সকল নিম্ন পর্যায়ের অংগ হতে নির্বাচিত প্রতিনিধি, তবে কেন্দ্রীয় কমিটির সকল সদস্য এবং সকল কমিটির সমন্বয়ক বা সমন্বয়কের প্রতিনিধিগণ পদাধিকারবলে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের প্রতিনিধিত্বের যোগ্য বিধায় তাঁদের সমন্বয়ে গঠিত হবে ।

(২) কমিটি-১ জন সমন্বয়ক, ৩-৫ জন সহ সমন্বয়ক এবং সর্বনিম্ন ৯ এবং সর্বোচ্চ ২৫ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে। তবে প্রয়োজন হলে সহ-সমন্বয়ক বা সদস্য সংখ্যা বাড়াতে বা পরিবর্তন করতে পারবে কাউন্সিল।

**বি.দ্র:**

(১)সমন্বয়ক/সহ সমন্বয়ক এবং প্রত্যেক কমিটি সদস্য বা বিভিন্ন কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী বিষয়ে নিয়মাবলী, বিধানাবলী ও উপবিধিসমূহ পরবর্তীতে আরো সুবিস্তৃত হবে।

(২) কেন্দ্রিয় কমিটি এবং কেন্দ্রিয় কাউন্সিল ICWF এর বিভিন্ন প্রান্থ ও স্তর নির্ধারণ করবে এবং বিভিন্ন কারণে কাউন্সিলের অনুমোদন সাপেক্ষ সকল কমিটি উপবিধি ও নিয়মাবলী পাশ করতে পারবে।

(৩) সদস্য পদ প্রদান বা না প্রদান বা পুন:প্রদান করার সুযোগ ও অধিকার আছে প্রত্যেক কমিটির। নতুন সভ্যপদ প্রদান বা সাবেক বা অপসারিত সদস্যের সদস্যপদ পুন:প্রদান সংশ্লিস্ট কমিটি কর্তৃক কার্যকৃত হবে।

(৪)সংশ্লিস্ট নিয়মাবলী বা উপবিধি সমূহ চূড়ান্ত করার পূর্বে -

(ক) কমিটি সদস্যদের করণীয় কর্ম ও দায়িত্ব সমূহ সংশ্লিস্ট কমিটির সিদ্ধান্ত মতে বন্টিত হবে।

(খ) কাজ না করা, নিস্ক্রিয়তা এবং ICWF এর বিরুদ্ধে কাজ করা বা সেকশন ১ ও ২ অস্বীকার করা বা অসৎ উদ্দেশ্যে ও দুরভিসন্ধিতে মৌলিক ধারণা ও নিয়মাবলী বিষয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো বা নিয়মানুযায়ী কার্য সম্পাদন না করা বা ইচ্ছাকৃতভাবে নিয়মসমূহকে অকার্যকর করা অথবা ICWF নিজস্ব কমিটির সিদ্ধান্ত মান্য না করা বা সিদ্ধান্তের বিপক্ষে যাওয়া বা সেন্টারের তহবিল তছরূপ করলে যে কোন সদস্যের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট কমিটি কাউন্সিলের অনুমোদন সাপেক্ষ উপযুক্ত বিজ্ঞপ্তিকরণের পর অভিযুক্তের জবাবের উপযুক্ত বিবেচনা সাপেক্ষ বহিস্কার সহ যে কোন ধরণের যৌক্তিক ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

**৮। সিদ্ধান্ত:**

অনুন্য দুই তৃতীয়াংশ হ্যাঁ সূচক ভোট সিদ্ধান্ত হিসাবে গণ্য হবে। তবে মৌলিক ধারণা ও নিয়মাবলী সংশোধনের ক্ষেত্রে কাউন্সিলে উপস্থিত প্রতিনিধিগণের ৮০% হ্যাঁ সূচক ভোট সিদ্ধান্ত হিসাবে গণ্য হবে।

**৯। সমন্বয় সাধন:**

কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের নিকট দায়বদ্ধতা সমেত সমগ্র সংগঠনের কেন্দ্রীয় সমন্নয়সাধনকারী অংগ হচ্ছে কেন্দ্রীয় কমিটি।

**১০। বিলুপ্তি:**

উদ্দেশ্য সিদ্ধির পর Information Centre for Workers Freedom বিলুপ্ত হইবে।

**বি.দ্র**- ইহা একটি সম্পূর্ণত সাময়িক সাংগঠনিক কাঠামো। একটা যুক্তিসংগত প্রস্তুতিমূলক সময়ান্তে বা এটি অনুন্য অর্ধ মিলিয়ন সদস্যের শক্তিতে উন্নীত হলে অথবা একটি বিশ্ব পরিসরের সংগঠনের নিকটবর্তী অবস্থায় উপনীত হলে তখন কেন্দ্রীয় কাউন্সিল চূড়ান্ত করবে সাংগঠনিক নিয়মাবলী অর্থাৎ Information Centre for Workers Freedom একটি সংবিধান পরিগ্রহণ করবে।

**বিশেষ লক্ষ্যণীয়:**

ক। উন্নত দেশগুলোর জন্য সদস্য পদ ও নবায়ন ফি ৫ মার্কিন ডলার এবং অন্যান্যদের জন্য ২ ডলার। পুন:ভর্তি ফি দ্বিগুন।

খ। উন্নত দেশগুলোর জন্য বার্ষিক চাঁদা ১০ মার্কিন ডলার এবং

অন্যান্যদের জন্য ৪ মার্কিন ডলার।

গ। প্রাক সভ্য পদের জন্য সদস্যপদের ফি ও চাঁদার ৫০%।

ঘ। মোট ফি ও চাঁদার ৫০% কেন্দ্রিয় কমিটির ।

ঙ। আগ্রহী ব্যক্তি কর্তৃক সদস্য পদ ও প্রাক সভ্য পদ ফরম পূরণ করে কেন্দ্রীয় বা সংশ্লিষ্ট কমিটির নিকট নির্ধারিত ফি ও চাঁদা সহ প্রেরণ করতে হবে।

চ। কেন্দ্রীয় বা সংশ্লিষ্ট কমিটি সদস্য পদ বা প্রাক সভ্য পদ প্রদানে অপারগতায় তজ্জনিত ব্যয় কর্তন পূর্বক ফি ফেরত দিবে।

---

**প্রথম সংশোধনী দ্বারা সংশোধিত।**